খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

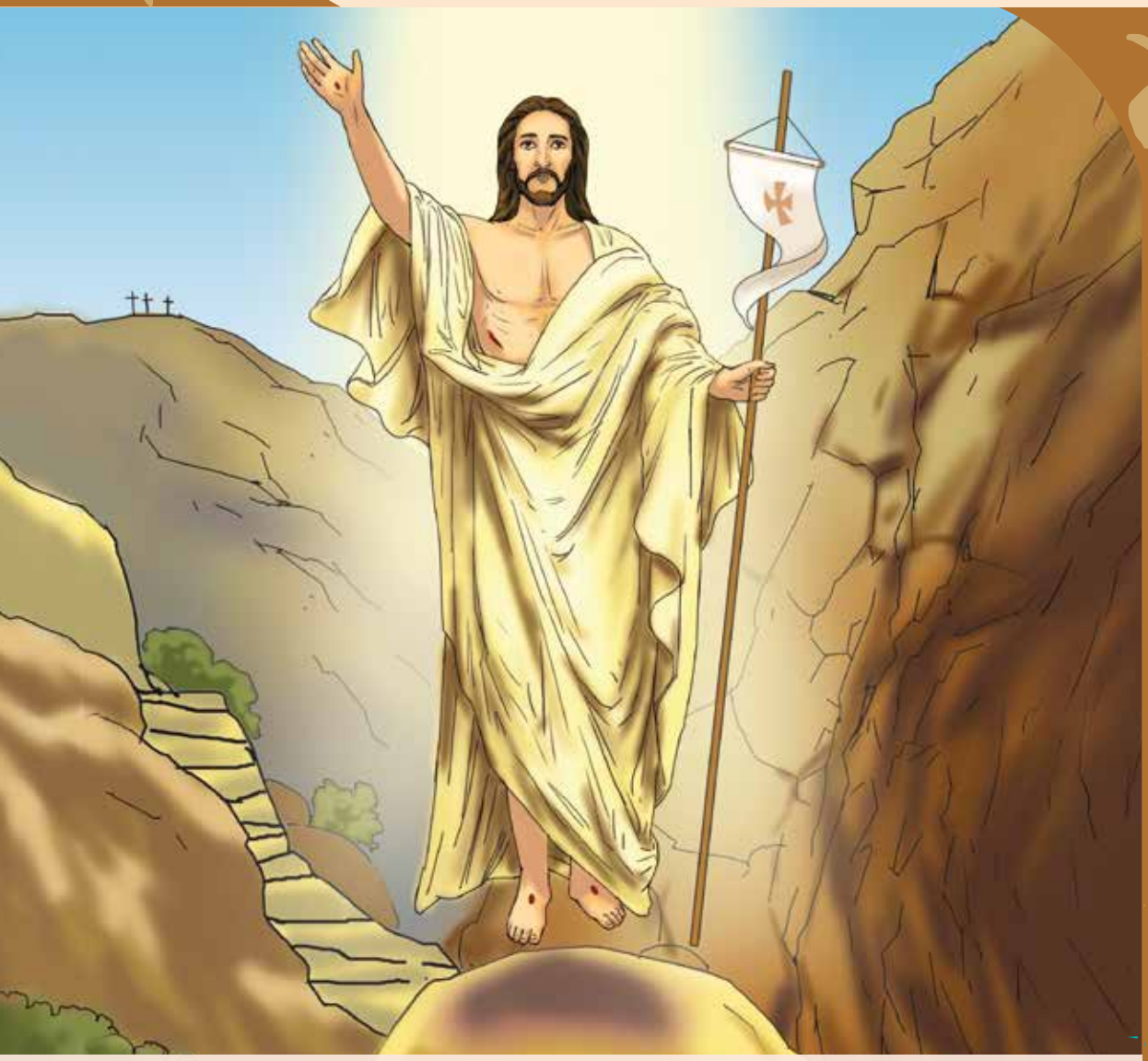

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

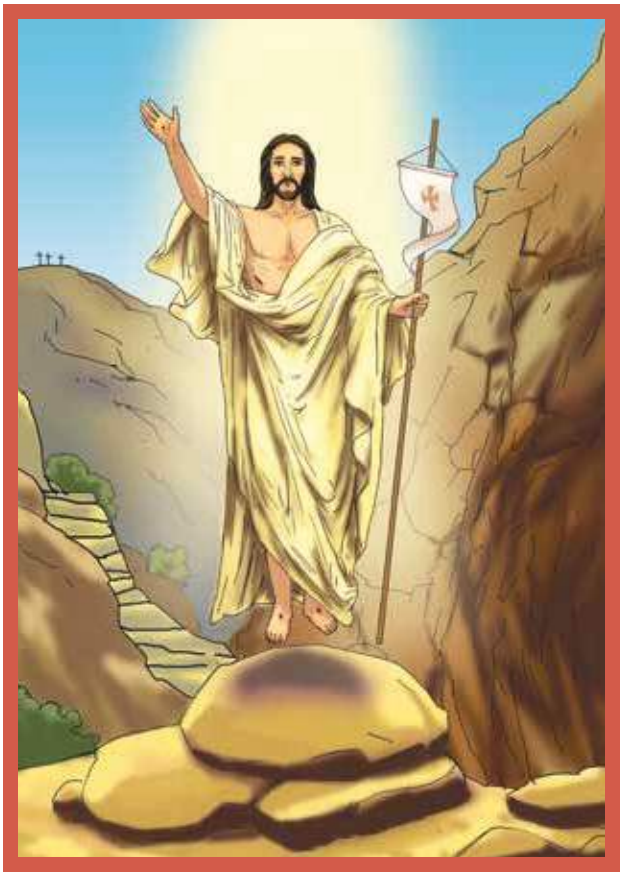

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা
সিস্টার মেরী দীপ্তি
ড. ফাদার মিল্টন কস্তা
শেষান্তি মার্গারেট নকরেক
স্কলাস্টিকা রোজারিও
ড. ডেনিস মধুসূদন দাস
শারমীন হেনা
মোঃ ওয়াজকুরনী

শিল্প নির্দেশনা
হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ
এ এস এম আফতাব হোসেন
আরিফুল ইসলাম

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
মো. রেদওয়ানুর রহমান

প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করাও এই স্তরের শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসরণ ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনদের চাহিদা ও মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল ও ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটির প্রতি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

পঞ্চম শ্রেণির 'খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে সাধারণত দশ বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠগ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। পাঁচটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ ও সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় — বিশ্বাসমন্ত্র ও খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জীবন

পাঠ - ১ : প্রৈরিতিক বিশ্বাসমন্ত্র ও মণ্ডলী ____ ০৩
পাঠ - ২ : ব্যক্তি জীবনে বিশ্বাসমন্ত্র ____ ০৬
পাঠ - ৩ : বিশ্বাসমন্ত্রের মৌলিক শিক্ষা ____ ০৯
পাঠ - ৪ : প্রাত্যহিক জীবনে বিশ্বাসমন্ত্র ____ ১২
পাঠ - ৫ : খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা ____ ১৫
পাঠ - ৬ : বাস্তব জীবনে খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা ____ ১৮
পাঠ - ৭ : জীবন বাস্তবতায় বিশ্বাসমন্ত্রের প্রতিফলন ____ ২১
পাঠ - ৮ : নিজ জীবনে বিশ্বাসমন্ত্রের চর্চা ____ ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায় — যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান

পাঠ - ১ : যীশু খ্রীষ্টের বিচার ও ক্রুশ বহন ____ ২৯
পাঠ - ২ : যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপন ও মৃত্যু ____ ৩৩
পাঠ - ৩ : মানবজীবনে যীশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগের শিক্ষা ____ ৩৭
পাঠ - ৪ : যীশুর পুনরুত্থান ____ ৪১
পাঠ - ৫ : যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রমাণ ____ ৪৪
পাঠ - ৬ : জীবন বাস্তবতায় পুনরুত্থানের তাৎপর্য ____ ৪৮
পাঠ - ৭ : যীশুর পুনরুত্থান আমাদের আশীর্বাদ ____ ৫১

তৃতীয় অধ্যায়

পরমতসহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি

পাঠ - ১ : পরমতসহিষ্ণুতা ৫৭
পাঠ - ২ : পরমতসহিষ্ণুতার তাৎপর্য ৬০
পাঠ - ৩ : পরমতসহিষ্ণুতার উপায় ৬৩
পাঠ - ৪ : নিজ জীবনে পরমতসহিষ্ণুতা চর্চা ৬৬
পাঠ - ৫ : সহনশীল আচরণের চর্চা ৭০
পাঠ - ৬ : সম্প্রীতি রক্ষার উপায় ৭৩
পাঠ - ৭ : সম্প্রীতির ফলাফল ৭৭
পাঠ - ৮ : সামাজিক জীবনে সম্প্রীতি চর্চা ৮০

চতুর্থ অধ্যায়

সাক্রামেন্ত ও ধর্মীয় মূল্যবোধ

পাঠ- ১ : দীক্ষাস্নান ৮৫
পাঠ- ২ : খ্রীষ্টপ্রসাদ ৮৮
পাঠ- ৩ : বিবাহ ও যাজকবরণ ৯১
পাঠ- ৪ : দীক্ষাস্নানের তাৎপর্য ৯৪
পাঠ- ৫ : খ্রীষ্টপ্রসাদের তাৎপর্য ৯৭
পাঠ- ৬ : বাস্তব জীবনে খ্রীষ্টপ্রসাদ ১০০
পাঠ- ৭ : সাক্রামেন্তের তাৎপর্য ১০৩
পাঠ- ৮ : সাক্রামেন্ত ও সামাজিক সম্প্রীতি ১০৫
পাঠ- ৯ : সাক্রামেন্তীয় বিশ্বাসে জীবনযাপন ১০৮

পঞ্চম অধ্যায়

ঈশ্বরসৃষ্ট পৃথিবী আমাদের আবাসভূমি

পাঠ - ১ : পৃথিবী আমাদের আবাসভূমি _____ ১১৩
পাঠ - ২ : আবাসভূমির যত্ন _____ ১১৬
পাঠ - ৩ : আবাসভূমির বিপর্যয়ের কারণ _____ ১১৯
পাঠ - ৪ : আবাসভূমি সুরক্ষায় করণীয় _____ ১২২
পাঠ - ৫ : জলবায়ু সুরক্ষায় করণীয় _____ ১২৫
পাঠ - ৬ : প্রাণিকুলের প্রতি আমাদের দায়িত্ব _____ ১২৮
পাঠ - ৭ : নিজ বাড়ি বাসযোগ্য করা _____ ১৩১
পাঠ - ৮ : শিক্ষাঙ্গন সুন্দর রাখা আমাদের দায়িত্ব _____ ১৩৪
পাঠ - ৯ : পরিবেশ সুন্দর রাখা আমাদের দায়িত্ব _____ ১৩৮
পরিশিষ্ট : বাইবেলে ব্যবহৃত নামসমূহ _____ ১৪১

অধ্যায়

১

প্রথম অধ্যায়

বিশ্বাসমন্ত্র ও খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জীবন

‘স্বর্গ-মর্ত্যের স্রষ্টা’-এর অর্থ হচ্ছে সবকিছুতে যার অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ সৃষ্টির সমস্ত কিছুরই যিনি স্রষ্টা। এ উক্তিটি নির্দেশ করে সৃষ্টির গভীরে একটি বন্ধন, যা স্বর্গ ও মর্ত্যকে সংযুক্ত করে। বিশ্বাসমন্ত্র/বিশ্বাসসূত্র প্রার্থনাটি দিয়ে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সমগ্র জীবনকে বুঝানো হয়েছে। অপরপক্ষে বলতে পারি যে, এ প্রার্থনাটিতে ইহকাল থেকে পরকাল পর্যন্ত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। এ নির্দেশনা অনুযায়ী চললে বিশ্বাসীমাত্রই পরিত্রাণ পাবে।

স্বর্গ

মর্ত্য

পাঠ: ১

প্রৈরিতিক বিশ্বাসমন্ত্র ও মণ্ডলী

প্রৈরিতিক বিশ্বাসমন্ত্র/বিশ্বাসসূত্র খ্রীষ্টমণ্ডলীর মূল শিক্ষা। এতে নিহিত রয়েছে বিশ্বাসের মর্মবাণী। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা-এই তিন ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের উপায়। খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসেবে আমরা বিশ্বাসমন্ত্রকে আপন করে গ্রহণ করি। একই সাথে খ্রীষ্টমণ্ডলীভুক্ত হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলি। তাই এসো খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসেবে এখন থেকে আমরা বিশ্বাসমন্ত্রকে আপন করে জানতে চেষ্টা করি।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসমন্ত্র

'স্বর্গ-মর্ত্যের স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে এবং তাঁহার অদ্বিতীয় পুত্র, আমাদের প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্টে আমি বিশ্বাস করি, যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হইয়া কুমারী মারীয়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যাতনাভোগ করিলেন, ক্রুশবিদ্ধ গতপ্রাণ ও সমাধিস্থ হইলেন, পাতালে অবরোহণ করিলেন, তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থান করিলেন, স্বর্গারোহণ করিলেন, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, সেই স্থান হইতে জীবিত ও মৃতের বিচারার্থে আগমন করিবেন। আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, পুণ্যময়ী কাথলিক/সার্বজনীন মণ্ডলী, সিদ্ধগণের সমবায়, পাপের ক্ষমা, শরীরের পুনরুত্থান, অনন্ত জীবন বিশ্বাস করি। আমেন।'

এই প্রার্থনাটিই হলো খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য বিশ্বাসমন্ত্র।

ক. বিশ্বাসমন্ত্র প্রার্থনাটির মধ্যে যীশুর জীবনের কোন কোন ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

১. যীশুর জন্ম।
২.
৩.
৪.

খ. বিশ্বাসমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে তুমি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাসের সাক্ষ্য প্রয়োগ করতে পারো তা নিচের ছকে উল্লেখ করো।

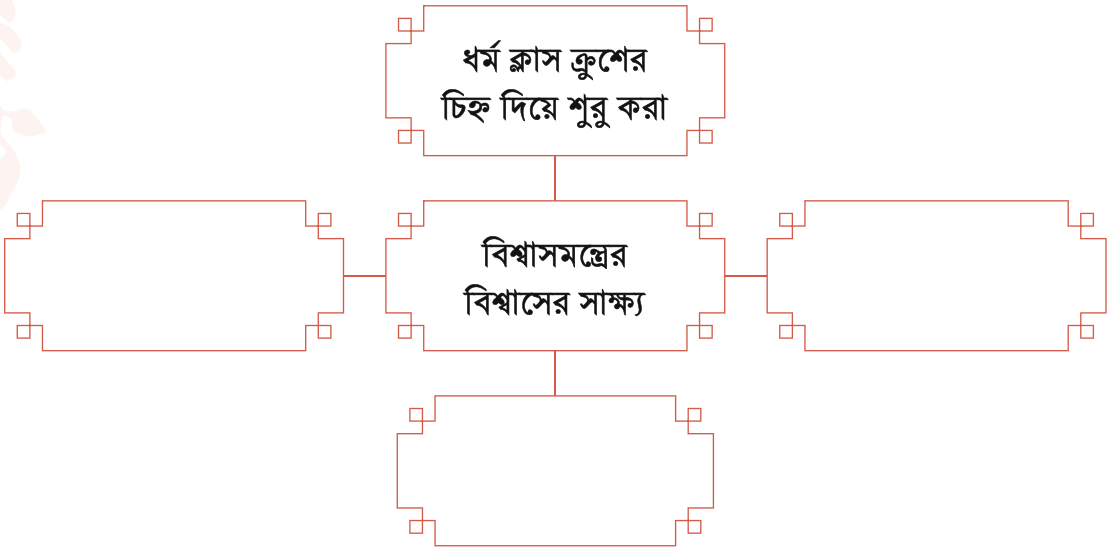

গ. সবাই একসাথে বিশ্বাসমন্ত্র/ বিশ্বাসসূত্র প্রার্থনাটি আবৃত্তি করি।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- বিশ্বাসমন্ত্র প্রার্থনা জানা
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. কোন প্রার্থনাটিতে ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে?

ক. প্রভুর প্রার্থনায় খ. বিশ্বাসমন্ত্রে গ. অনুতাপ নিবেদনে ঘ. দূতের বন্দনায়

২. বিশ্বাসমন্ত্র প্রার্থনাটি খ্রীষ্টমণ্ডলীর জন্য–

ক. মূল শিক্ষা খ. প্রধান শিক্ষা গ. পরিপূরক শিক্ষা ঘ. অনুকরণীয় শিক্ষা

৩. যীশু পুনরুত্থান করেন–

ক. প্রথম দিবসে খ. দ্বিতীয় দিবসে গ. তৃতীয় দিবসে ঘ. চতুর্থ দিবসে

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে	১. আগমন করিবেন।
২. ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র	২. আমি বিশ্বাস করি।
৩. যীশু জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে	৩. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।
৪. অনন্ত জীবন বিশ্বাস করি	৪. উপবিষ্ট আছেন।
	৫. পাপের ক্ষমা ও শরীরের পুনরুত্থানে।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. পোন্তিয় _____ শাসনকালে যাতনাভোগ করেন।

২. পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই _____ ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন।

৩. বিশ্বাসমন্ত্রে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর _____ নিহিত রয়েছে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিশ্বাসমন্ত্র প্রার্থনাটি দিয়ে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের কী বুঝানো হয়েছে?

২. পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত প্রার্থনাটিকে বিশ্বাসমন্ত্র বলা হয় কেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বিশ্বাসমন্ত্রের বিষয়বস্তু বর্ণনা করো।

২. 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান'- ব্যাখ্যা করো।

পাঠ: ২

ব্যক্তিজীবনে বিশ্বাসমন্ত্র

(সাম/গীত ২৪:৮, লুক ১: ৩৭)

‘স্বর্গ-মর্ত্যে’র স্রষ্টা সর্বশক্তিমান, পিতা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি।’ বিশ্বাসমন্ত্রের প্রথম অংশে দেখতে পাই ‘ঈশ্বর সর্বশক্তিমান’। তিনি নিজেই এই পরিচয় দিয়েছেন যে, তিনি ‘শক্তিমান পরাক্রমী’, ‘তার অসাধ্য কিছুই নেই’। ঈশ্বর তাঁর মহিমা, মঙ্গলময়তা, সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা পিতা পরমেশ্বর বলে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করে থাকে। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যেন সে ঈশ্বরকে জানতে, ভালোবাসতে এবং ঐশজীবনের সহভাগী হয়ে অনন্তকাল সুখী হতে পারে। ঈশ্বর পরাক্রমী এবং শক্তিশালী। তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। তাঁর কোনো তুলনা করা যায় না। আমাদের যেকোনো বিষয়ে তাঁর সাহায্য প্রয়োজন। তাঁর শক্তি ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। তাঁর নির্দেশ ছাড়া সবকিছু অচল, নিথর। একমাত্র তিনিই পারেন সবকিছু সমাধান করতে। তাই যে কোনো প্রয়োজনে আমরা তাঁর উপর নির্ভর করে চলি।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা

বুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বাধীন জীব হিসেবে স্বর্গদূত ও মানুষকে তাদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত ও ভালোবাসা নিয়ে জীবনের লক্ষ্যে যাত্রা করতে হবে। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবের স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করেন। মানুষের স্বাধীনতায় তিনি কখনো হস্তক্ষেপ করেন না, তবে ভালো-মন্দ সব ঘটনার মধ্যে তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত থাকে।

ক. ঈশ্বর কী উদ্দেশ্যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তা নিজের খাতায় লিখে উপস্থাপন করো।

খ. ঈশ্বরকে আমরা কী কী নামে ডাকতে পারি তা নিচের গাছটিতে লেখ।

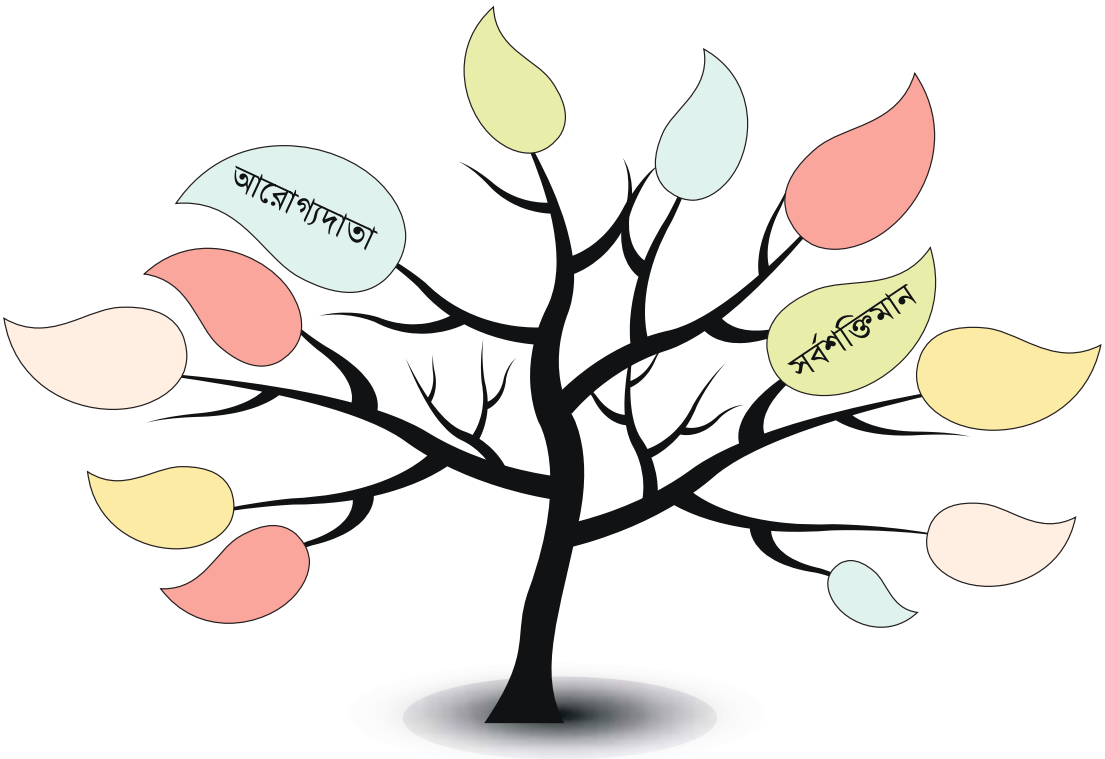

ঈশ্বরের বিভিন্ন নামের বৃক্ষ

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ঈশ্বর সর্বশক্তিমান বিশ্বাসমন্ত্রের কোন অংশে রয়েছে–

ক. প্রথম অংশে খ. দ্বিতীয় অংশে গ. তৃতীয় অংশে ঘ. চতুর্থ অংশে

২. যেকোনো প্রয়োজনে আমরা কার উপর নির্ভর করি?

ক. পিতরের খ. ঈশ্বরের গ. মা মারীয়ার ঘ. যোসেফের

৩. সৃষ্টিকর্তা পিতা পরমেশ্বরকে সকলেই প্রদর্শন করবে–

ক. আনুগত্য খ. সম্মান গ. শ্রদ্ধা-ভক্তি ঘ. আরাধনা

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই।

২. ঈশ্বরের শক্তি ছাড়া আমরা সবই করতে পারি।

৩. ঈশ্বর নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. স্বর্গ-মর্ত্যের স্রষ্টা _____ পিতা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি।

২. ঈশ্বর মানুষকে _____ করেছেন।

৩. সবকিছুর সমাধান করতে পারেন একমাত্র _____ ।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঈশ্বরকে আমরা কী কী নামে ডাকতে পারি?

২. ঈশ্বরকে কেন সৃষ্টিকর্তা বলা হয়?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ‘ঈশ্বর মানুষের স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করেন’ বুঝিয়ে লেখ।

২. ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করো।

পাঠ: ৩

বিশ্বাসমন্ত্রের মৌলিক শিক্ষা

মানুষের পক্ষে ‘ঈশ্বরে বিশ্বাস করা’ অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ রাখা, তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা এবং এক ঈশ্বরকে মেনে নেওয়া। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য ‘ঈশ্বরের বিশ্বাস করার’ অর্থ হচ্ছে: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা– এ তিন ব্যক্তিতে বিশ্বাস করা।

ত্রিত্ব পরমেশ্বর

পিতা ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পুত্র ঈশ্বর পরিত্রাণ সাধন করেছেন এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সঠিক পথে পরিচালনা করেন। পিতা ঈশ্বর পরিকল্পনা করে পুত্রকে পাঠিয়েছেন, পুত্র ঈশ্বর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর পৃথিবীর সবকিছু পবিত্র করে তোলেন। ঈশ্বর পুত্রের জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ সত্যিই বিশ্বাসমন্ত্রের মৌলিক শিক্ষা। তিনি মানুষের সঙ্গে থাকতে চান, মানুষ যেন কখনো তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে না যায়। বিশেষভাবে পাপের পথে যাতে পরিচালিত না হয়, তাই তিনি পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছেন। সকল প্রকার মন্দতাকে জয় করে মানুষ যাতে ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে চলতে পারে। তার জন্য তিনি বলেন, ‘আমিই পথ, সত্য ও জীবন’। তাঁর দেখানো পথে চললে কেউই বিনষ্ট হবে না, সকলেই পরিত্রাণ পাবে।

এসো আমরা গল্প পড়ি

সোনালি তার ছোট ভাইকে নিয়ে পাড়ায় বেড়াতে যায়। তার ভাই খুব দুষ্ট স্বভাবের। সুযোগ পেলেই সে তার খেলার সাথিদের সাথে মারামারি করে। এ বিষয়টি নিয়ে সোনালি খুবই চিন্তিত, কারণ তার ভাই যেকোনো সময় কারো না কারো ক্ষতি করে ফেলবে। সত্যি সত্যিই একদিন তা-ই হলো। তার ভাই এক ছেলের আঙুল ভেঙে ফেলল। এ দৃশ্য দেখে সোনালি হতবাক! কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে তার ভাইয়ের খেলার সাথিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল এবং প্রার্থনা করল যেন ছেলেটি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে অল্প সময়ে ডাক্তার পাওয়া গেল

এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। ছেলেটি কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল। এ থেকে বোঝা যায় যীশুর কাছে প্রার্থনা করলে তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হয় এবং যীশু অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করতে পারেন।

ক. বিশ্বাসমন্ত্রের মূল শিক্ষাগুলো কী কী তা নিচের ছকে লেখ।

খ. তুমি কীভাবে জীবনযাপন করলে ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে চলতে পারবে তা সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

১.
২.
৩.
৪.

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- পাপের পথ থেকে মন ফেরানো
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন–

ক. পবিত্র আত্মা ঈশ্বর খ. পুত্র ঈশ্বর গ. পিতা ঈশ্বর ঘ. পিতা ও পুত্র ঈশ্বর

২. যীশুর জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান উল্লেখ রয়েছে–

ক. প্রভুর প্রার্থনায় খ. বিশ্বাসমন্ত্রে গ. ত্রিত্বের জয়ে ঘ. দূত সংবাদে

৩. অসুস্থকে সুস্থ করতে পারেন–

ক. পিতর খ. যোহন গ. যীশু ঘ. যাকোব

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বরে বিশ্বাস অর্থ	১. ঈশ্বর পুত্র।
২. পরিত্রাণ সাধন করেন	২. মন্দতাকে জয় করে।
৩. মানুষ ঈশ্বরের পথে চলতে পারবে	৩. ঈশ্বর থেকে দূরে থাকা।
	৪. ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ রাখা।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. ঈশ্বরে বিশ্বাসের অর্থ হলো _____ ব্যক্তিতে বিশ্বাস করা।

২. জগৎ সৃষ্টি করেছেন _____।

৩. মানুষ যেন _____ পথে পরিচালিত না হয়।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ত্রিত্ব পরমেশ্বরের কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ ।

২. সোনালির মতো তুমিও কীভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারো।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বিশ্বাসমন্ত্রের মৌলিক শিক্ষাগুলো লেখ।

২. ‘আমিই পথ, সত্য ও জীবন’ বাক্যটি কে, কেন বলেছেন বর্ণনা করো।

পাঠ: ৪

প্রাত্যহিক জীবনে বিশ্বাসমন্ত্র

ঈশ্বরকে ছাড়া মানুষের কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রতিদিনের জীবনে প্রতিটি কাজেই আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করি। ঈশ্বরের আদেশ ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না। সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসের হিসাব তাঁর কাছে রয়েছে। এই যে আমি বেঁচে আছি, শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি, কী করে তা সম্ভব! আমরা প্রাত্যহিক জীবনে আরো গভীরভাবে তা উপলব্ধি করতে পারছি।

'পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হইয়া কুমারী মারীয়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন'– ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে কুমারী মারীয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি মানুষ হলেন, মানুষের মতো জীবনযাপন করলেন। মানব সমাজে বসবাস করে সামাজিক জীবনের আদর্শ দেখিয়েছেন। ঈশ্বর প্রেম ও মানব প্রেম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। প্রাত্যহিক জীবনে বিশ্বাসমন্ত্রকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

এসো আমরা গল্প পড়ি

অবহেলিত বৃদ্ধ মা

রুনা পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তার গ্রামে একজন বৃদ্ধ মা বাস করতেন। বৃদ্ধার পারিবারিক অবস্থা ভালো ছিল। তাঁর ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত, আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল। তারা মাকে দেখাশোনা করার জন্য কাজের লোক রেখেছে; কিন্তু সে ঠিকমতো বৃদ্ধার যত্ন করে না। ধীরে ধীরে বৃদ্ধ মা শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেনা। এ দৃশ্য দেখে রুনা খুব কষ্ট পায়।

অসুস্থদের প্রতি যীশুর ভালোবাসার কথা রুনা স্কুলে শুনেছে। তাই যীশুর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে সে নিজেই ঐ বৃদ্ধ মায়ের সেবা করতে শুরু করে। এটা দেখে তার কয়েকজন সহপাঠীও বৃদ্ধ মাকে সেবা করতে এগিয়ে আসে। বৃদ্ধ মা তাদের প্রত্যেকের সেবা পেয়ে সুস্থ ও খুশি হন এবং তাদের আশীর্বাদ করেন।

ক. প্রতিদিনকার জীবনে তুমি কীভাবে বিশ্বাসমন্ত্র উপলব্ধি করো তার কয়েকটি দিক নিচের ছকে লেখ।

খ. যীশুর কোন কোন আদর্শ অনুসরণ করে তোমরা সামাজিকভাবে সুখী সুন্দর জীবনযাপন করবে– তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

১. অসহায়দের পাশে থাকা।
২.
৩.
৪.

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- প্রতিবেশীকে ভালোবাসা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. কার নির্দেশ ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না?

ক. ঈশ্বরের খ. মা মারীয়ার গ. যোসেফের ঘ. যোহনের

২. যীশুর জন্ম হয়েছে–

ক. দূতের মাধ্যমে খ. পবিত্র আত্মার মাধ্যমে গ. মারীয়ার মাধ্যমে ঘ. ঈশ্বরের মাধ্যমে

৩. রুনা ও তার সহপাঠীরা সেবা করেছে–

ক. বৃদ্ধ বাবার খ. বৃদ্ধ প্রতিবেশীর গ. বৃদ্ধ মায়ের ঘ. বৃদ্ধ কর্মীর

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসের হিসাব রয়েছে	১. যীশু খ্রীষ্ট।
২. মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে	২. পবিত্র আত্মার কাছে।
৩. ঈশ্বর প্রেম ও মানব প্রেমের ধারণা দিয়েছেন	৩. ঈশ্বরকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে।
	৪. পিতার কাছে ।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. অসুস্থ ও বৃদ্ধদের সেবা করা ভালো কাজ।

২. যীশু মানুষের মতো জীবনযাপন করেননি।

৩. সর্বদা আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করি।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকা প্রয়োজন কেন?

২. প্রাত্যহিক জীবনে বিশ্বাসমন্ত্র চর্চার দুটি দিক উল্লেখ করো।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ‘ঈশ্বর মানুষ হলেন’ ব্যাখ্যা করো।

২. যীশুর আদর্শ অনুসরণ করে তুমি কীভাবে সুখী জীবনযাপন করবে তা বুঝিয়ে লেখ।

পাঠ: ৫

খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা

(মথি ৫:৩-১০)

খ্রীষ্টধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে পিতা ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র যীশু খ্রীষ্ট আছেন। তিনি নাজারেথের/নাসারতের যীশু নামে পরিচিত।

তিনি আমাদের জন্য কষ্টভোগ ও মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পুনরুত্থানের পর আমাদের সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত থাকবেন। ঈশ্বরের শাশ্বত পরিকল্পনা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষের মাঝে পূর্ণতা লাভ করেছে। যীশুর পর্বতে উপদেশের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষার বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি।

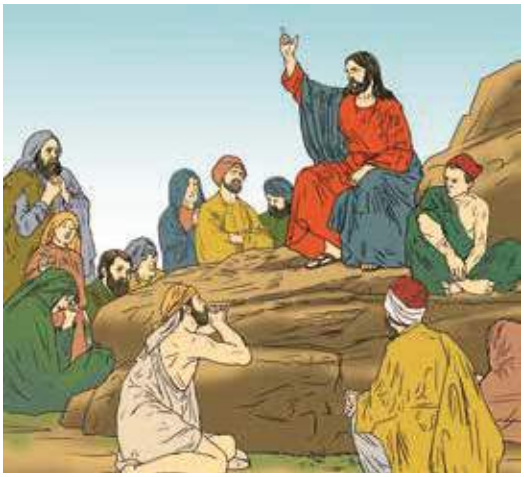

পর্বতে যীশুর উপদেশ

‘অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা— স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
দুঃখ-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা— তারাই পাবে সান্ত্বনা।
বিনয়ী কোমলপ্রাণ যারা, ধন্য তারা— প্রতিশ্রুত দেশ একদিন হবে তাদেরই আপন দেশ।
ধার্মিকতার দাবি পূরণের জন্য তৃষিত ব্যাকুল যারা, ধন্য তারা— তারাই পরিতৃপ্ত হবে।
দয়ালু যারা, ধন্য তারা— তাদেরই দয়া করা হবে।
অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা— তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে।
শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা— তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।
ধর্মনিষ্ঠ বলে নির্যাতিত যারা, ধন্য তারা— স্বর্গরাজ্য তাদেরই।’

এ অষ্টকল্যাণ বাণীকে (পর্বতের উপর উপদেশকে) স্বর্গে প্রবেশের চাবিকাঠি বলা হয়। মানুষ যদি যীশুর বাণী অনুসারে জীবন পরিচালনা করে, তাহলে জগতে ঈশ্বরের আশীর্বাদে সুখী-সুন্দর জীবনযাপন করতে পারবে। খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষাদানের লক্ষ্যই হচ্ছে, মানুষকে খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ করা। একমাত্র তিনিই পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে পিতার ভালোবাসায় আমাদের পরিচালিত এবং পবিত্র ত্রিত্বের অংশীদার করতে পারেন।

ক. পর্বতের উপর যীশুর উপদেশের বাণীগুলো নিচের খালি ঘরে উল্লেখ করো।

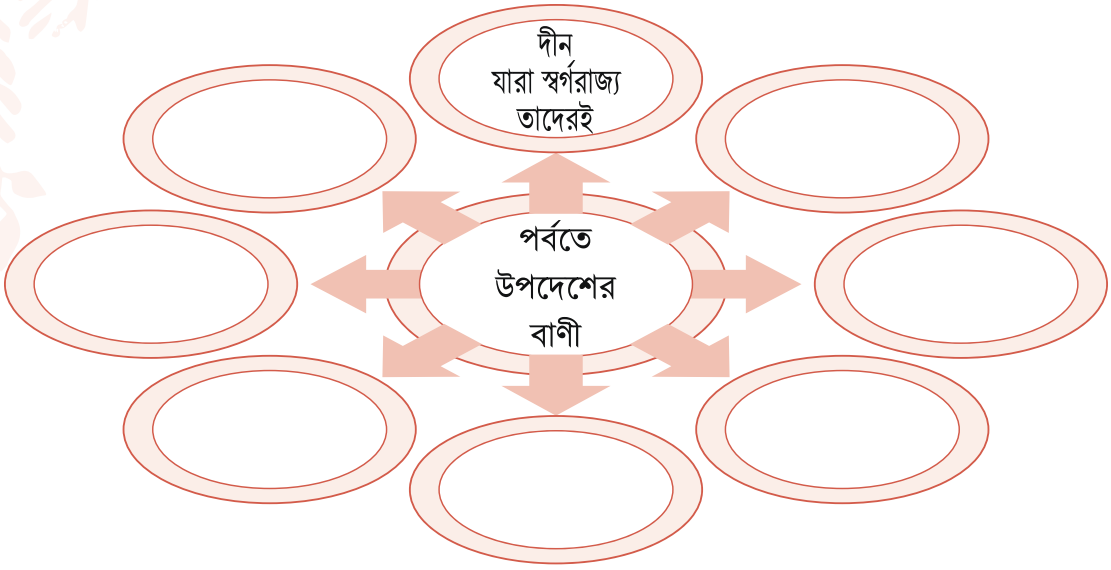

খ. খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা তোমার জীবনে কীভাবে বাস্তবায়ন করছ তা নিচের ছকে উল্লেখ করো।

খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা	নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন
ক্ষমা করা	বন্ধুদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছি

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- দয়া করে যারা, তারাই দয়া পাবে।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন–

ক. যীশু খ. মোশী গ. পিতর ঘ. যোহন

২. অন্তরে যারা দীন-তারা কী পাবে?

ক. দাউদের রাজ্য খ. স্বর্গরাজ্য গ. মোশীর রাজ্য ঘ. সলোমনের রাজ্য

৩. ঈশ্বর পুত্র যীশু সকলের কাছে পরিচিত–

ক. যিরুশালেমের যীশু খ. ইস্রায়েলের যীশু গ. নাজারেথের যীশু ঘ. মিশরের যীশু

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. দুঃখ-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা–	১. স্বর্গরাজ্য তাদেরই
২. অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা–	২. তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।
৩. শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা–	৩. তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে।
	৪. তারাই পাবে সান্ত্বনা।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. ঈশ্বরপুত্র খ্রীষ্টধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন।

২. যোহন কষ্টভোগ করে মৃত্যুবরণ করেন।

৩. মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদে সুখী জীবনযাপন করতে পারবে।

ঙ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঈশ্বরের শাশ্বত পরিকল্পনা বলতে কী বুঝো?

২. অষ্টকল্যাণ বাণীকে খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা বলা হয় কেন?

চ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ‘অষ্টকল্যাণ বাণী স্বর্গে প্রবেশের চাবিকাঠি’–ব্যাখ্যা করো।

২. ‘দয়ালু যারা ধন্য তারা– তাদেরই দয়া করা হবে’– উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।

পাঠ: ৬

বাস্তব জীবনে খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা

(মথি ২৫:৩১-৪০)

সৃষ্টির সময়ে ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি, মেধা, সৃজনশীলতা দিয়ে, এক মহৎ পরিকল্পনা নিয়ে সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করেছেন। সৃষ্ট সকল প্রাণী ও বস্তুর উপর কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব মানুষকে দিয়েছেন। দুর্বল মানুষ বিভিন্নভাবে প্রলোভনে পড়ে পাপ করে স্বর্গ সুখ থেকে বঞ্চিত হয়। যীশুকে মানুষরুপে পৃথিবীতে পাঠিয়ে পিতা ঈশ্বর মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন কোন পথে চললে স্বর্গে যেতে পারবে।

'প্রভু যীশু অন্তিম বিচার করবেন ভ্রাতৃপ্রেমেরই মানদণ্ডে।' পবিত্র বাইবেলের আলোকে আমরা আরো স্পষ্টভাবে স্বর্গে প্রবেশের উপায় বুঝতে পারব।

তৃষ্ণার্তকে জল দান

'মানবপুত্র যখন আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আসবেন, তাঁর সঙ্গে সমস্ত স্বর্গদূত আসবেন। তখন তিনি নিজের গৌরবের সিংহাসনে এসেই বসবেন এবং তাঁর সামনে সকল জাতির মানুষকে সমবেত করা হবে। মেষপালক যেমন ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে নেয়, তেমনি তিনিও মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক করে নেবেন। মেষগুলোকে তিনি তাঁর ডান পাশে আর ছাগগুলোকে বাম পাশে রাখবেন। তারপর ডান পাশে যারা আছে, রাজা তাদের বলবেন, 'এসো তোমরা, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা'। জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে, তা এবার তোমরা নিজেদেরই বলে গ্রহণ করো। কারণ, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে জল দিয়েছিলে; বিদেশি ছিলাম, দিয়েছিলে আশ্রয়; ছিলাম বস্ত্রহীন, তোমরা আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; আমি পীড়িত ছিলাম, তোমরা আমার যত্ন নিয়েছিলে। ছিলাম কারারুদ্ধ আর তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে'। তখন ধার্মিকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে, 'প্রভু, কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, কিংবা তৃষ্ণার্ত দেখে জল দিয়েছিলাম? কখন আপনাকে বিদেশি দেখে দিয়েছিলাম আশ্রয়, কিংবা বস্ত্রহীন দেখে পরিয়েছিলাম পোশাক? কখনোই-বা আপনাকে পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে দেখতে গিয়েছিলাম?' রাজা তখন তাদের এই উত্তর দেবেন, 'আমি তোমাদের

সত্যিই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্য তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্য করেছ।'

মানুষ যতই কর্তব্যবিমুখ হয়, নিজের দায়িত্ব পালনে যতই অলস হয়, ততই সে অযোগ্য ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। ফলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে সে ততই বঞ্চিত হয়। তাই ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যেন মানুষ তাঁর পুত্রের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রীষ্টীয় জীবনযাপন করে। একই সাথে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের যোগ্য হতে পারে।

ক্ষুধার্তদের খাদ্যদান

খ্রীষ্টের একমাত্র মণ্ডলীকে আমরা ধর্ম বিশ্বাসমন্ত্রে এক, পবিত্র, কাথলিক, প্রৈরিতিক মণ্ডলী বলে স্বীকার করি। খ্রীষ্টমণ্ডলী নিজগুণে এগুলোর অধিকারী হয়নি; স্বয়ং খ্রীষ্টই পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে তাঁর এই মণ্ডলীকে এক ও পবিত্র করে তোলেন।

ক. তোমার চারপাশে অবস্থানরত অভাবী দুঃখীদের জন্য তুমি কী করতে পারো তা ডান পাশের খালি ঘরে লেখ।

খ. যীশুর দেওয়া শিক্ষা (দয়া, ক্ষমা) তুমি নিজ জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করতে পারো তা ভূমিকাভিনয় করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- খ্রীষ্টিয় শিক্ষা পালন করে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের যোগ্য হতে পারি।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ঈশ্বর সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন–

ক. মানুষকে খ. প্রাণীকে গ. স্বর্গদূতদের ঘ. সাধু-সাধ্বীদের

২. প্রভু যীশু অন্তিম বিচার করবেন কিসের মানদন্ডে–

ক. ভালোবাসার খ. ভ্রাতৃপ্রেমের গ. প্রেমের ঘ. ন্যায্যতার

৩. মানুষ পাপ করে কোন সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে?

ক. মর্ত্যের সুখ খ. অনন্ত সুখ গ. স্বর্গসুখ ঘ. চিরকালীন সুখ

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. শেষ বিচারের দিনে যীশুর সঙ্গে স্বর্গদূতেরা আসবেন।

২. ছাগগুলোকে ডান পাশে রাখা হয়েছে।

৩. তুচ্ছতমের জন্য যা করা হয়েছে, তা যীশুর জন্যই করা হয়েছে।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি, মেধা ও _____ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

২. মানুষ প্রলোভনে পড়ে _____ করে স্বর্গসুখ হারিয়েছে।

৩. তোমরা আমার পিতার _____ পাত্র।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভ্রাতৃপ্রেম বলতে কী বুঝ?

২. ঈশ্বর মানুষকে সকল প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব করতে বলেছেন কেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. শেষ বিচারের দিনে রাজা ডান পাশের লোকদের কী বলবেন তা লেখ।

২. যীশুর দয়া ও ক্ষমার শিক্ষা তোমার জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে তা বর্ণনা করো।

পাঠ: ৭

জীবন বাস্তবতায় বিশ্বাসমন্ত্রের প্রতিফলন

(যাকোব ২:১৭-২৩)

বিশ্বাসের বিষয়টি কাজের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। পবিত্র বাইবেলে যাকোবের পত্রে বলা হয়েছে, কেউ যদি দাবি করে যে, ঈশ্বরে তার বিশ্বাস আছে অথচ সেই মতো সৎ কাজ করে না তাহলে সে বিশ্বাস মৃত। আমাদের পিতা আব্রাহাম যে অন্তরের ধার্মিকতা লাভ করেছিলেন তা তার সৎকর্মের জন্যই। তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখেই নিজ পুত্রকে যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গ করেছিলেন। তার বিশ্বাস তার সৎকর্মের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পেয়েছিল। আব্রাহাম পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করলেন আর সেই বিশ্বাসের জন্যই তাকে ধার্মিক বলে গণ্য করলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁকে 'ঈশ্বরবন্ধু' বলেও ডাকা হয়েছিল।

ঝড়-বৃষ্টির দৃশ্য

এসো আমরা গল্প পড়ি

ঝর্ণা একজন সমাজকর্মী। সৃষ্টিকর্তার উপর তার গভীর বিশ্বাস রয়েছে। কোথাও যাওয়ার আগে তিনি সব সময় প্রার্থনা করে বের হন যেন পিতা পরমেশ্বর সর্বাবস্থায় তাকে রক্ষা করেন। তাকে দায়িত্বের কারণে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন এলাকায় যেতে হয়। একদিন সিলেটের উদ্দেশে বাসে যাত্রা শুরু করেন, এমন সময়ে বজ্রপাতসহ প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। যাত্রীরা সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে শুরু করে। ঝর্ণাও নীরবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। তার মধ্যে কোনো প্রকার ভয় বা দুশ্চিন্তা নেই। তার প্রবল বিশ্বাস যে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকলে রক্ষা পাবে। অবশেষে ঝড়ের কবল থেকে সকলে রক্ষা পায়। এটাই ঝর্ণার বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনার ফল।

ক. তোমার দেখা বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে এমন কয়েকটি ঘটনা নিচের ছকে লেখ।

১. _____

২. _____

৩. _____

৪. _____

খ. খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসেবে তুমি কীভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করো তা ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- সৃষ্টিকর্তার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. আব্রাহাম অন্তরে ধার্মিকতা লাভ করেছিলেন–

ক. সৎকর্মের জন্য খ. প্রার্থনার জন্য গ. ত্যাগস্বীকারের জন্য ঘ. বিশ্বাসের জন্য

২. নিজ পুত্রকে যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গ করেছিলেন–

ক. মোশী খ. আব্রাহাম গ. যাকোব ঘ. ইসাহাক

৩. ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পেতে কী করবে–

ক. ত্যাগস্বীকার খ. উপবাস গ. প্রার্থনা ঘ. আলোচনা

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সৎকর্মের জন্যই আব্রাহাম অন্তরে	১. যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গ করেছিলেন।
২. ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখেই নিজ পুত্রকে	২. ধার্মিকতা লাভ করেছিলেন।
৩. আব্রাহামের বিশ্বাস তার সৎকর্মের	৩. খ্রীষ্টযাগে নিয়ে গিয়েছিলেন।
	৪. মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পেয়েছে।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. ঝর্ণা কোথাও যাওয়ার পূর্বে প্রার্থনা করেন।

২. আব্রাহামের যাত্রাপথে ভূমিকম্প হয়েছিল।

৩. ঝর্ণার ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস ছিল।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কীভাবে আব্রাহাম ধার্মিকতা লাভ করেছিলেন?

২. ঝর্ণা ঝড়ের কবলে পড়ে কেন ঈশ্বরকে ডেকেছেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আব্রাহামকে ঈশ্বর তাঁর বন্ধু বলেছেন কেন, ব্যাখ্যা করো।

২. বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে তুমি কী করবে?

পাঠ: ৮

নিজ জীবনে বিশ্বাসমন্ত্রের চর্চা

(মার্ক ১৬: ১৫-২০)

সাধু মার্কের লেখা মঙ্গলসমাচারের শেষে যীশুর স্বর্গারোহণের ঘটনার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের প্রৈরিতিক দায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁর প্রতি বিশ্বাসী সকলেই যেন সর্বত্র মঙ্গলবাণী প্রচার করেন।

আরোগ্যকারী যীশু

যীশু শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও; বিশ্ব সৃষ্টির কাছে ঘোষণা করো মঙ্গলসমাচার। যে বিশ্বাস করবে আর দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে। যে বিশ্বাস করবে না, সে কিন্তু শাস্তিই পাবে। যারা বিশ্বাস করবে, তাদের সমর্থনে তখন ঘটতে থাকবে এই সব অলৌকিক ঘটনা– তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা হাতে করে সাপ তুলবে আর মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তারা রোগীদের ওপর হাত রাখলেই রোগীরা ভালো হয়ে উঠবে।'

যীশুর নির্দেশে তাঁর শিষ্যগণ সর্বত্রই বাণী প্রচার করতে বেরিয়ে পড়লেন। প্রভু তাদের সমস্ত কাজের সহায় ছিলেন।

এসো আমরা গল্প পড়ি

তৃষা মফস্সলের একটি স্কুলে পড়ে। তার কয়েকজন সহপাঠীর মিথ্যা বলার বদভ্যাস আছে। তারা শিক্ষকদের সাথে চালাকি ও প্রতারণা করে। প্রায়ই তারা শ্রেণিকক্ষ নোংরা করে। বিষয়টি তৃষার পছন্দ হয় না। সে তার সঙ্গীদের বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এ ধরনের কাজ করা ঠিক নয়।

তার সঙ্গীরা তার বিরোধিতা করে, তাই শিক্ষকের কাছে তার নামে মিথ্যা অভিযোগ দেয়। তৃষা কিন্তু ভয় পায় না; কারণ সে জানে যে যীশু আমাদের সৎ পথে চলতে এবং সত্য কথা বলতে শিখিয়েছেন। তাই সে সকলের সামনে সাহস নিয়ে যীশুর শিক্ষার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। তার সাক্ষ্য শুনে সহপাঠীরা অনুপ্রাণিত হয় এবং আর কখনো মিথ্যা কথা বলে না।

ক. যীশুর আদর্শ তুমি কীভাবে তোমার দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাবে তা নিচের খালি ঘরে লেখ।

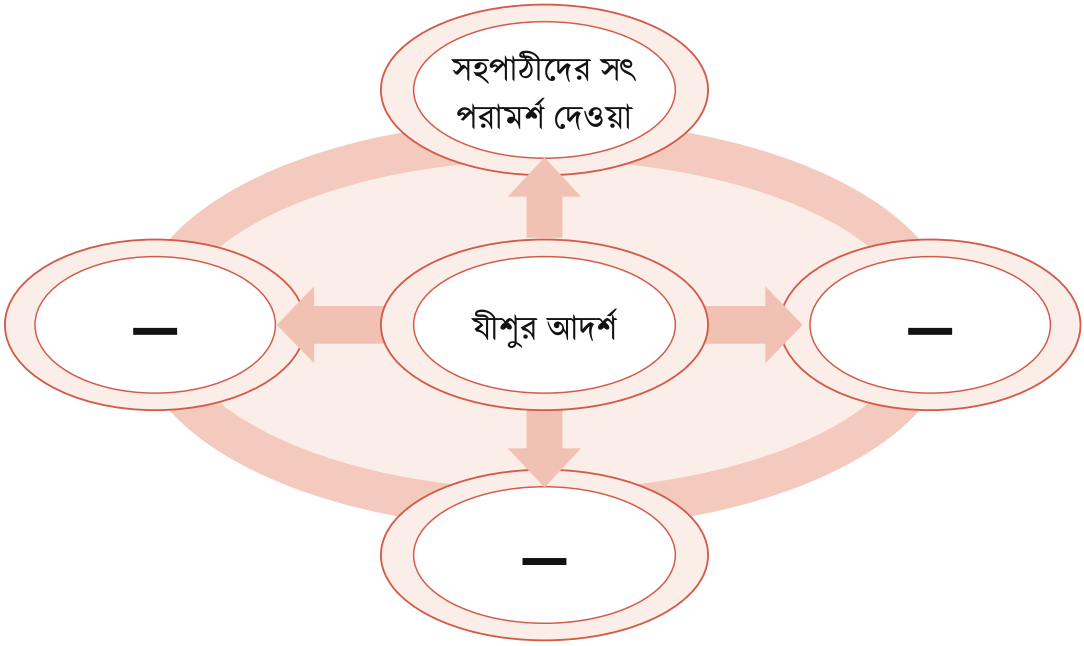

খ. তৃষার গল্প থেকে তুমি কীভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছ তা নিজের খাতায় লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- সদা সর্বদা সৎ পথে চলব।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. যীশুতে বিশ্বাসীরা প্রচার করেন–

ক. মঙ্গলসমাচার খ. নিজ আদর্শ গ. ঈশ্বরের আদর্শ ঘ. প্রচারকের বাণী

২. পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী যীশুর স্বর্গারোহণের ঘটনা কোন মঙ্গলসমাচারে উল্লেখ আছে–

ক. মথি খ. মার্ক গ. লুক ঘ. যোহন

৩ যীশুর শিষ্যেরা সর্বত্রই বেরিয়ে পড়লেন–

ক. রোগীদের সুস্থ করতে খ. উপদেশ দিতে গ. বাণী প্রচার করতে ঘ. আশ্চর্য কাজ করতে

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যীশু শিষ্যদের বললেন	১. বাণী প্রচারে।
২. শিষ্যেরা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে ও	২. রোগীদের নিরাময় করতে।
৩. শিষ্যেরা সর্বত্রই বেরিয়ে পড়লেন	৩. অপদূত তাড়াবে।
	৪. তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. রোগীদের উপর হাত রাখলেই তারা _____ হয়ে উঠবে।

২. যে বিশ্বাস করবে সে _____ পাবে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. তৃষ্ণার সহপাঠীরা কেন মিথ্যা, চালাকি ও প্রতারণা করেছিল?

২. যীশু আমাদের কোন পথে চলতে শিখিয়েছেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর আদর্শ দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে কাজে লাগাবে বর্ণনা করো।

২. যীশু খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের প্রৈরিতিক দায়িত্ব দিয়েছেন কেন ব্যাখ্যা করো।

অধ্যায়

২

দ্বিতীয় অধ্যায়

যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান

যীশু খ্রীষ্টের নিস্তার রহস্য খ্রীষ্টধর্মের মূল বিষয় যা আমরা বিশ্বাস করি। ঈশ্বর এ নিস্তার রহস্যের পূর্ণতা দান করতে পরিকল্পনা করেছেন। সেই পরিকল্পনা খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এভাবে এ জগতের প্রতিটি মানুষ পাপ থেকে মুক্তি লাভ করেছে। তাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যীশু খ্রীষ্টের যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান অনন্য ভূমিকা রাখছে।

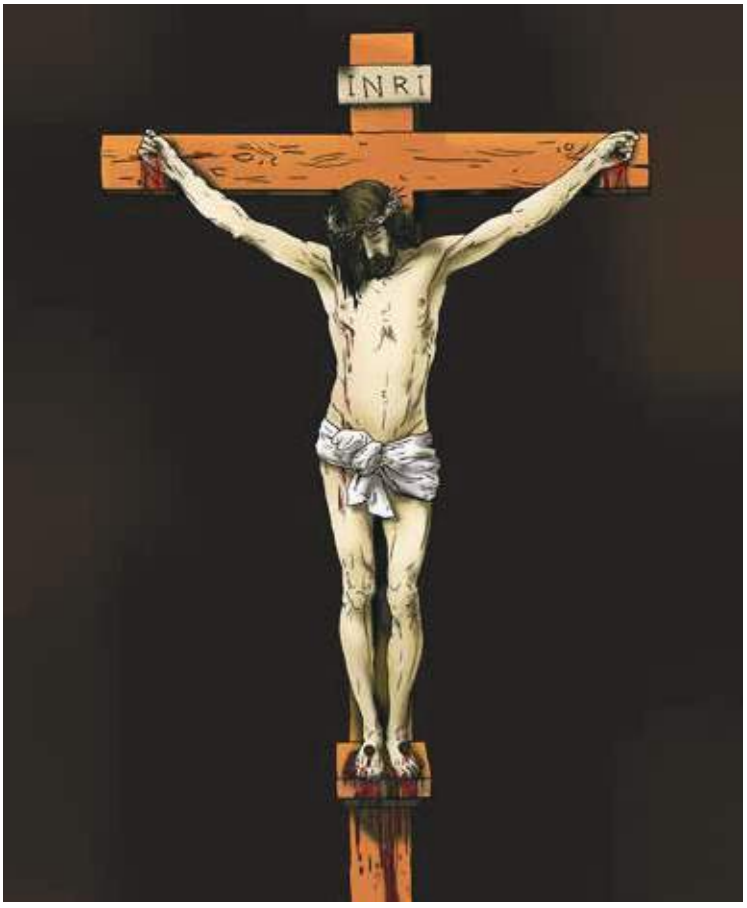

ক্রুশবিদ্ধ যীশু

পাঠ: ১

যীশু খ্রীষ্টের বিচার ও ক্রুশ বহন

(মার্ক ১৪:৫৩-৬৪, মার্ক ১৫:২১-২৭)

যীশু খ্রীষ্ট সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য ফরিসিদের হাতে অপমানিত এবং পিলাতের সামনে বিচারের জন্য উপস্থিত হন। তাঁকে পিলাতের সামনে অপমানিত ও ক্রুশ বহনে বাধ্য করা হয়। বাইবেল থেকে যীশুর বিচার ও ক্রুশ বহনের কাহিনি তুলে ধরা হলো।

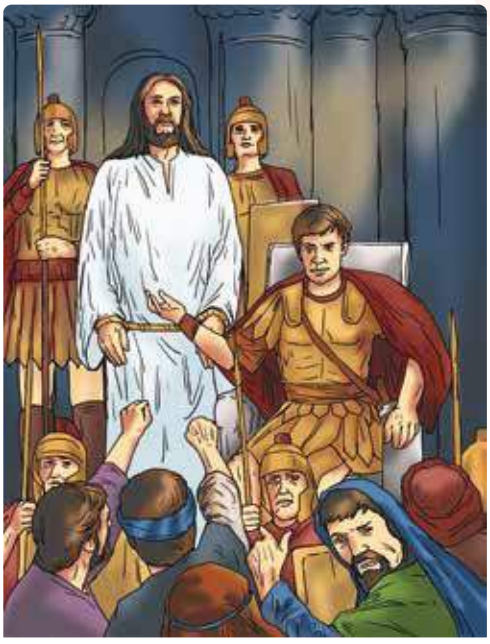

পিলাতের সামনে যীশুর বিচার

'যীশুকে নিয়ে যাওয়া হলো মহাযাজকের কাছে। প্রধান যাজকেরা, প্রবীণেরা ও শাস্ত্রীরা সকলেই তখন সেখানে এসে সমবেত হলেন। এদিকে পিতর বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে যীশুর পিছু পিছু এসেছিলেন। মহাযাজকের প্রাসাদ প্রাঙ্গণের ভেতর পর্যন্তই এসেছিলেন। সেখানে তিনি প্রহরীদের সঙ্গে বসে আগুন পোহাতে লাগলেন।

প্রধান যাজকেরা ও মহাসভার সকলেই তখন যীশুর বিরুদ্ধে এমন একটা সাক্ষ্য খুঁজছিলেন, যার জোরে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়। কিন্তু তেমন কোনো সাক্ষ্য তাঁরা পাচ্ছিলেন না। অনেকে অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল, কিন্তু তাদের ওইসব সাক্ষ্যের মধ্যে ঠিক মিল ছিল না। তখন কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এই বলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলো, 'আমরা ওকে এই কথা বলতে শুনেছি, মানুষের হাতে তৈরি এই মন্দির আমি ভেঙে ফেলব আর তিন দিনের মধ্যেই এমন আর একটি মন্দির গড়ে তুলব, যা মানুষের হাতে তৈরি নয়!' কিন্তু এই বিষয়েও তাদের সাক্ষ্য মিলল না। তখন মহাযাজক সকলের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি তাহলে উত্তর দেওয়ার মতো কিছুই নেই? এরা তোমার বিরুদ্ধে এ কী সাক্ষী দিচ্ছে?' যীশু কিন্তু চুপ করে রইলেন; কোনো উত্তরই দিলেন না। মহাযাজক আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি সেই খ্রীষ্ট? পরমধন্য যিনি, তুমি কি তাঁরই পুত্র?' যীশু উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তা-ই। আর শুনুন, আপনারা একদিন মানবপুত্রকে সর্বশক্তিমানের ডান পাশেই বসে থাকতে

দেখবেন; শুধু তা-ই নয়, তাকে আকাশের মেঘে ‘ মহাযাজক প্রতিবাদের ভঙ্গিতে নিজের জামা একবার ছিঁড়ে দিলেন, তারপর বলে উঠলেন, ‘এরপরেও কি সাক্ষীর কোনো প্রয়োজন আছে? আপনারা নিজেরাই তো ওকে ঈশ্বর নিন্দা করতে শুনলেন! এখন আপনাদের মত কী?’ তাঁরা সকলে তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিলেন যে, ‘তিনি মৃত্যুদণ্ড পাওয়ারই যোগ্য।’

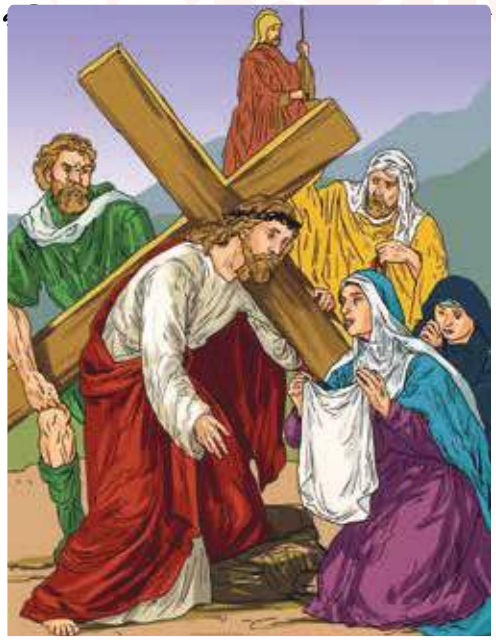

যীশুর ক্রুশ বহন

তারপর তারা তাঁকে একটি ভারী কাঠের ক্রুশ কাঁধে বহন করে কালভেরি পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত যেতে বাধ্য করলেন। কালভেরি পর্যন্ত যাওয়ার সময় তিনি অনির্বচনীয় যন্ত্রণা ও দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন। ইহুদি সৈন্যরা মুষ্টি, চড়, থাপ্পড় এবং চাবুকের আঘাতে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করল। পথে যেতে যেতে যীশু কতবার যে পড়ে গেলেন, কিন্তু তারপরও শেষ পর্যন্ত তাঁকে জোরপূর্বক ক্রুশ বহনে বাধ্য করা হলো। সব ধরনের নির্যাতন এবং অপমান সহ্য করে যীশু পর্বতের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানেই তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো।

ক. যীশু খ্রীষ্টের বিচার ও ক্রুশ বহনের কাহিনি পড়ে তোমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তা নিচের ছকে উল্লেখ করো।

আমার মনের অবস্থা
১. অনুতাপ জেগেছে।
২.
৩.
৪.

খ. যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশ বহন করে কালভেরি পর্যন্ত পৌঁছেছেন তা ভূমিকাভিনয় করো।

গ. তোমার বন্ধুর কষ্টের সময় তুমি কীভাবে সাহায্য করতে পারো তা খালি ঘরে লেখ।

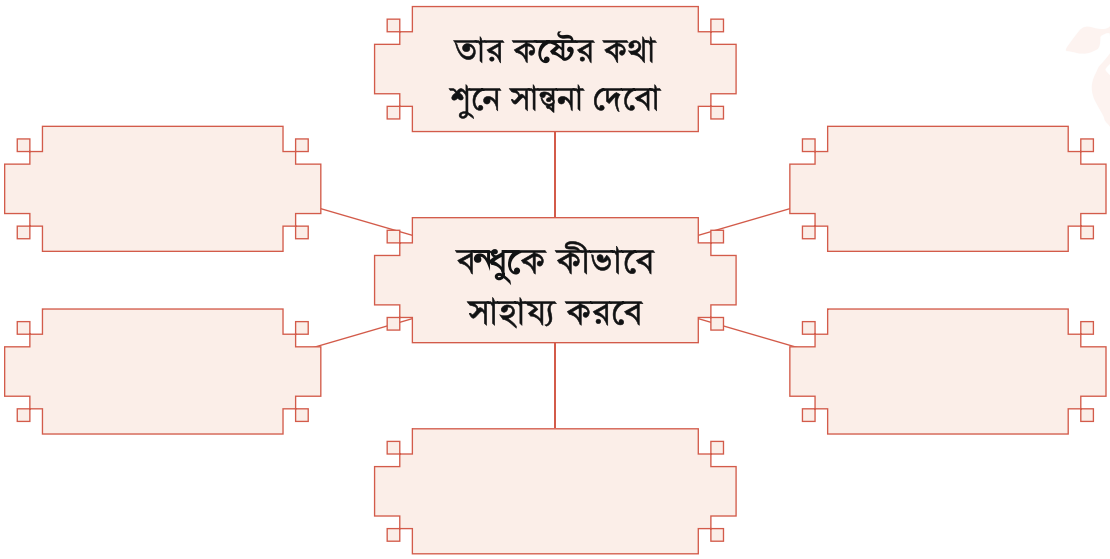

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- নীরবে কষ্ট সহ্য করা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. যীশু খ্রীষ্ট মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য ফরিসিদের হাতে–

ক. সমর্পিত হন খ. অপমানিত হন গ. সম্মানিত হন ঘ. ব্যথিত হন

২. যীশুকে নিয়ে যাওয়া হলো–

ক. প্রবীণদের কাছে খ. পুরোহিতের কাছে গ. মহাযাজকের কাছে ঘ. মায়ের কাছে

৩. আগুন পোহাতে লাগলেন–

ক. পিতর খ. যোহন গ. ফিলিপ ঘ. বার্থলোমেয়

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. অনেকে যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

২. যীশু বলেছিলেন পাঁচ দিনে মন্দির গড়ে তুলবেন।

৩. যীশু মৃত্যদন্ড পাওয়ার যোগ্য নন।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. তুমি কি সেই _____।

২. ‘এরপরেও কি _____ কোন প্রয়োজন আছে?’

৩. জনতারা যীশুর _____ রায় দিলেন।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয় কেন?

২. যীশু মন্দির গড়ে তোলার বিষয়ে কী বলেছেন?

৩. যীশুর বিরুদ্ধে কেন মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল?

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর মতো তোমাকেও অন্যায়ভাবে দোষী করা হলে তুমি কী করবে?

২. কারো দুঃখ-কষ্ট দেখলে তোমার করণীয় কী লেখ।

পাঠ: ২

যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ ও মৃত্যু

(মার্ক ১৫:২২-৩৭)

যীশু খ্রীষ্ট নির্দোষ থাকা সত্ত্বেও শাস্ত্রী, যাজক ও প্রবীণেরা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাঁকে ক্রুশ বহনে বাধ্য করেন এবং তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যত ধরনের অপমান করা যায়, তা-ই করা হয়। যীশুর ক্রুশারোপণ ও মৃত্যুর কাহিনি বাইবেল থেকে জানতে চেষ্টা করি।

‘যীশুকে তারা নিয়ে গেল সেই জায়গাটিতে, যার নাম গলগথা অর্থাৎ খুলিতলা। সেখানে তারা তাঁকে গন্ধনির্যাস মেশানো দ্রাক্ষারস দিলো, কিন্তু তিনি তা খেলেন না। তারা এবার তাঁকে ক্রুশে গেঁথে দিলো। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে তাঁর জামা-কাপড় ভাগ করে নিলো, কে কী পাবে, তা দান চেলেই ঠিক করা হলো। তাঁকে যখন ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সময় তখন সকাল নয়টা। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের লিপিটি এভাবে লেখা হয়েছিল, ‘যিহুদীদের রাজা’! তার সঙ্গে দুজন দস্যুকেও ক্রুশে দেওয়া হলো। একজনকে তাঁর ডান পাশে আর একজনকে বাম পাশে।

যারা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা তাঁকে যা তা বলে অপমান করতে লাগল; মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল; ‘কিরে, মহামন্দির ভেঙে ফেলে তুই নাকি তিন দিনের মধ্যেই আবার তা গড়ে তুলতে পারিস? তাহলে এবার নিজেকেই বাঁচা, ক্রুশ থেকে নেমে আয়।’ প্রধান যাজকেরাও শাস্ত্রীদের সঙ্গে একইভাবে নিজেদের মধ্যে উপহাস করে বলছিলেন, ‘ও অপরকে বাঁচিয়েছে, অথচ নিজেকে বাঁচাতে পারছে না! ইস্রায়েলের রাজা এই খ্রীষ্ট এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, যাতে আমরা তা দেখে ওকে বিশ্বাস করতে পারি!’ এমনকি তাঁর সঙ্গে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারাও তাঁকে বিশ্রী ভাষায় টিটকারি দিচ্ছিল।

সেদিন যখন বেলা ১২টা হলো তখন গোটা দেশটা ছেয়ে গেল অন্ধকারে; বেলা তিনটা পর্যন্ত এমনই অন্ধকারই রইল। বেলা তিনটার সময় যীশু জোরে চিৎকার করে উঠলেন, ‘এলোয়ি, এলোয়ি, ল্যামা সাবাখথানি!’ তার মানে, ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ?’ যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের কেউ কেউ এই কথা শুনে বলল, ‘ওই শোন, ও কিনা এলিয়কে ডাকছে।’ তখন একজন ছুটে গিয়ে একটা স্পঞ্জ সির্কায় ভালো করে ভিজিয়ে নিলো। তারপর একটা নলডাঁটার আগায় স্পঞ্জটা লাগিয়ে যীশুকে পান করতে দিলো আর বলল ‘দাঁড়াও।

দেখা যাক, এলিয় ওকে নামিয়ে দিতে আসেন কি না!' তখন যীশু একবার তীব্র চিৎকার করে উঠলেন, তারপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।'

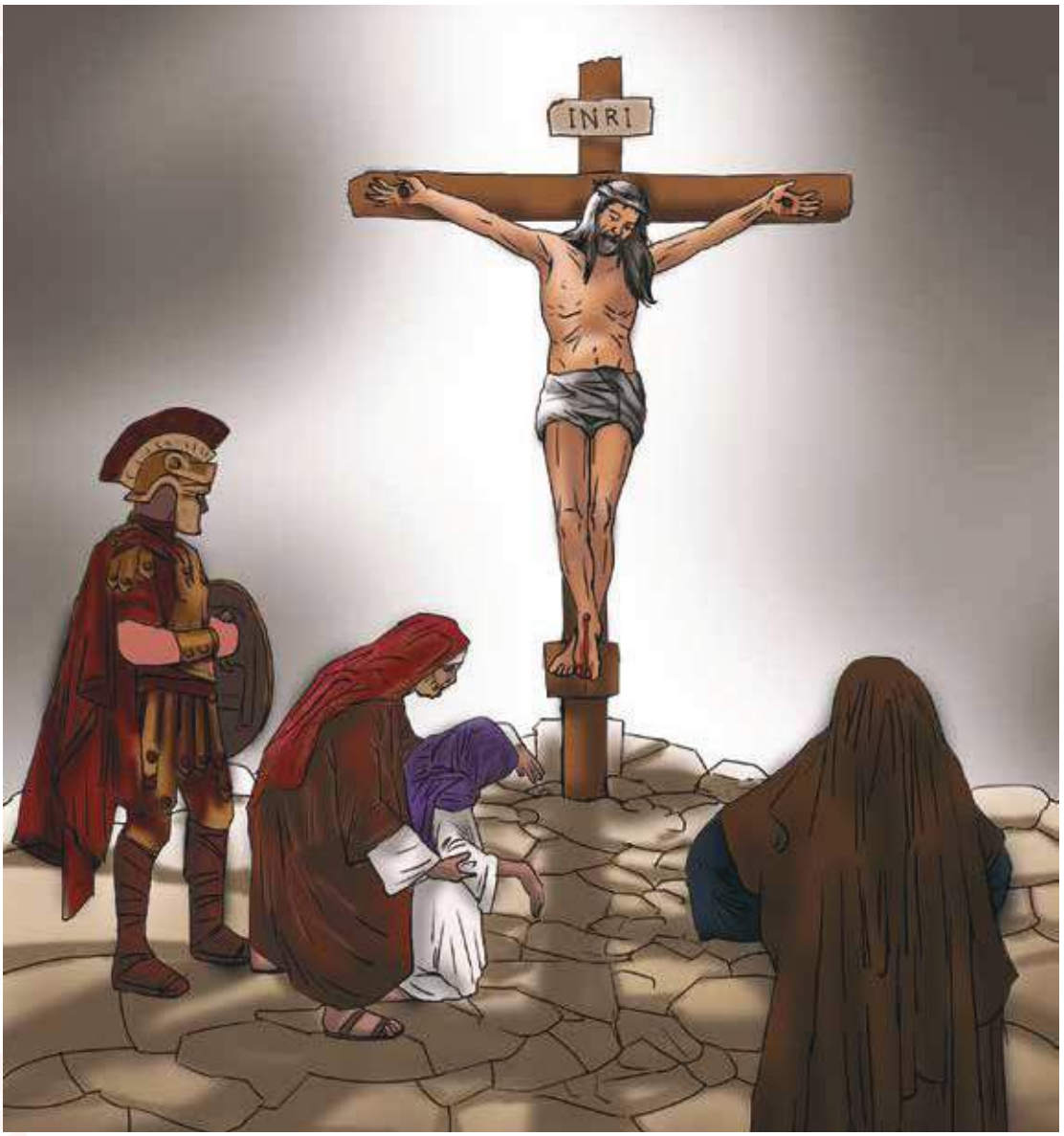

যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ ও মৃত্যু

যীশুর ঐশ্বরিক পরিচয় না জেনে এবং ক্ষমতা না বুঝেই যীশুকে নিয়ে মানুষ পরিহাস করেছিল, যন্ত্রণা দুঃখ-কষ্ট দিয়েছিল। যীশু মানুষ হয়ে এ জগতে নিজের প্রয়োজনে আসেননি; বরং তিনি এসেছিলেন মানব জাতিকে পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য।

বর্তমান যুগেও আমরা নানাভাবে যীশুকে কষ্ট দিই। যখন আমরা বিশ্বাসের পথে না চলি, ধর্ম-কর্ম না করি, অন্যের সমালোচনা করি, বাইবেল পাঠ না করি, উপাসনায় যোগ না দিই, মিথ্যা কথা বলি এবং গুরুজনকে অসম্মান করি, তখন আমরা যীশুকে কষ্ট দিই।

ক. যীশুকে সৈন্যরা কীভাবে কষ্ট দিয়েছিল তা নিচের ছকে লেখ।

১. চাবুক মেরে।

২. _____

৩. _____

৪. _____

খ. প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তুমি কীভাবে যীশুকে সম্মান দেখাতে পারো তার একটি তালিকা তৈরি করো।

যীশুকে সম্মান দেখানোর কাজ
১. অনুতাপ জেগেছে।
২.
৩.
৪.

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- সমালোচনা না করা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. নির্দোষ থাকা সত্ত্বেও যীশু খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করেন–

ক. শাস্ত্রীরা খ. ধর্মগুরুরা গ. বিজাতিরা ঘ. পণ্ডিতরা

২. যীশুর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হলো–

ক. একজনকে খ. দুজনকে গ. তিনজনকে ঘ. চারজনকে

৩. গোটা দেশ অন্ধকারে ছেয়ে গেল বেলা–

ক. ১০টায় খ. ১১টায় গ. ১২টায় ঘ. ০১টায়

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বেলা তিনটা পর্যন্ত এমনই	১. জোরে চিৎকার করে উঠলেন।
২. বেলা তিনটার সময় যীশু	২. সময় তখন সকাল নয়টা।
৩.ঈশ্বর আমার ঈশ্বর আমার	৩. অন্ধকারই রইল।
৪. একজনকে তাঁর ডান পাশে	৪. কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ?
	৫. অন্য জনকে বাম পাশে।
	৬. বিশ্রী ভাষায় টিটকারি দিচ্ছে।

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. যীশুকে নিয়ে যাওয়া হলো গলগাথা নামক স্থানে ।

২. সৈনিকেরা বলল, ‘ওই শোনো ও কিনা মসীহকে ডাকছে।’

৩. যীশুকে উপহাস করেছিল যোহন।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যীশু কেন পৃথিবীতে এসেছিলেন?

২. মানব জাতির পরিত্রাণ বলতে কী বুঝ?

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বর্তমান যুগে আমরা কীভাবে যীশুকে কষ্ট দিই লেখ।

২. তুমি কীভাবে যীশুকে সম্মান দেখাবে?

পাঠ: ৩

মানব জীবনে যীশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগের শিক্ষা

(যোহন ১২:২৪-২৬)

যীশুর জীবন পর্যালোচনা করে আমরা অনেক কিছুই জানতে, বুঝতে ও শিখতে পারি। তাঁর গোটা জীবনই আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তার পরও তাঁর দুঃখভোগের ঘটনা থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমরা অনেক কিছু করতে শিখি। যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'গমের একটি দানা যদি মাটির তলে না যায়, তবে একটি দানাই থেকে যায়, কিন্তু যদি মাটির তলে যায়, তাহলে সে তো বহু ফসলই ফলায়। তেমনি যে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চায়, সে প্রাণ হারাবে। যদি এ জগতে কেউ তার প্রাণ তুচ্ছ করে, তবে সে অবশ্যই অনন্ত কালের জন্য তার প্রাণ ফিরে পাবে।'

যীশু বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁকে মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য দুঃখভোগ করতে হবে। একজন রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে তাঁর মন দুর্বল হয়ে পড়ায় তিনি ভাবছিলেন 'পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে এ মর্মান্তিক কষ্ট আমার কাছ থেকে দূর করো।' পর মুহূর্তেই তিনি মানব জাতির প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার জন্য বলতে পেরেছিলেন, 'পিতা, যে কাজের জন্য আমাকে মনোনীত করেছ, তা পূর্ণ করতেই আমি এসেছি। হে পিতা, আমার মাধ্যমে তোমার মহিমা প্রকাশিত হোক।' আর সত্যিই যীশু তা পূর্ণ করেছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যীশুর দুঃখভোগের শিক্ষা অনুশীলন করতে পারি।

এসো আমরা গল্প পড়ি

লিটন ও লিনা দুই ভাইবোন। তাদের বাবা জর্জ ঢাকায় একটি দোকানের ম্যানেজার। তিনি প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দোকানে কাজ করেন। অন্যান্য সহকর্মীর সাথে তাঁর সুন্দর সম্পর্ক। মালিককে প্রতিদিন হিসাব যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেন। মা লিটন ও লিনাকে নিয়ে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় প্রার্থনা করেন। একদিন দুপুরে লিটনের বাবা হঠাৎ অসুস্থ হন। সহকর্মীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। মালিক তাঁর জন্য খুব চিন্তিত হন এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে তিনজন সহকর্মী মিলে মালিকের কাছে তাঁর নামে অর্থ আত্মসাতের মিথ্যা অভিযোগ দেয়। মালিক অবাক হন, তিনি কী করবেন বুঝতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত সহকর্মীদের কথাই বিশ্বাস করেন। কিছুদিন পর জর্জ সুস্থ হয়ে ধন্যবাদ দিতে গেলে মালিক তাকে বরখাস্তের নোটিশ দেন। এতে জর্জ অবাক হয়, কিছুই বুঝতে পারে না। তিনি বাড়ি ফিরে এসে পরিবারকে জানালে সকলেই মর্মাহত হয়। লিটন ও লিনা বাবাকে চিন্তা না করে ধৈর্য ধরতে বলে। প্রতিদিন

লিটন ও লিনা মা-বাবার সাথে করজোড়ে যীশু ও মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করে, যেন বাবার মালিক বিষয়টি বুঝতে পারেন। পরিবার এক মাস প্রার্থনার পর হঠাৎ মালিক জর্জকে ডেকে আনেন। ইতোমধ্যে সহকর্মীরা দোকানের সবকিছু চুরি করে পালিয়ে যায়। মালিক জর্জের কাছে তাঁর ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষমা চান এবং জর্জকে পুনরায় কাজে যোগ দিতে বলেন। এভাবে তাদের পরিবারে আনন্দ ফিরে আসে। দুঃখ-কষ্টের পরেই আনন্দ আসে, তাঁরা তা বুঝতে পারে।

দোকানে কর্মরত জর্জ ও তার সঙ্গীরা

ক. যীশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগের শিক্ষার সঙ্গে জর্জের জীবন তুলনা করে ছকের মধ্যে লেখ।

যীশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগ	জর্জের দুঃখভোগ
১. ক্রুশে যীশুর মর্মান্তিক কষ্ট।	১. জর্জকে মালিক ভুল বোঝে।
২.	
৩.	
৪.	

খ. তোমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অসুস্থ হলে তোমার করণীয় কী তা নিচের খালি ঘরে লেখ।

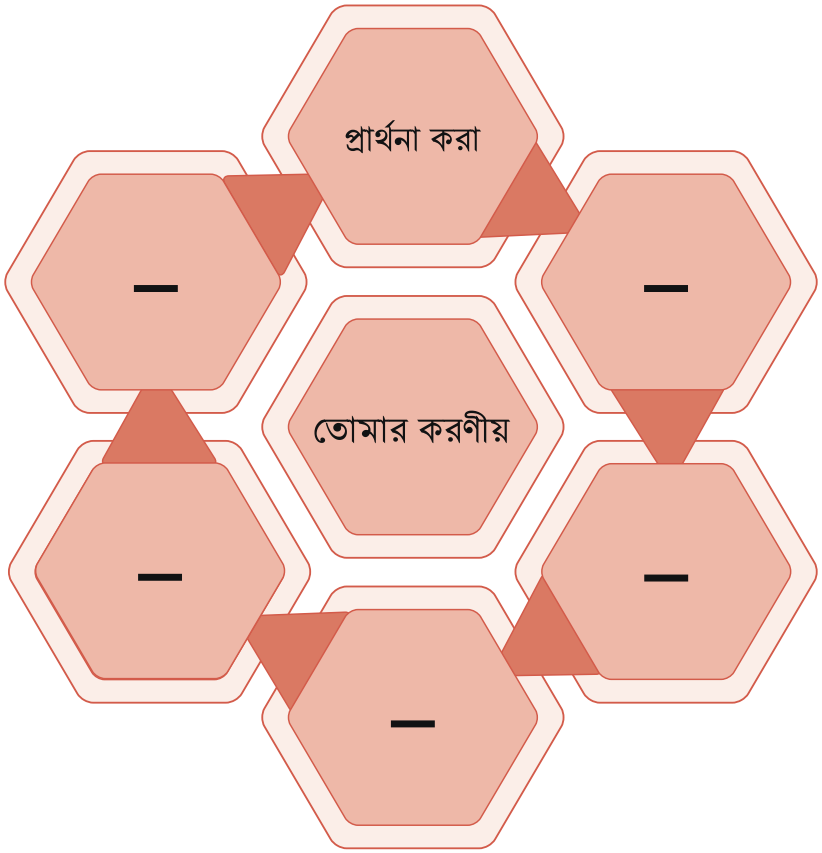

গ. ক্ষমার বাণী, ক্ষমার বাণী ... গানটি ক্লাসের শেষে একসাথে গাও।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- যীশুর দুঃখভোগের আদর্শ আমাদের জীবনে অনুকরণীয়।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. যীশুর কোন জীবন আমাদের জন্য অনুকরণীয়–

ক. বাল্য জীবন খ. গোটা জীবন গ. শেষ জীবন ঘ. শিক্ষা জীবন

২. ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয়–

ক. যাকোবের মাধ্যমে খ. মোশীর মাধ্যমে গ. যীশুর মাধ্যমে ঘ. পিতরের মাধ্যমে

৩. কাদের বাবা দোকানের ম্যানেজার?

ক. লিটন ও লিনা খ. মিনা ও লিনা গ. স্বপন ও জীবন ঘ. সবিতা ও রেবেকা

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যীশুর গোটা জীবনই	১. যীশুকে দুঃখভোগ করতে হবে।
২. মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য	২. তার জন্য খুব চিন্তিত হন।
৩. যীশুর দুঃখভোগের শিক্ষা	৩. আমাদের জন্য অনুকরণীয়
৪. জর্জের মালিক	৪. বুঝতে পারেন না ।
	৫. আমরা অনুশীলন করতে পারি।
	৬. তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. দুঃখ-কষ্টের পরেই _____ আসে।

২. যে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চায় সে _____ হারাবে।

৩. পিতা আমার মাধ্যমে তোমার _____ প্রকাশিত হোক।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. তোমার মা অসুস্থ হলে তুমি কী করবে?

২. রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে যীশুর মনের অবস্থা কেমন ছিল?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর দুঃখভোগের আদর্শ আমাদের জীবনে কীভাবে বাস্তবায়ন করব?

২. লিটন ও লিমার মতো তোমার অবস্থা হলে তুমি কী করবে?

পাঠ: ৪

যীশুর পুনরুত্থান

(মথি ২৮:১-১৮)

যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর কাহিনি আমরা জেনেছি। তিনি তিন দিন পর পুনরুত্থান করবেন তা নিজেই বলেছিলেন। আজ আমরা যীশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে বাইবেল থেকে জানব।

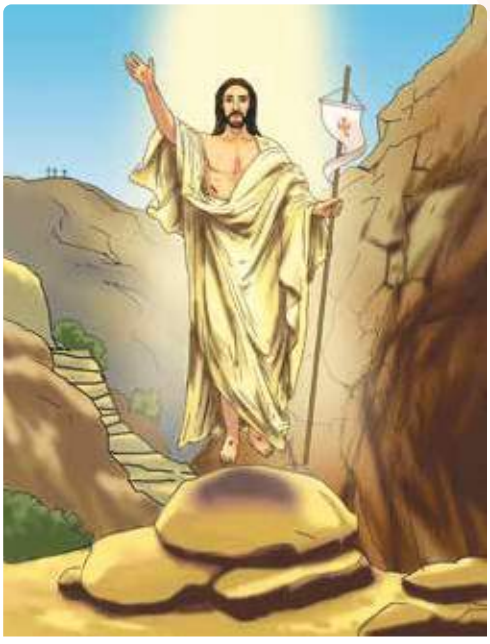

যীশুর পুনরুত্থান

‘বিশ্রামবার শেষ হয়ে গেল। ভোররাতে মাগদালার মারীয়া আরো কয়েকজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যীশুর কবরের দিকে এগিয়ে চলল। যীশুর দেহে মাখাবার জন্য গন্ধদ্রব্য সঙ্গে করে নিয়ে গেল। ইতোমধ্যে ঈশ্বরের একজন দূত স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। হঠাৎ মাটি ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। স্বর্গীয় দূত কবরের মুখ থেকে পাথরটা সরিয়ে দিয়ে তার উপরে বসলেন। তাঁকে বিদ্যুতের আলোর মতো দেখাচ্ছিল। প্রহরীরা ভয়ে কাঁপতে লাগল, তাদের মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এদিকে স্ত্রীলোকেরা যেতে যেতে বলাবলি করছিল, পাথরটা সরাব কী করে! মারীয়া অন্যদের আগে পৌঁছে দেখল, বিরাট পাথরটা সরিয়ে রাখা হয়েছে। তখন সে পিতরের কাছে ছুটে এসে বলল, ওরা যীশুর দেহ চুরি করে নিয়ে গেছে। এদিকে অন্য স্ত্রীলোকেরা কবরের ভিতরে গিয়ে দেখল, যীশুর দেহ নেই। তারা আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল, এমন সময় উজ্জ্বল পোশাক পরা দুজন লোক তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। স্ত্রীলোকেরা ভয়ে মাটির দিকে চেয়ে রইল। তারা দুজনে বললেন, ভয় কোরো না, তোমরা এখানে যীশুকে খুঁজতে এসেছ, তিনি কিন্তু জীবিত। তোমরা মৃতদের মধ্যে তাঁকে খুঁজছ কেন? তিনি কি তোমাদের বলেননি যে পাপীদের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হবে, তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হবে এবং তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করবেন। তোমরা গিয়ে পিতর ও অন্যান্য শিষ্যকে বলো যে, তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করবেন। তখন স্ত্রীলোকেরা কবর থেকে বেরিয়ে ভয়ে ভয়ে অথচ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে চলে গেল। যীশুর মৃত্যুর তিন দিন পর তিনি পুনরুত্থান করবেন, যা তিনি নিজেই বলেছেন। আর সত্যিই তিনি পুনরুত্থান করেছেন যাতে সমগ্র মানব জাতি পরিত্রাণ পায়।’

এসো আমরা গল্প পড়ি

লিয়ন ও লিমা দুই ভাই-বোন। একদিন লিয়ন বন্ধুদের সাথে সাঁতার কাটতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে যায়। তাদের বাবা তা দেখতে পেয়ে লিয়নকে পানি থেকে তুলে আনে। তারপর দেখা যায় লিয়নের কোনো জ্ঞান নেই। তা দেখে লিমা ও তার মায়ের কান্নাকাটি দেখে সবাই সান্ত্বনা দেয়। লিয়নের বাবা অনেকক্ষণ পেটে চাপ দিতে দিতে পানি কমে যায়। অনেকক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরে আসে। লিয়ন পুনরায় নতুন জীবন লাভ করে।

ক. যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে জেনে তুমি কী ধরনের প্রেরণা পেয়েছ তা ডান পাশের খালি জায়গায় উল্লেখ করো।

খ. দৈনন্দিন জীবনে কোন কোন অবস্থায় তুমি পুনরুত্থানের আনন্দ অনুভব করেছ তা পোস্টার পেপারে লেখ।

১. অসুস্থতার পর সুস্থতা লাভে আনন্দ।

২. _____

৩. _____

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- যীশু সত্যিই মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করেছেন।
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. কয়েকজন স্ত্রীলোকের সাথে যীশুর কবরে গেলেন–

ক. পিতর খ. এলিজাবেথ গ. যোহন ঘ. মাগদালার মারীয়া

২. কবরের মুখ থেকে পাথরটা সরিয়ে দিলেন–

ক. যোসেফ খ. স্বর্গদূত গ. মারীয়া ঘ. প্রহরী

৩. যীশু পুনরুত্থান করেছেন–

ক. ১ম দিন খ. ২য় দিন গ. ৩য় দিন ঘ. ৪র্থ দিন

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. পাপীদের হাতে যীশুকে তুলে দেওয়া হলো।

২. স্ত্রীলোকেরা ভয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৩. লিয়ন পুনরায় নতুন জীবন লাভ করে।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. তোমরা _____ খুঁজতে এসেছ, তিনি কিন্তু এখানে নেই।

২. মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য যীশু _____ করেছেন।

৩. লিয়ন সাঁতার কাটতে গিয়ে পুকুরের পানিতে _____ যায়।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যীশুর পুনরুত্থানের পর দূতেরা শিষ্যদের কী বলতে নির্দেশ দিলেন?

২. যীশুর কবরের পাথর সরানো দেখতে পেলে তোমার অনুভূতি কেমন হতো?

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর পুনরুত্থান তোমার জীবনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে- উল্লেখ করো।

২. তোমার জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করলে তুমি কী করবে?

পাঠ: ৫

যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রমাণ

(যোহন ২০:১-১৮)

যীশু খ্রীষ্ট যে সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন, প্রথমে অনেকেই তা বুঝতে বা বিশ্বাস করতে পারেনি। তাই যীশু খ্রীষ্ট অনেককে দেখা দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, তিনি সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন।

'রবিবার দিন সকালের দিকে পুনরুত্থান করার পর যীশু প্রথমে দেখা দিলেন মাগদালার সেই মারীয়ার কাছে, যাঁর মধ্য থেকে তিনি সাতটি অপদূতকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মারীয়া তখন যীশুর সঙ্গীদের কাছে গিয়ে এই খবর জানালেন। শিষ্যরা তখনো যীশুর জন্য শোকাচ্ছন্ন, তখনো তাদের চোখে জল। যীশু নাকি বেঁচে আছেন এবং মারীয়া তাঁকে দেখেছেন, এই কথা শুনেও তাঁদের বিশ্বাস হলো না।

এই ঘটনার পর তাদের মধ্যে দুজন যখন পায়ে হেঁটে গ্রামাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন যীশু অন্য রূপ ধরে এই দুজনকে দেখা দিলেন। যিরুশালেমে ফিরে গিয়ে তারা দুজনে অন্য শিষ্যদের কাছে খবরটি জানালেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের কথাও বিশ্বাস করলেন না। শেষে ১১জন প্রেরিত দূত যখন একসঙ্গে খেতে বসেছেন, তখন যীশু তাঁদের কাছেই দেখা দিয়েছেন। যাঁরা তাঁকে পুনরুত্থিত অবস্থায় দেখেছিলেন, তাঁদের কারও কথাই তাঁরা বিশ্বাস করতে চাননি বলে। তিনি এই অবুঝ অবিশ্বাসের জন্য তাঁদের তিরস্কার করলেন। তারপর তিনি বললেন, 'তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও। বিশ্ব সৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা করো মঙ্গলসমাচার। যে বিশ্বাস করবে আর দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে। যে বিশ্বাস করবে না, সে কিন্তু শাস্তিই পাবে। যারা বিশ্বাস করবে, তাদের সমর্থনে তখন ঘটতে থাকবে এসব অলৌকিক ঘটনা। তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা হাতে করে সাপ তুলবে আর মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তাঁরা রোগীদের ওপর হাত রাখলেই রোগীরা ভালো হয়ে উঠবে।'

এমনিভাবে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আমরা যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রমাণ পাই। এসব ঘটনা আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে যে যীশু খ্রীষ্ট সত্যিই ঈশ্বর। তাই আমরা বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর বাণী প্রচার করতে আহূত এবং মনোনীত।

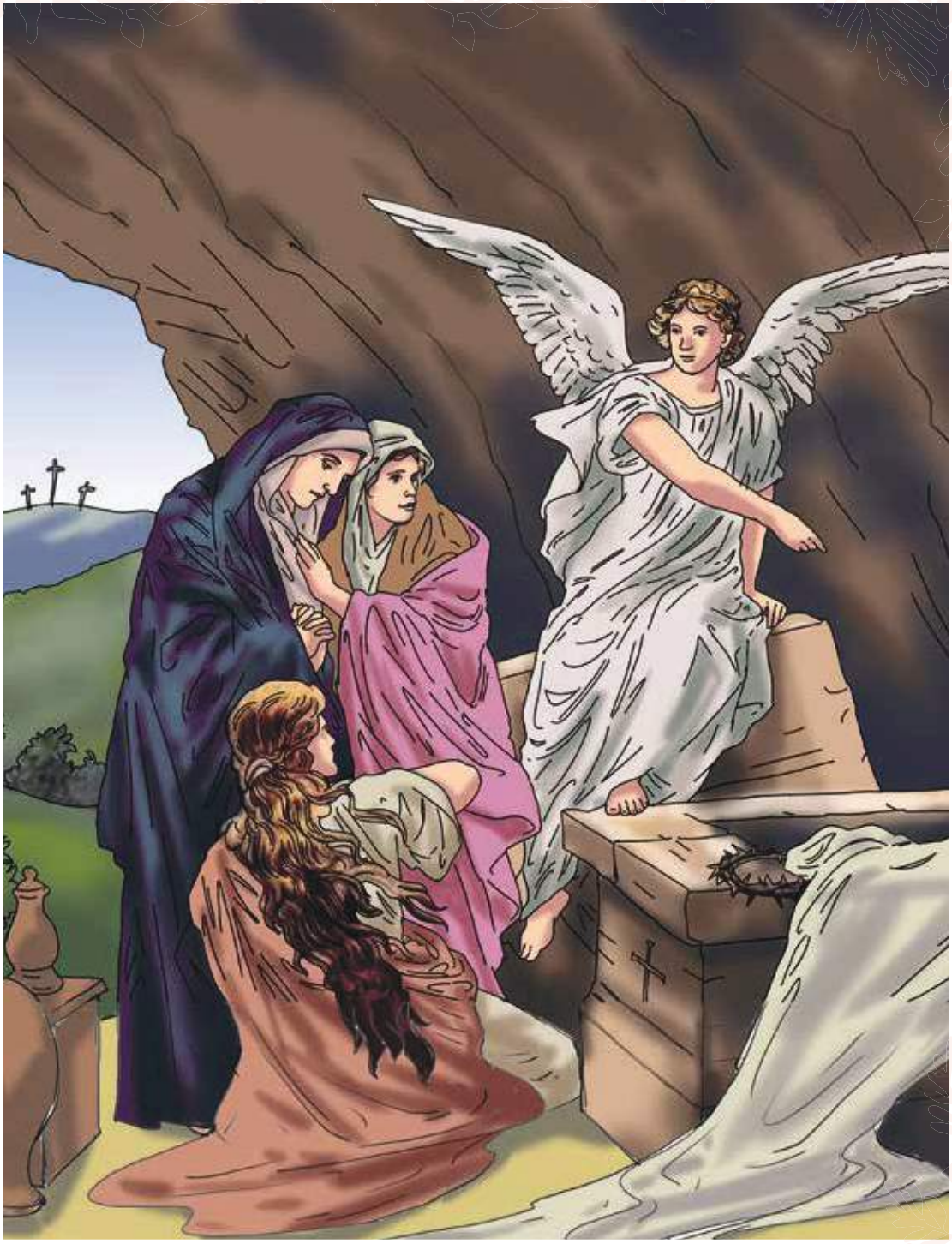

শূন্য কবরে তিনজন নারী

ক. পুনরুত্থিত যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তুমি নিজ জীবনে কী কী পরিবর্তন আনতে পারো তা নিচের খালি ঘরে লেখ।

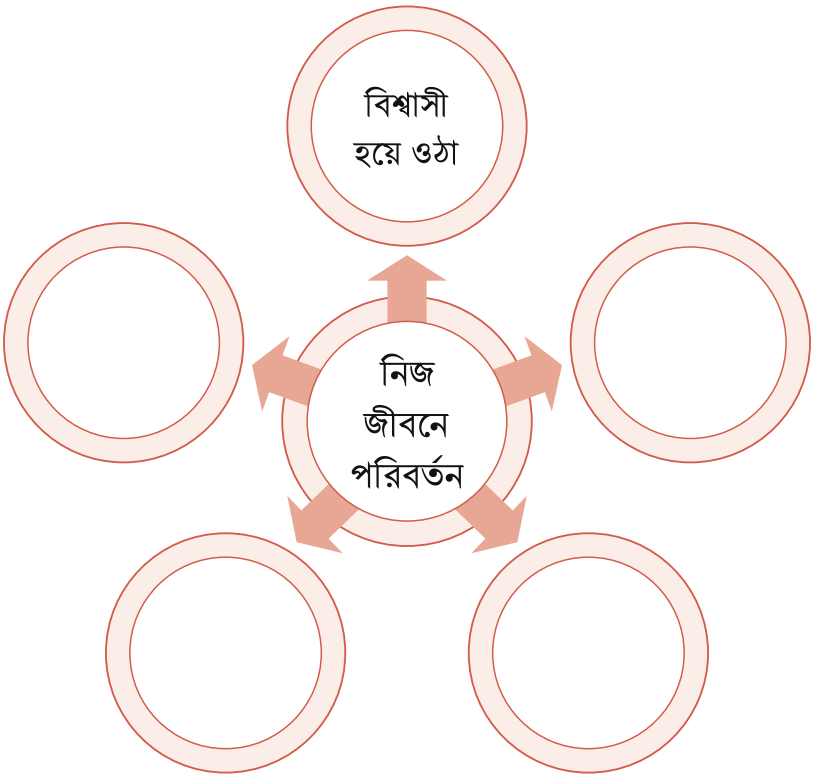

খ. পুনরুত্থিত যীশুর একটি ছবি তোমার খাতায় আঁকো।

গ. ধর্ম ক্লাসের শেষে সবাই পুনরুত্থানের একটি গান গাও।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- পুনরুত্থানের পর মাগদালার মারীয়ার সাথে যীশুর প্রথম দেখা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. যীশু পুনরুত্থান করার পর প্রথম কাকে দেখা দিলেন–

ক. মার্থাকে খ. শিমোনকে গ. মাগদালার মারীয়াকে ঘ. শিষ্যদেরকে

২. যীশু অবিশ্বাসের জন্য তিরস্কার করলেন–

ক. শিষ্যদের খ. লোকদের গ. স্ত্রীলোকদের ঘ. শিশুদের

৩. আমরা বাণী প্রচার করতে আহূত–

ক. পুরুষদের কাছে খ. নারীদের কাছে গ. কাথলিকদের কাছে ঘ. বিশ্ববাসীর কাছে

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. তোমরা জগতের	১. সত্যিই ঈশ্বর।
২. যে বিশ্বাস করবে না	২. সর্বত্রই যাও।
৩. রোগীদের উপর হাত রাখলেই	৩. আহূত এবং মনোনীত।
৪. যীশু খ্রীষ্ট	৪. সে শাস্তি পাবে।
	৫. তারা সুস্থ হবে।

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে জানতে পারি।

২. দুই জন শিষ্য নৌকা করে গ্রামাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিল।

৩. যীশু মাগদালার মারীয়ার কাছ থেকে সাতটি অপদূত তাড়িয়ে ছিলেন।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যীশু যে সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন তা কীভাবে প্রতীয়মান হয়?

২. তুমি কীভাবে যীশুর পুনরুত্থান অনুভব করবে?

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশু খ্রীষ্ট যে সত্যিই ঈশ্বর তা কীভাবে বুঝতে পারো?

২. যীশুর পুনরুত্থান মানব জীবনে কী কী পরিবর্তন আনতে পারে তা উল্লেখ করো।

পাঠ: ৬

জীবন বাস্তবতায় পুনরুত্থানের তাৎপর্য

(লুক ২৪:১৩-৩৫)

যীশুর পুনরুত্থান একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি এবং জীবনপথে চলতে গিয়ে তাঁর প্রেরণা নিয়ে জীবন পরিচালনা করতে পারি। বাইবেলে এম্মাউসের/ইম্মায়ূর পথে শিষ্যদের জীবন বাস্তবতায় আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে পারব।

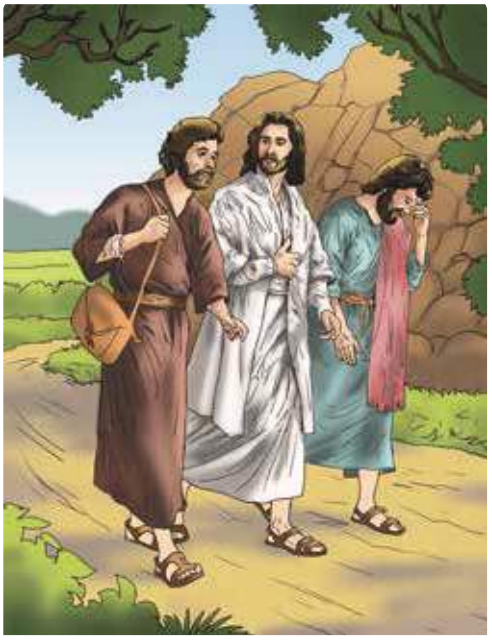

এম্মাউসের পথে যীশু

'একদিন শিষ্যদের মধ্যে দুজন এম্মাউস নামে একটি গ্রামে যাচ্ছিলেন। গ্রামটি যিরুশালেম থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে। পথে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছিলেন। আলাপ-আলোচনা চলছে, এমন সময়ে যীশু নিজেই হঠাৎ পেছন থেকে এসে তাঁদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন। তবে তাঁদের চোখ তাঁকে চিনতে কেমন যেন বাধা পেল। যীশু তাঁদের বললেন, 'তোমরা চলতে চলতে নিজেদের মধ্যে কী নিয়ে এত আলোচনা করছ?' তারা থমকে দাঁড়ালেন। তাদের মুখটা তখন মলিন দেখাচ্ছিল। তাঁদের মধ্যে যার নাম ক্লিওপাস/ক্লিয়পা, তিনি উত্তর দিলেন, 'গত কয়েক দিনে যিরুশালেমে কী কী ঘটেছে, আপনিই কি সেখানে একমাত্র প্রবাসী মানুষ, যিনি তা জানেন না?' যীশু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ঘটেছে?' তারা বললেন, 'কেন, নাজারেথের যীশুকে নিয়ে যা কিছু ঘটেছে! কি কাজে, কি কথায় তিনি তো ছিলেন একজন শক্তিশালী প্রবক্তা। আমাদের প্রধান যাজকেরা ও সমাজ নেতারা তাঁকেই কিনা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য শাসনকর্তার হাতে তুলে দিলেন এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধও করলেন। আমরা তো আশা করেছিলাম যে, তিনিই সেই মানুষ, যিনি ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করবেন। কিন্তু ওসব তো ঘটলই! আর তাও আবার আজ প্রায় তিন দিন পার হয়ে গেল! আমাদের কয়েকজন স্ত্রীলোক অবশ্য আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে। তারা আজ খুব সকালে সমাধিস্থানে গিয়েছিল; কিন্তু তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পায়নি। তারা ফিরে এসে জানিয়েছে যে, তারা নাকি স্বর্গদূতদের দর্শন পেয়েছে। সেই স্বর্গদূতেরা বলেছেন, তিনি নাকি বেঁচেই আছেন। আমাদের কয়েকজন সঙ্গীও তখন সমাধিস্থানে গিয়েছিল। স্ত্রীলোকেরা যা বলেছিল, তারা ঠিক তা-ই দেখল বটে কিন্তু যীশুকে তারা দেখতে পায়নি।' তখন যীশু তাদের বললেন, 'কি নির্বোধ

তোমরা। প্রবক্তারা যা কিছু বলে গেছেন, তা অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে তোমাদের কত দেরিই না হচ্ছে।

'খ্রীষ্ট যে এই যন্ত্রণা ভোগ করেই তাঁর আপন মহিমার আসনে অধিষ্ঠিত হবেন, তা কি অবধারিত ছিল না?' তখন মোশী থেকে শুরু করে প্রবক্তাদের কথা উল্লেখ করে তিনি শাস্ত্রে তাঁর সম্বন্ধে যেখানে যা কিছু বলা হয়েছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন, সেই গ্রামের কাছাকাছি এলে যীশু আরও এগিয়ে যাওয়ার ভান করলেন। তাঁরা কিন্তু তাঁকে বাধা দিলেন, বারবার বলতে লাগলেন, 'আমাদের সঙ্গেই থাকুন না! সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো!' তাই তিনি তাদের সঙ্গে থাকার জন্য ভেতরে গেলেন। তিনি তাদের সঙ্গে খেতে বসেছেন, এমন সময়ে একখানা রুটি হাতে নিয়ে তিনি পরমেশ্বরকে স্তুতি-ধন্যবাদ জানালেন; তারপর সেই রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো করে তাঁদের হাতে দিলেন। তখন তাঁদের দৃষ্টি যেন খুলে গেল, তাঁরা এতক্ষণে তাঁকে চিনতে পারলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁদের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন।

তাঁরা পরস্পরকে বললেন, 'পথে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন ও শাস্ত্রের অর্থ অমন বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের মনের ভেতরে কী একটা আগুন জ্বলছিল না?... ' তাঁরা সেই মুহূর্তেই পথে পা বাড়ালেন; যিরুশালেমে এসে দেখতে পেলেন, ১১ জন প্রেরিত দূত ও তাঁদের সঙ্গীরা একসঙ্গে রয়েছেন। পথে কী কী ঘটেছিল, আর কীভাবে সেই রুটি-ছেঁড়া দেখেই তাঁরা যীশুকে চিনে ফেলেছিলেন, দুজন শিষ্য তখন এই সব কথা সকলকে শোনাতে লাগলেন।'

ক. এম্মাউসের পথের ঘটনাটি কয়েকজন মিলে অভিনয় করো।

খ. যীশু দুজন শিষ্যের সাথে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তা নিচের ছকে লেখ।

১. খ্রীষ্ট যন্ত্রণাভোগ করে আপন মহিমায় অধিষ্ঠিত হবেন।
২.
৩.
৪.

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- যীশুর পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. যীশুর পুনরুত্থান একটি–

ক. গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা খ. প্রেরণাদায়ী ঘটনা গ. তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘ. উৎসাহপুর্ণ ঘটনা

২. এম্মাউস গ্রামে যাচ্ছিল–

ক. একজন শিষ্য খ. দুইজন শিষ্য গ. তিনজন শিষ্য ঘ. চারজন শিষ্য

৩. শিষ্যদের সঙ্গা নিলেন

ক. যীশু খ. পুরোহিত গ. যোসেফ ঘ. মহাযাজক

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. গ্রামটি যিরুশালেম থেকে	১. যিরুশালেমে কী কী ঘটেছে?
২. গত কয়েক দিনে	২. তাদের হাতে দিলেন।
৩. যীশু তাঁদের বললেন	৩. মিলিয়ে গেলেন।
৪. শিষ্যেরা এতক্ষণে	৪. ১২ কিলোমিটার দূরে।
	৫. যীশুকে চিনতে পারলেন।
	৬. কি নির্বোধ তোমরা।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. শিষ্যদের চোখ যীশুকে চিনতে বাধা পেল।

২. আপনিই কি সেখানে একমাত্র প্রবাসী?

৩. কাজে ও কথায় যীশু একজন সাধারণ ব্যক্তি।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রবক্তাদের কথা কারা বিশ্বাস করতে পারেনি।

২. জীবন বাস্তবতায় যীশুর পুনরুত্থান কী প্রভাব ফেলে।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. এম্মাউসের পথে যীশু কীভাবে দুজন শিষ্যকে শাস্ত্রবাণী ব্যাখ্যা করছিলেন?

২. শিষ্যরা কীভাবে যীশুকে চিনতে সক্ষম হলেন?

পাঠ: ৭

যীশুর পুনরুত্থান আমাদের আশীর্বাদ

(মার্ক ১৬: ১৫-২০)

যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুর তিন দিন পর পুনরুত্থান করেছেন। যীশু খ্রীষ্টের যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতির জন্য বয়ে এনেছেন আশীর্বাদ। তাঁর পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি নতুন জীবনীশক্তি যার মাধ্যমে আমরা লাভ করেছি নতুন প্রেরণা শক্তি। আমরা শিষ্যদের মতো যীশুর শিষ্য হয়ে তাঁর বাণী প্রচার করতে সক্ষম। বাইবেল হতে আমরা যীশুর শিক্ষা জানতে পারি।

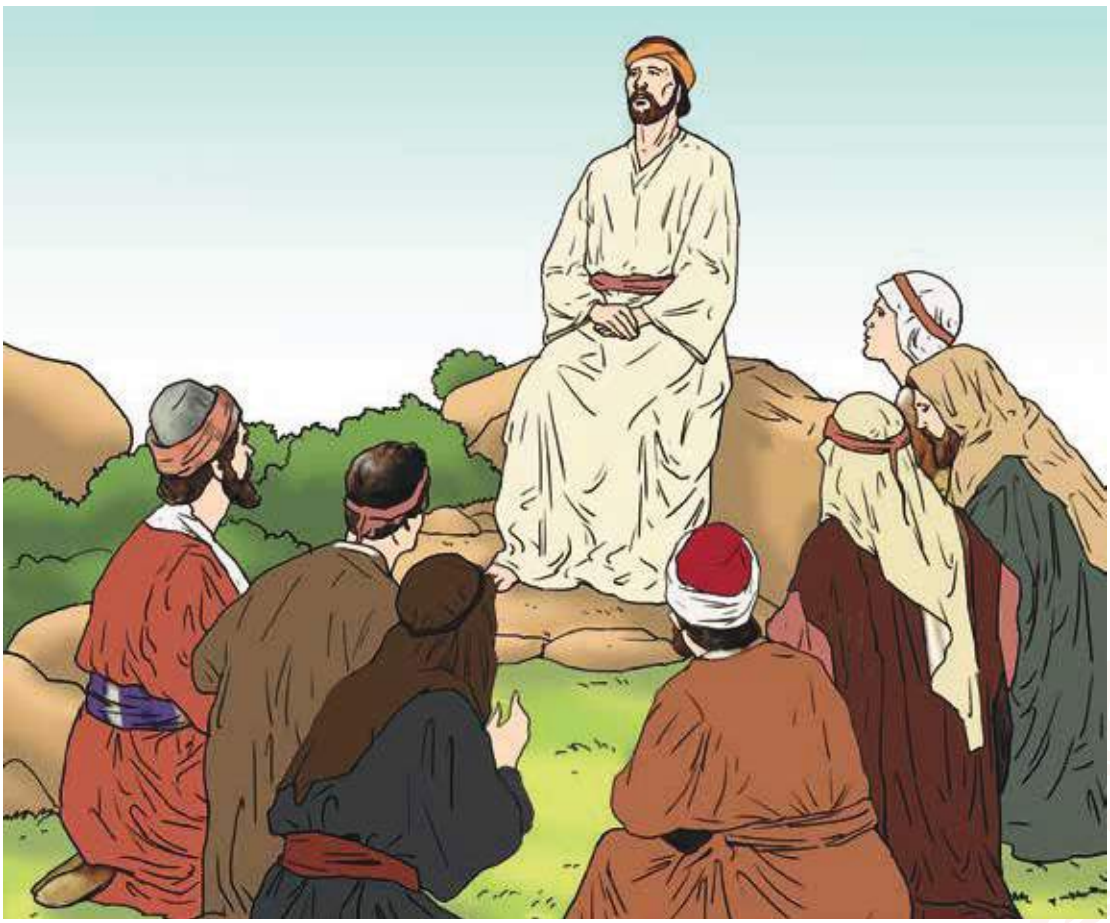

শিষ্যদের বাণী প্রচার

তখন শিষ্যদের যিরুশালেম ত্যাগ করে গালীলে যাওয়ার সময় হয়েছিল। কবরের কাছে স্বর্গদূতেরা বলেছিলেন যে, যীশু সেখানে তাদের সাথে দেখা করবেন। কোনো কোনো শিষ্য তখনো বিশ্বাস করেননি যে যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। যখন যীশু উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাদের অবিশ্বাসের উত্তর দিয়ে মন খুলে দিয়েছিলেন, যাতে পবিত্র শাস্ত্রের কথাগুলো বুঝতে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের যা বলেছিলাম তা কি মনে আছে? আমি বলেছিলাম যে, আমার সম্পর্কে যা কিছু মোশীর পুস্তকে, গীতসংহিতায় এবং ভাববাদীদের গ্রন্থে লেখা হয়েছিল তা ঘটবে। এই লেখকেরা আগেই বলেছিলেন যে, খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করবেন, মৃত্যুবরণ করবেন এবং মৃত্যুর তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হবেন এবং মানুষের অন্তর পরিবর্তিত হবে ও আমার নামের ক্ষমতায় তাদের পাপ ক্ষমা হবে।'

যীশু আরও বললেন, 'এখন তোমরা সব জায়গায় যাও এবং সকল লোকের কাছে পরিত্রাণের সুখবর প্রচার করো। যে কেউ বিশ্বাস করে এবং বাপ্তিস্ম নেয় সে পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু যে বিশ্বাস করে না সে দোষী হবে। মনে রেখো, জগতের শেষ পর্যন্ত আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছি। আমার পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, তেমনি আমি তোমাদের পাঠাচ্ছি। যারা বিশ্বাস করে তারা আমার নামে আশ্চর্য কাজ করতে পারবে।'

শাস্ত্রবাণীর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে যীশুর পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমরা নতুন জীবন ও প্রেরণা পেয়েছি। যে প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যীশুর মঙ্গলবাণী প্রচার করতে সমর্থ। যীশু সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন এবং তাঁর পুনরুত্থান আমাদের সবার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

ক. যীশুর পুনরুত্থান কীভাবে আমাদের জন্য আশীর্বাদ তা নিচের ছকে উল্লেখ করো।

১. নতুন জীবন লাভ
২.
৩.
৪.
৫.

খ. যীশুর বাণী প্রচার করার জন্য তুমি কী করতে পারো তা নিচের খালি ঘরে লেখ।

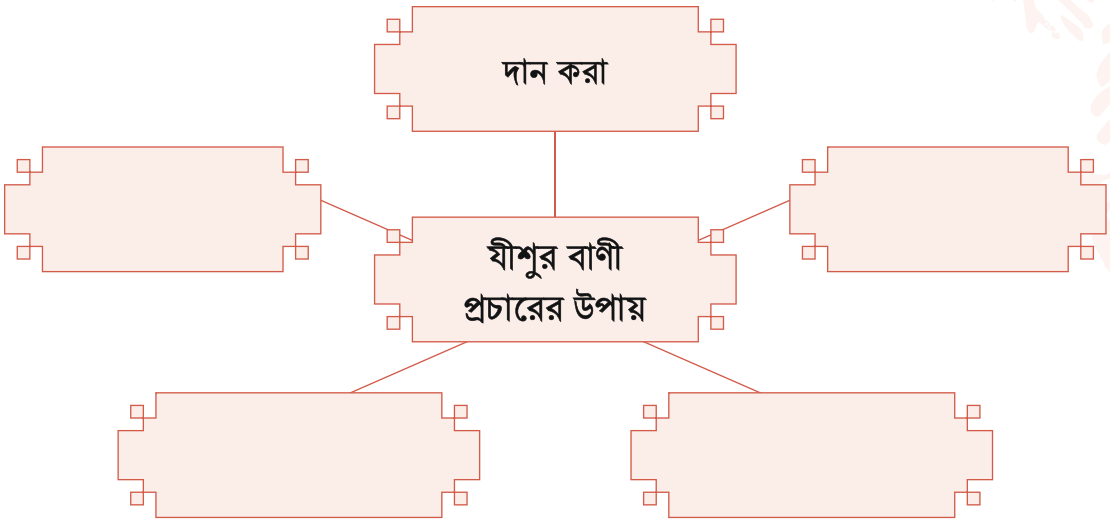

গ. তোমার এক অসুস্থ বন্ধুর জন্য তুমি পরপর তিন দিন প্রার্থনা করেছ। চতুর্থ দিন তোমার বন্ধু সুস্থ হয়ে স্কুলে এসেছে। তার উপস্থিতিতে তোমার অনুভূতি খাতায় লেখ।

১. ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

২. _____

৩. _____

৪. _____

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- যীশুর পুনরুত্থান আমাদের নবজীবন দান করেছে।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. পুনরুত্থান সমগ্র মানবজাতির জন্য বয়ে এনেছেন

ক. অভিশাপ খ. কলঙ্ক গ. আশীর্বাদ ঘ. মুক্তি

২. বাইবেল থেকে আমরা কার শিক্ষা জানতে পারি–

ক. পিতরের খ. পোপের গ. পৌলের ঘ. যীশুর

৩. যীশুর বাণী প্রচারের জন্য কী হওয়া প্রয়োজন?

ক. শৌলের শিষ্য খ. মহাযাজকের শিষ্য গ. যীশুর শিষ্য ঘ. পিতরের শিষ্য

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন	১. সকল লোকদের কাছে।
২. কবরের কাছে স্বর্গদূতেরা বলেছিলেন	২. যীশু খ্রীষ্ট।
৩. পরিত্রাণের সুখবর প্রচার করো	৩. আমি তোমাদের পাঠিয়েছি ।
	৪. যীশু তাদের সাথে দেখা করলেন।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. আমি তোমাদের সাথে আছি জগতের শেষ পর্যন্ত।

২. যারা বিশ্বাস করে তারা আশ্চর্য কাজ করতে অপারগ।

৩. যীশুর পুনরুত্থান প্রমাণিত হয় শাস্ত্রবাণীর মাধ্যমে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিত্রাণের সুখবর কারা প্রচার করতে পারেন?

২. পুনরুত্থান তোমার জীবনে কী ধরনের প্রেরণা জোগায়?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর প্রচার কাজে তোমার ভূমিকা কী হতে পারে– উল্লেখ করো।

২. যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে কী ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল লেখ।

অধ্যায়

৩

তৃতীয় অধ্যায়

পরমতসহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি

(যোহন ১৩:৩৪)

খ্রীষ্ট সবাইকে ভালোবাসতে শেখান। খ্রীষ্ট ভালোবেসে অন্যদের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন। তিনি ধনী, গরিব সকল জাতির মানুষের কাছে গিয়েছেন এবং ভালোবাসা দিয়েছেন। তিনি প্রত্যাশা করেন তাঁর অনুসারী হিসেবে আমরাও যেন তা-ই করি। তিনি বলেন, 'শোনো, আমি এখন তোমাদের একটি নতুন আদেশ দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমাদেরও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে।' তিনি ভালোবাসা দিতে গিয়ে কোনো ভেদাভেদ সৃষ্টি করেননি। ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতা একে-অপরের পরিপূরক। ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতা থাকলে সেখানে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে।

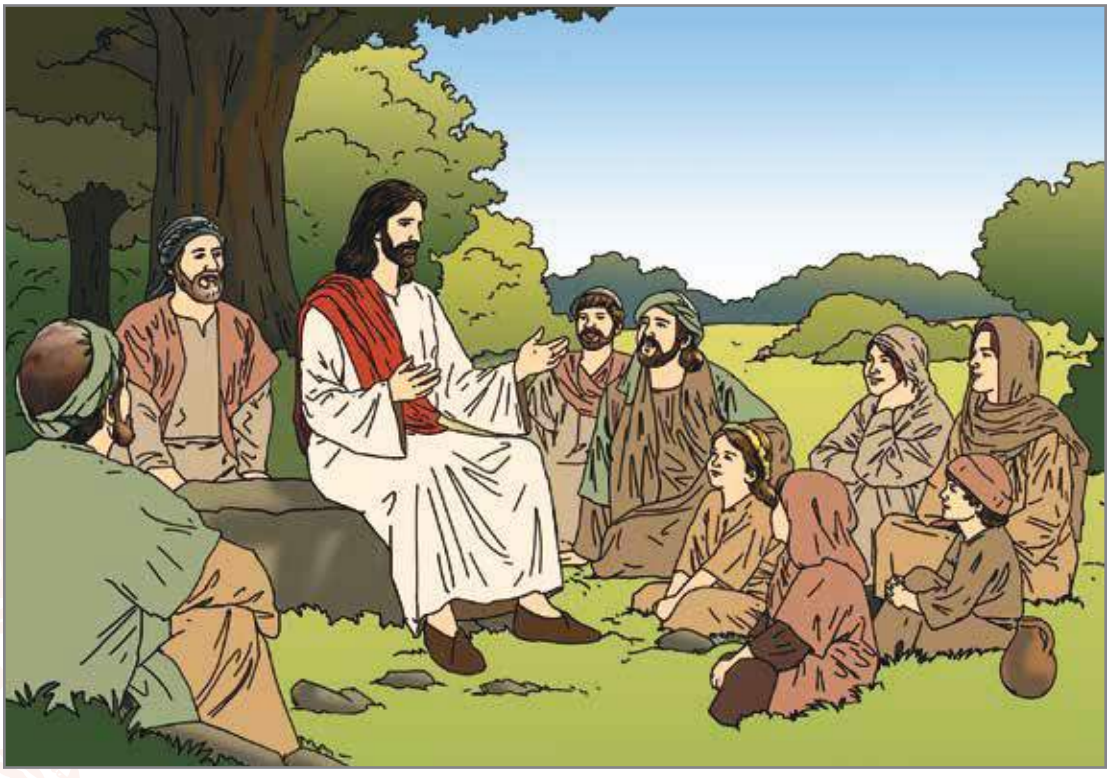

যীশুর সম্প্রীতি

পাঠ: ১

পরমতসহিষ্ণুতা

(রোমীয় ১২:৯-১৮, ১ পিতর ৩:১৫-১৬, ফিলিপীয় ২:৩-৪)

বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও পেশার মানুষের ভিন্নমত, চিন্তাধারা এবং বিশ্বাসের প্রতি সহনশীল আচরণ করাই হলো পরমতসহিষ্ণুতা। সাধারণভাবে বলা যায়, অন্যের মতের সাথে নিজ বিশ্বাস ও কাজের মিল না থাকলেও তার মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাই পরমতসহিষ্ণুতা। সামাজিক ও জাতীয় জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পরমতসহিষ্ণুতার কোনো বিকল্প নেই। তবে পরিতাপের বিষয়, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই হলো নিজেকে বড়ো মনে করা। সাধু পল/পৌল বলেন, 'ভ্রাতৃপ্রেম যেন তোমাদের মধ্যে গভীর স্নেহবন্ধন গড়ে তোলে। একে-অপরের প্রতি সম্মান দেখাও। যারা আনন্দ করে, তাদের সাথে আনন্দ করো, যারা কাঁদে তাদের সাথে কাঁদো।

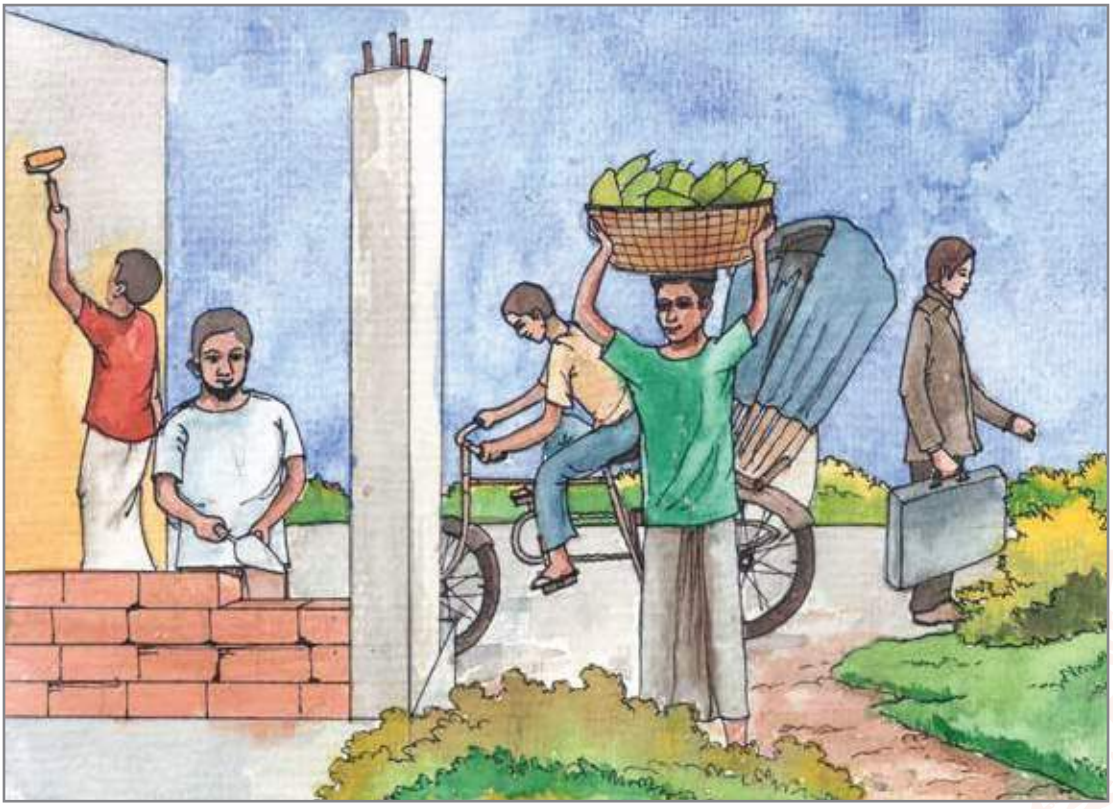

পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা

অন্যায়ের প্রতি কারোর ক্ষতি কোরো না। তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হও। যা কিছু অসৎ তা ঘৃণা করো, যা সৎ তা আঁকড়ে ধরো।' প্রভু যীশু বলেছেন, 'আমি তোমাদের যেমন ভালোবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালোবাসবে।'

উপরোক্ত বাণীসমূহ পরমতসহিষ্ণুতার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, 'প্রতিযোগিতা ও অহংকারের বশে কিছু না করে নম্রভাবে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করো।' তাই কারোর কথায়, কাজে ও আচরণে ভিন্নমতের বিরুদ্ধে কোনো ক্রোধ বা উত্তেজনা প্রকাশ করব না; বরং অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হবো।

ক. বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের কর্মপরিকল্পনায় তোমরা পরমতসহিষ্ণুতা চর্চার বিভিন্ন দিক ছকে উল্লেখ করো।

১. ভিন্নমতকে প্রাধান্য দেওয়া।
২.
৩.
৪.

খ. পরমতসহিষ্ণু হওয়ার জন্য তুমি পরিবার ও বিদ্যালয়ে কী কী করো তার একটি তালিকা পোস্টার পেপারে লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- পরমতসহিষ্ণুতা ছাড়া সমাজে একত্রে শান্তিতে বাস করা যায় না।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. যীশু খ্রীষ্ট প্রত্যাশা করেন আমরা অন্যকে–

ক. সাহায্য করি খ. ভালোবাসি গ. সম্মান করি ঘ. আদর করি

২. ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে গড়ে ওঠে–

ক. সম্প্রীতির বন্ধন খ. মানববন্ধন গ. মিলন বন্ধন ঘ. রাখিবন্ধন

৩. 'আমি তোমাদের যেমন ভালোবাসি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালোবাসবে'– বলেছেন

ক. সাধু পিতর খ. সাধু পল গ. সাধু যোসেফ ঘ. যীশু খ্রীষ্ট

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতা থাকলে সেখানে শান্তি বজায় থাকে।

২. পরমতসহিষ্ণু হতে সকলের প্রতি সহনশীল আচরণ করব।

৩. কেহ ভিন্নমত প্রদর্শন করলে আমরা উত্তেজনা প্রকাশ করব।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতা একে অপরের _____।

২. যা কিছু অসৎ তা ঘৃণা করব, যা সৎ তা _____ রাখব।

৩. ভ্রাতৃপ্রেম যেন তোমাদের মধ্যে গভীর _____ গড়ে তোলে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরমতসহিষ্ণুতা সামাজিক জীবনে কীভাবে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখে?

২. পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কের পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা কী?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পরমতসহিষ্ণুতায় সাধু পৌলের শিক্ষায় তুমি কীভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছ?

২. বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজনে তুমি কীভাবে পরমতসহিষ্ণু হবে তা উল্লেখ করো।

পাঠ: ২

পরমতসহিষ্ণুতার তাৎপর্য

(১ করিন্থীয় ১২:১২-২৭, ইফিসীয় ৪:২, মথি ৭:১২)

ধর্মীয় সম্প্রীতি

প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের অনন্য সৃষ্টি। তাই প্রত্যেক মানুষ দেখতে যেমন ভিন্ন, তেমনি চিন্তা-চেতনায়, গুণ-বৈশিষ্ট্যে, চলনে-বলনেও ভিন্ন। প্রত্যেক মানুষ অনন্য হলেও তারা একে-অন্যের উপরে নির্ভরশীল। এ জন্যই মানুষ সামাজিক জীব। পরমতসহিষ্ণুতা ছাড়া কোনোভাবেই এ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মানুষ পরিবারে, সমাজে বা রাষ্ট্রের একসাথে বসবাস করতে পারবে না। আমাদের পবিত্র বাইবেল শিক্ষা দেয়, যেন আমরা মিলেমিশে বাস করি। একজন মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলেই একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। কোনো একটি অঙ্গ কর্মহীন বা দুর্বল হলে যেমন তার জন্য কষ্টের হয়; তেমনি সমাজ বা রাষ্ট্রে সকলে মিলেমিশে বাস না করলে শান্তিপূর্ণ দেশ, জাতি ও সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ আছে, ‘সবসম তোমরা নম্র, কোমলপ্রাণ ও সহিষ্ণু হয়ে থাকো; গভীর ভালোবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও তোমরা।’

এসো আমরা গল্প পড়ি

একদিন বিকেল বেলা এক বৃদ্ধ লোক চোখের ডাক্তারের কাছে গেলেন। কারণ, তিনি চোখে কম দেখেন। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চশমা দিলেন। তিনি চশমাটি সযত্নে পকেটে করে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। ইতোমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তিনি এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তাই পকেট থেকে চশমাটি দিতেই নাক বলে উঠল ‘ভাই চোখ, তোমার চশমা কেন আমার উপরে রাখছ?’ চোখ বলল, ‘ভাই নাক, তুমি যদি চশমাকে বসতে না দাও, তাহলে তো আমি দেখতে পারব না।’ নাক বলল, ‘এটি তোমার কাজ, আমার না।’ নিরুপায় হয়ে বৃদ্ধ হাঁটতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুদূর যেতেই বৃদ্ধ রাস্তার পাশের একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেলো। দুঃখের বিষয় নাকটা ভীষণভাবে থেঁতলে গেল। নাক চিৎকার করে বলে উঠল, ‘এই চোখ দেখে চলতে পারো

না। চোখ বলল, 'ভাই আমি তো আগেই বলেছিলাম, আমার চশমাটাকে তোমার উপরে বসতে দাও। তুমি তো রাজি হলে না। এখন চিৎকার করো কেন?'

এই গল্প থেকে আমরা এই সত্য জানতে পারি যে, সমাজে চলতে গেলে প্রত্যেকের সহযোগিতা ও সহভাগিতা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। পরমতসহিষ্ণুতা জাতি, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভিন্নতার মাঝে একতা বজায় রাখার মানসিকতা তৈরি করে।

ছাত্র-ছাত্রীরা যদি শিক্ষাজীবনে ভিন্নতার মাঝে সম্প্রীতিতে বসবাস করে দক্ষতা অর্জন করে। তবে তারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ভিন্নমতের সবাইকে নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

ক. পাঠের আলোকে পরমতসহিষ্ণুতার তাৎপর্য আলোচনা করে নিচের ছকে লেখ।

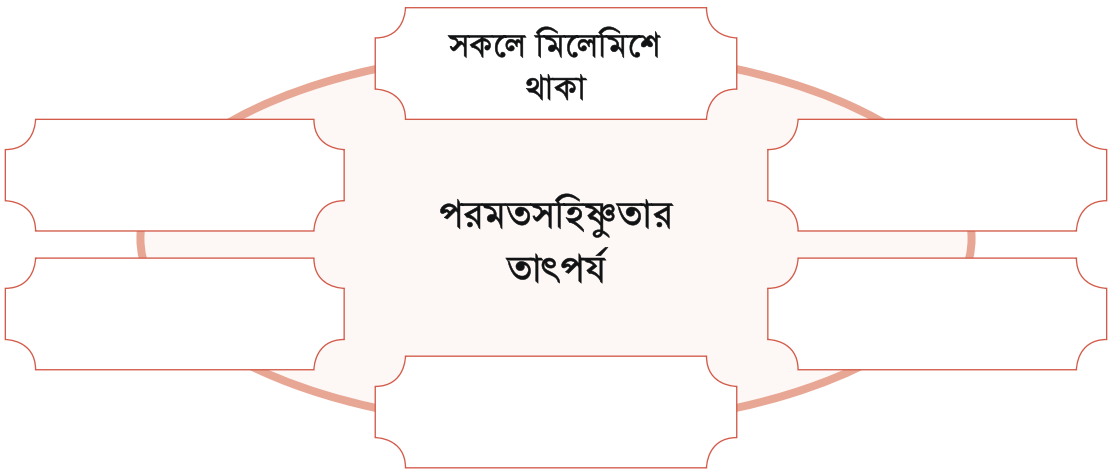

খ. শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসায় তুমি কীভাবে সহায়তা করবে তার ৪/৫টি বাক্য খাতায় লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- সহযোগিতা ও সহভাগিতার মাধ্যমে একত্রে বসবাস করা যায়।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন–

ক. পরিপূরক করে খ. সুন্দর করে গ. আপন করে ঘ. অনন্য করে

২. পবিত্র বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয়–

ক. হিংসা করতে খ. প্রতিযোগিতা করতে গ. খারাপ ব্যবহার করতে ঘ. মিলেমিশে বাস করতে

৩. সকল সামাজিক জীব অন্যের প্রতি–

ক. উদাসীন খ. নির্ভরশীল গ. সহনশীল ঘ. পরনির্ভর

খ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. শান্তিপূর্ণ দেশ ও জাতি গঠনে _____ থাকতে হয়।

২. প্রত্যেক মানুষ চিন্তা-চেতনায় _____।

৩. সমাজে চলতে প্রত্যেকের সহযোগিতা ও _____ একান্ত প্রয়োজন।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৃদ্ধের চশমার গল্পের মূল শিক্ষা কী?

২. তুমি মাকে কী কী কাজে সহায়তা করতে পারো?

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. শান্তিপূর্ণ দেশ, জাতি ও সমাজ গঠনে তোমার করণীয় পাঁচটি বাক্যে উল্লেখ করো।

২. বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও মতের সহপাঠীর মধ্যে কীভাবে সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে– চারটি বাক্যে লেখ।

পাঠ: ৩

পরমতসহিষ্ণুতার উপায়

(তীত ৩:২, রোমীয় ১২:১৫, ১ পিতর ৩:৮, কলসীয় ৩:১২)

আমরা এমন একটি বিশ্বে বাস করি, যেখানে একজন আরেকজন থেকে আলাদা। প্রত্যেকেই দেখতে যেমন আলাদা, ঠিক তেমনি তার চিন্তাভাবনা আলাদা। তাই তার কথাবার্তা ও কাজের ধরন আলাদা। এমনকি তার ধর্ম, বিশ্বাস, রুচি, স্বাদ, ধ্যান-ধারণা, বন্ধুবান্ধব আলাদা। এভাবেই আমরা এমন এক জগতে বাস করি, যেখানে আমরা একে অন্যের থেকে পুরোপুরি আলাদা হতে পারি। তাহলে আমি কি অন্যের চিন্তা-চেতনাকে প্রাধান্য দেবো না? না, আমি শুধু আমার কথার প্রাধান্য দেবো? আমি কি অন্যকে সম্মান করব না? না, তাকে দূরে ঠেলে দেবো? পরমতসহিষ্ণুতা হলো সেটাই, যখন আমরা একে অন্যের চিন্তা-ভাবনাকে সম্মান করি। অন্য ব্যক্তিদের মন্তব্যকেও আমি সম্মান করব। আমি শুধু আমার নিজের চিন্তা-ভাবনা চাপিয়ে দেবো না। আবার যখন অন্য ধর্মের কেউ তাদের ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন করে, তখন তা সম্মান করতে হবে। অন্য সম্প্রদায় যদি তাদের সংস্কৃতির উৎসব উদ্‌যাপন করে, সেটাও উদার মনে গ্রহণ করতে হবে।

পারস্পরিক পরমতসহিষ্ণুতা

পবিত্র বাইবেলে পরমতসহিষ্ণুতার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে– ‘সকলকে বলো, কারও নামে কেউ যেন অপবাদ না দেয়, কারও সঙ্গে যেন ঝগড়া-ঝাঁটিও না করে; বরং তারা যেন বিবেচক, সহনশীল হয়ে থাকে, সকলের সঙ্গে যেন সর্বদা কোমল ব্যবহারই করে।’

বাইবেলের আলোকে জানতে পারি যে, আমরা যেন কারো বিরুদ্ধে কোনো অপবাদ না দিই, কোনো ঝগড়াঝাঁটি না করি। আমরা একজন আরেকজনের প্রতি সহনশীল হই। অন্যের কোনো ক্ষতি না করি; মনে কোনো ঈর্ষা পুষে না রাখি।

‘তোমরা তো ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পুণ্যজন; তিনি তোমাদের ভালোবাসেন। তাই তোমরা দয়া-মমতা, সহৃদয়তা, নম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতার সাজেই নিজেদের অন্তরটাকে সাজিয়ে তোলো।’

‘যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ করো; যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদো।’

‘আমার শেষ কথা: তোমরা সকলে একপ্রাণ হয়ে ওঠো, হয়ে ওঠো সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, কোমল-প্রাণ, নম্র-হৃদয়!’

‘তোমরা একে-অন্যের প্রতি সহৃদয় হও, হও কোমল-প্রাণ। পরস্পরকে তোমরা ক্ষমা করে নাও, যেমন খ্রীষ্ট তোমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, ঈশ্বরও তোমাদের ক্ষমা করেছেন।’

তাই আমরা দেখতে পাই যে, বাইবেল আমাদের একে অপরের প্রতি সহিষ্ণু হতে শিক্ষা দেয়।

ক. অন্যের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হলে কী কী করতে পারো তা পোস্টার পেপারে লেখ।

খ. পরমতসহিষ্ণুতা অর্জন করতে তুমি যেসব উপায় অবলম্বন করবে তা নিচের খালি ঘরে লেখ।

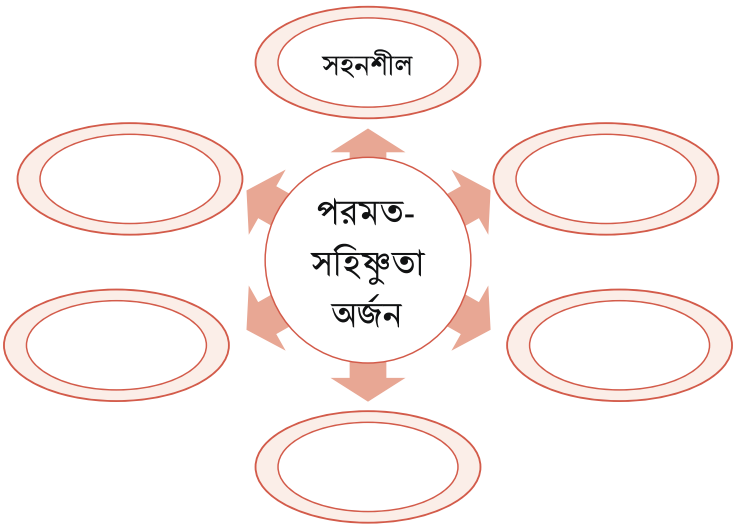

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

– সবার সাথে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়া।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. একে অন্যের চিন্তাভাবনাকে সম্মান করা–

ক. বিশ্বাস খ. পরমতসহিষ্ণুতা গ. শ্রদ্ধাবোধ ঘ. সহনশীলতা

২. কোমল ব্যবহার করা প্রয়োজন–

ক. বন্ধুদের সাথে খ. মা-বাবার সাথে গ. সবার সাথে ঘ. বয়স্কদের সাথে

৩. বাইবেল আমাদের সহিষ্ণু হতে–

ক. শিক্ষা দেয় খ. উৎসাহ দেয় গ. অনুপ্রেরণা দেয় ঘ. পরামর্শ দেয়

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বিশ্বে একজন অন্যজন থেকে	১. চাপিয়ে দেবো না
২. আমার চিন্তাভাবনা অন্যকে	২. পরস্পরকে
৩. তোমরা সকলে হয়ে ওঠো	৩. আলাদা
৪. ক্ষমা করে নাও	৪. একপ্রাণ
	৫. সহিষ্ণু হওয়া

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. যারা আনন্দ করে তাদের সাথে কাঁদো।

২. তোমরা তো ঈশ্বরের মনোনীত জন।

৩. অন্য ধর্মের উৎসবকে অবজ্ঞা করব না।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অন্যের প্রতি আমাদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত?

২. অন্য ধর্মের উৎসবে কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অন্যের মতামতকে প্রাধান্য দিতে তোমার করণীয় উল্লেখ করো।

২. বাইবেলের নির্দেশ অনুসরণ করে পরমতসহিষ্ণুতা অর্জনের জন্য তোমরা কী করতে পারো?

পাঠ: ৪

নিজ জীবনে পরমতসহিষ্ণুতা চর্চা

(মার্ক ১০:৪৬-৫২, ১ সামুয়েল ২৪:১-৭)

আমরা পূর্ববর্তী পাঠে দেখতে পেয়েছি যে, দৈনন্দিন জীবনে পরমতসহিষ্ণুতা একান্তই দরকার। পরমতসহিষ্ণুতা না থাকলে সমাজে তথা দেশে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করা কঠিন।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পরমতসহিষ্ণুতা আরও বেশি প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা যত কম থাকবে, আমরা দেশ হিসেবে বিশ্ব থেকে ততই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। তাই আমাদের প্রত্যেকের নিজ অবস্থান থেকে পরমতসহিষ্ণুতা চর্চা করা প্রয়োজন।

যীশু নিজেই পরমতসহিষ্ণুতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। আমরা তা পবিত্র বাইবেলে দেখতে পাই। 'যীশু ও তাঁর সঙ্গীরা এবার জেরিখো/যিরীহো নগরে এসে পৌঁছলেন। পরে যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের ও বহুলোকের সঙ্গে জেরিখো ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিময়ের ছেলে অন্ধ বরতীময়/বার্তিময় পথের ধারে বসে ভিক্ষা করছিল। সে যখন শুনতে পেল, উনি নাজারেথের/নাসারতের যীশু, তখন সে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দাউদ-সন্তান, যীশু, আমাকে দয়া করুন!' অনেকে তাকে ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল; কিন্তু সে তখন আরও অনেক বেশি জোরে চিৎকার করতে লাগল। 'দাউদ-সন্তান, আমাকে দয়া করুন!' তখন যীশু সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন আর বললেন, 'ওকে ডাকো!' তাই তারা অন্ধ লোকটিকে ডেকে বলল, 'আর ভেবো না। ওঠো, উনি তোমাকে ডাকছেন!' সে তখন গায়ের চাদর ফেলে এক লাফে উঠে দাঁড়াল আর যীশুর কাছে এগিয়ে এল। যীশু তাকে বললেন, 'কী চাও তুমি? বলো, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?' অন্ধ লোকটি উত্তর দিল, 'গুরুদেব, আমি যেন আবার চোখে দেখতে পাই!' তখন যীশু তাকে বললেন, 'বেশ, যাও, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সারিয়ে তুলল!' সঙ্গে সঙ্গে সে আবার চোখে দেখতে পেল। সে তখন যীশুর পিছনে পিছনে পথ চলতে লাগল।'

আমরা এই পাঠে দেখতে পাই যে, লোকেরা অন্ধ বার্তিময়কে যীশুর কাছে আসতে দিতে চায়নি। কিন্তু যীশু তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন এবং তার কথার গুরুত্ব দিয়ে সুস্থ করে তুলেছেন। পরমতসহিষ্ণুতা হলো সবাইকে গুরত্ব দেওয়া, কাউকে অবহেলা না করা।

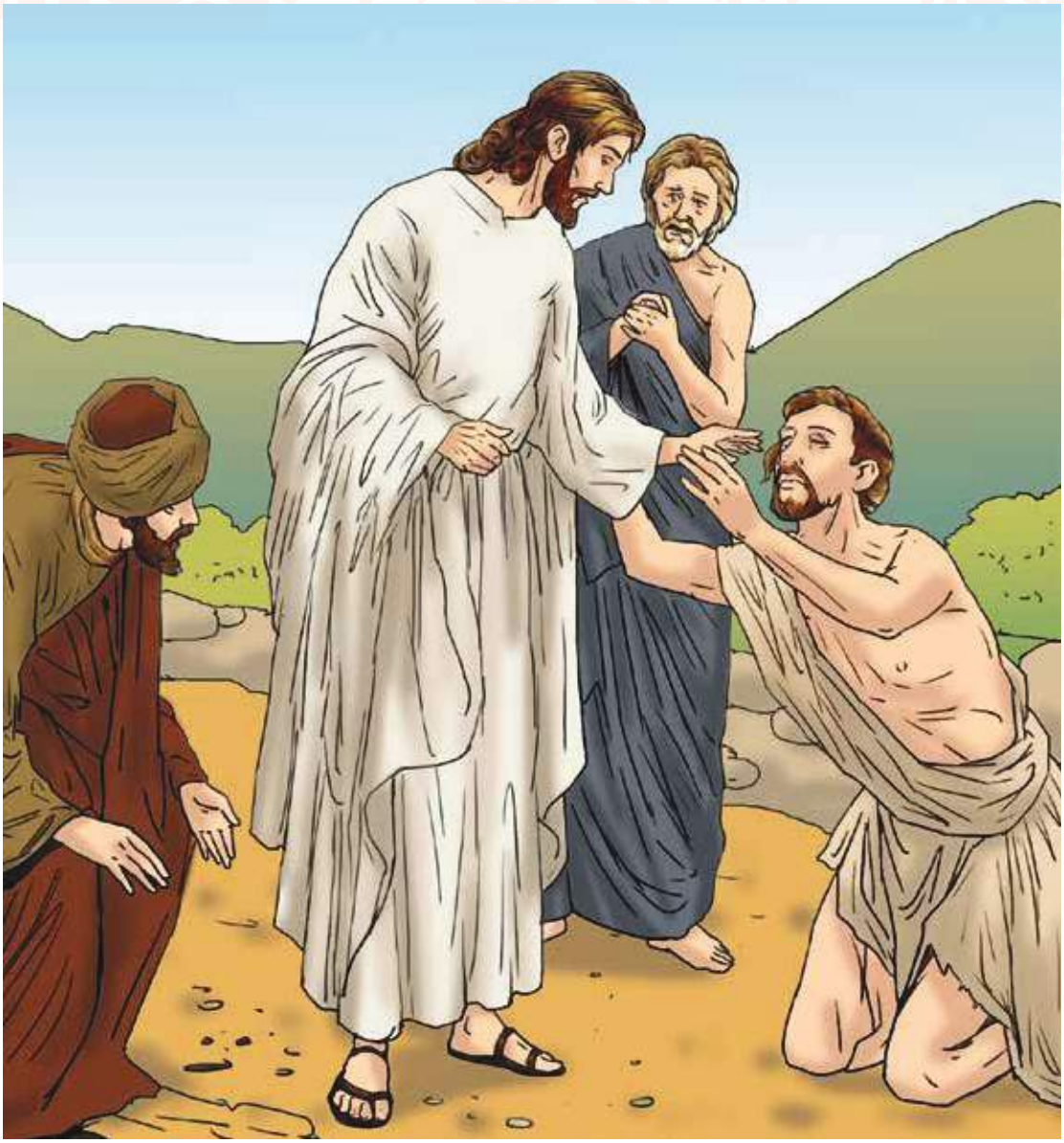

অন্ধ বরতীময়কে দৃষ্টিদান

পুরানো নিয়মেও আমরা দেখতে পাই, দাউদ শত্রুর উপর প্রতিশোধ না নিয়ে বরং তাকে ভালোবেসে ক্ষমা করে এবং নিজের আপনজনের মতো ব্যবহার করে তার শত্রুর প্রতি যত্ন, করুণা ও অনুগ্রহ দেখিয়ে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই আমরা বন্ধু হোক বা শত্রু হোক, নিজের ধর্মের হোক বা অন্য ধর্মের হোক, নিজের সংস্কৃতির হোক বা না হোক সবার সাথে সহিষ্ণু আচরণ করব।

ক. দাউদ শত্রুকে ক্ষমা করে যে সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন, একইভাবে তুমি যা করতে পারো তা লেখ এবং গাছটি সাজাও।

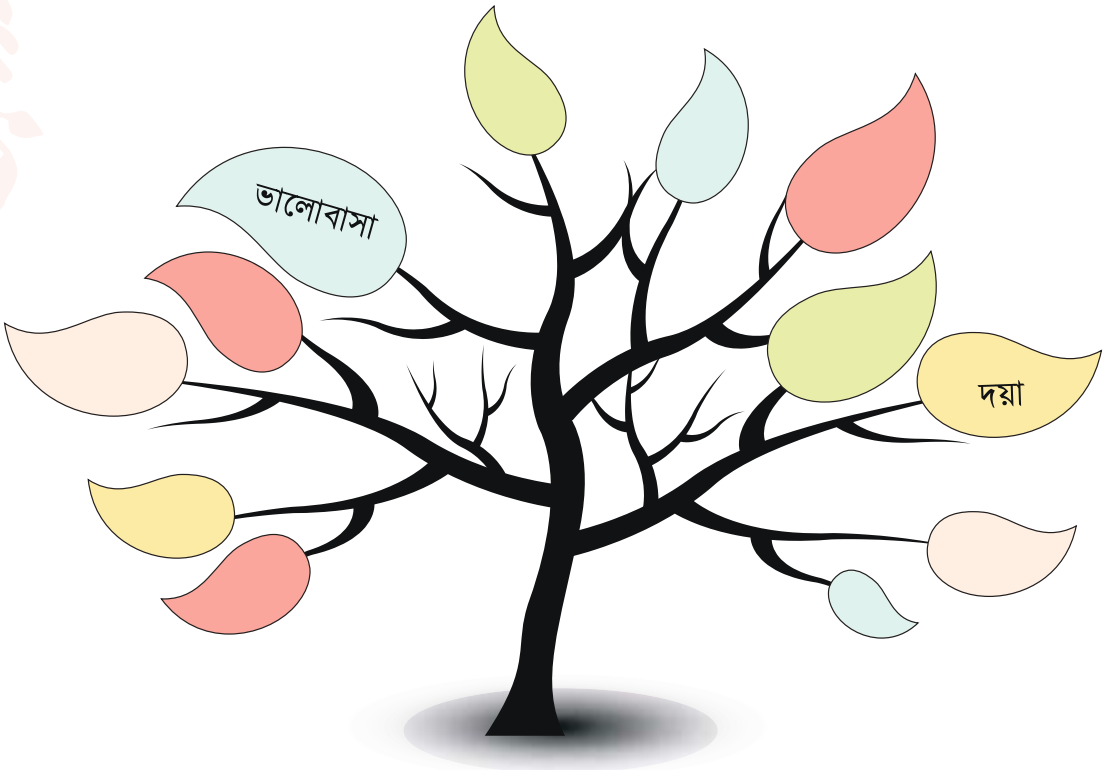

খ. ‘পরমতসহিষ্ণুতা চর্চা করাই হলো শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার একমাত্র উপায়’– এ বিষয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- অন্যের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. পথের ধারে বসে ভিক্ষা করছিল–

ক. লাসার খ. তিময় গ. বরতীময় ঘ. দাউদ

২. তোমাকে সারিয়ে তুলল তোমার–

ক. অবিশ্বাস খ. বিশ্বাস গ. চিৎকার ঘ. নীরবতা

৩. পরমতসহিষ্ণুতা হলো সবাইকে–

ক. বিরক্ত করা খ. অবহেলা করা গ. ভালোবাসা ঘ. গুরুত্ব দেওয়া

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পরমতসহিষ্ণুতা একান্ত প্রয়োজন।

২. যীশু জেরিখোর লোক ছিলেন।

৩. অন্ধ লোকটি গায়ের চাদর ফেলে এক লাফে উঠে দাঁড়াল।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. দাউদ শত্রুর উপর প্রতিশোধ না নিয়ে _____ পরিচয় দিয়েছেন।

২. দাউদ _____ করে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন।

৩. যীশু নিজেই _____ উদাহরণ রেখেছেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করার আসল রহস্য কী?

২. অন্ধ বরতীময় চিৎকার করে কী বলেছিল?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. তুমি কীভাবে পরমতসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতে পারো বর্ণনা করো।

২. তোমার শ্রেণিকক্ষে শান্তি রক্ষার জন্য কী করা গুরুত্বপূর্ণ?

পাঠ: ৫

সহনশীল আচরণের চর্চা

জন্মের পর পরিবার থেকে শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। এজন্য পরিবারকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বলা হয়। সেখানে অর্জিত এই মৌলিক শিক্ষাই পরবর্তী জীবনের সকল শিক্ষার ভিত্তি। যেকোনো শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য প্রথম ও প্রধান বিদ্যালয় হচ্ছে পরিবার এবং মা-বাবা হচ্ছেন শিক্ষক।

যৌথ পরিবার

তাদের স্নেহ-ভালোবাসা ও আদর-যত্ন পেয়েই শৈশবে সন্তানেরা বেড়ে ওঠে। সাথে সাথে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলিতে বিকশিত হতে থাকে। জীবনভর এই বিকাশের প্রক্রিয়া চলে। তারা ভালো ও মন্দের পার্থক্য করার পাশাপাশি সহনশীল হতে শেখে। পরিবার থেকেই শিশুরা অনুভব করতে পারে পিতা-মাতা তাদের গ্রহণ, সম্মান, চিন্তাধারা ও প্রত্যাশাকে মূল্য দেন কিনা। এ উপলব্ধি থেকে তাদের জীবন স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে।

এসো আমরা গল্প পড়ি

সুক্তি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। তৃপ্তি তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। একদিন স্কুল ছুটির পর সুক্তি তার মা-বাবাকে না বলে তৃপ্তির সাথে তার বাড়িতে চলে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে সুক্তি না ফেরায় তার মা-বাবা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারেন, সুক্তি তার বান্ধবী তৃপ্তির বাড়িতে। মা-বাবা সুক্তিকে বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং সুন্দর করে তাকে বুঝিয়ে দেন যে, মা-বাবাকে না বলে বান্ধবীর বাড়ি যাওয়া তার ঠিক হয়নি। সুক্তি তার মা-বাবার সহনশীল আচরণ ও সংশোধন সুন্দর মনে গ্রহণ করে এবং মা-বাবাকে বলে, 'আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি, সেজন্য আমি দুঃখিত। আর কোনোদিন তোমাদের না বলে কোথাও যাব না।'

পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, বালক যীশুও মন্দিরে হারিয়ে যাওয়ার পর তাঁর মায়ের সংশোধন সুন্দর মনে গ্রহণ করেছিলেন। আমরা যদি মা-বাবার বা অন্যের সহনশীল আচরণ সুন্দর মনে গ্রহণ করি, তাহলে পিতা ঈশ্বরও আমাদের প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ করবেন ও ভালোবাসবেন।

সহনশীল আচরণ চর্চার উপায়

- অন্যকে সম্মান ও ভালোবাসতে হবে। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে সবার অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে হবে।
- যখন কেউ ভালো কাজ করে, তখন তাদের উৎসাহ দিতে হবে এবং যখন কেউ ভুল কাজ করে, তখন তাদের প্রতি সদয় ও কোমল হতে হবে।
- অন্যের কথায় বা কাজে আক্রমণাত্মক না হয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে হবে।
- নিজের আচরণের জন্য ভুল স্বীকার করে ক্ষমার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

ক. 'পরিবারকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়'– পরিবার থেকে তুমি যা কিছু শিখেছ, তা নিচের খালি ঘরে লেখ।

খ. পরিবারে সহনশীল আচরণ সম্পর্কে অভিনয় করে দেখাও।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- অন্যের সাথে সহনশীল আচরণ করব।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. পরিবারকে বলা হয়–

ক. ভালোবাসার স্থান খ. বিশ্রামের স্থান গ. শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ঘ. আনন্দের স্থান

২. প্রথম শিক্ষক হলো–

ক. দাদা-দাদি খ. ভাই-বোন গ. নানা-নানি ঘ. মা-বাবা

৩. পরিবার থেকেই শিশু শেখে–

ক. ভালো-মন্দ খ. পারস্পরিক স্নেহ গ. চিন্তা-চেতনা ঘ. অশ্রদ্ধা

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. কেউ ভালো কাজ করলে	১. স্বীকৃতি দেবো ঈশ্বর সন্তান হিসেবে।
২. সদয় ও কোমল হতে হবে	২. মায়ের সংশোধন সুন্দর মনে গ্রহণ করেছেন।
৩. সবার অধিকার ও মর্যাদার	৩. তাকে উৎসাহ দিতে হবে।
৪. যীশু মন্দিরে হারিয়ে যাওয়ার পর	৪. স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠে।
	৫. কেউ ভুল করলেও।
	৬. বিকাশের প্রক্রিয়া চলে।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. প্রথম ও প্রধান বিদ্যালয় হলো _____।

২. অন্যের কথায় ও কাজে _____ মনোভাব পোষণ করা ভালো।

৩. সর্বদা নিজের _____ স্বীকার করার মনোভাব গড়ে তোলা ভালো।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সুক্তির প্রতি তার বাবা-মায়ের আচরণ কেমন ছিল?

২. শৈশবে সন্তান কীভাবে বেড়ে ওঠে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সুক্তির গল্পের শিক্ষানুসারে কীভাবে নিজের জীবন গড়ে তুলবে?

২. অন্যদের সাথে কীভাবে সহনশীল আচরণ করতে পারো তা উল্লেখ করো।

পাঠ: ৬

সম্প্রীতি রক্ষার উপায়

(রোমীয় ১৫:৫-৬, কলসীয় ৩:১৩-১৬)

ধর্মীয় সম্প্রীতি

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে একসাথে শান্তিতে বসবাস করাই হলো সম্প্রীতি। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ, দেশের শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একে-অপরের সাথে আনন্দ ও উৎসাহের সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে উৎসব উদ্‌যাপন করে। এছাড়া বিদ্যালয়ে, কর্মস্থলে এবং অন্যান্য স্থানে একসাথে কাজ, অধ্যয়ন ও খেলাধুলার মাধ্যমে মিলেমিশে পরস্পরের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে আমরা সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারি। পবিত্র

বাইবেলে এই বিষয়ে কী লেখা আছে তা দেখি–

‘সমস্ত নিষ্ঠতা, সমস্ত আশ্বাসের উৎস স্বয়ং পরমেশ্বর। তোমাদের এই বর প্রদান করুন, খ্রীষ্ট যীশুর আদর্শ অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একপ্রাণ হতে পারো, আর এভাবে একই মনোভাব নিয়ে তোমরা যেন মিলিত কণ্ঠে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার মহিমা কীর্তন করতে পারো।’

‘পরস্পরের প্রতি তোমরা ধৈর্যশীল হও। আর কারও প্রতি কোনো অভিযোগ থাকলে তোমরা তাকে ক্ষমাই করো; প্রভু নিজে যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তেমনি তোমরাও ক্ষমা করো। আর সমস্ত কিছুর ওপরে স্থান দাও ভালোবাসাকে। কারণ ভালোবাসাই সব কিছুকে এক করে তোলে, পূর্ণ করে তোলে। খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; তোমরা তো সকলে সেই এক দেহের অঙ্গ হয়ে এমন শান্তি লাভের জন্যই আহূত হয়েছ। তোমরা পরমেশ্বরের প্রতি সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকো। খ্রীষ্টের বাণী তোমাদের অন্তরে জেগে থাকুক তার অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য নিয়ে; তোমরা পরম জ্ঞানের আদর্শে পরস্পরকে ধর্ম শিক্ষা দাও, পরস্পরের মধ্যে চেতনা জাগিয়ে তোলো।’

উপরোক্ত বিষয় থেকে আমরা সম্প্রীতি রক্ষার উপায় জানলাম। এ সকল উপায় আমরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করব।

ক. আজকের পাঠ থেকে সম্প্রীতি রক্ষার যে উপায়গুলো শিখেছ তা নিচের ছকে লেখ।

১. মিলেমিশে থাকা।
২. ধনী গরিব ভেদাভেদ না করা।
৩.
৪.
৫.

খ. তোমার পরিবারের সাথে প্রতিবেশীরা কীভাবে সম্প্রীতি বজায় রাখে এ বিষয়ে ছবির আলোকে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

একত্রে আনন্দ

গ. এসো আমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পরস্পরের হাত ধরে একসাথে গান করি। গান: এক সাথে যদি থাকা যায় ভাই ... । (এ ধরনের অন্য যেকোনো গানও গাইতে পারে)

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- অন্যের সাথে সহনশীল আচরণ করব।
-
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. একসাথে শান্তিতে বসবাস করাই হলো–

ক. সহানুভূতি খ. সমন্বয় গ. সহনশীলতা ঘ. সম্প্রীতি

২. সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ সম্প্রীতি বৃদ্ধির অন্যতম–

ক. লক্ষণ খ. উৎস গ. উপায় ঘ. আচরণ

৩. সমস্ত আশ্বাসের উৎস হলেন স্বয়ং–

ক. পরমেশ্বর খ. শিক্ষক গ. পিতামাতা ঘ. ধর্মগুরু

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. পরস্পরের প্রতি তোমরা ধৈর্যশীল হও।

২. সমস্ত নিষ্ঠা সব হিংসার উৎস।

৩. ভালোবাসাকে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে স্থান দাও ।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের _____ রাজত্ব করুক।

২. পরম জ্ঞানের আদর্শে _____ ধর্ম শিক্ষা দাও।

৩. ধনী-গরিব _____ না করা।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সম্প্রীতি বলতে কী বুঝ?

২. বিদ্যালয়ে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তোমার করণীয় লেখ।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সব ধর্মের সাথে সম্প্রীতি রক্ষায় কী করতে পারো তা ব্যাখ্যা করো।

২. দৈনন্দিন জীবনে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য কী উপায় অবলম্বন করবে তা বর্ণনা করো।

পাঠ: ৭

সম্প্রীতির ফলাফল

(১ম পিতর ৩:৮-১২, এফেসীয় ২:১৪-১৫, মথি ৫:৯)

আমরা পূর্বের পাঠে সম্প্রীতি রক্ষার উপায়সমূহ জেনেছি। এ পাঠে সম্প্রীতি রক্ষার ফল সম্পর্কে জানব। সম্প্রীতি রক্ষার প্রথম ফলই শান্তি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা-এই তিনজন মিলেই এক ঈশ্বর। তিনজনের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। আর এ ঐক্য হলো সম্প্রীতির আর একটি ফল। সম্প্রীতির অর্থ হলো সম-প্রীতি। সবাইকে সমভাবে মূল্য ও স্বীকৃতি দিয়ে প্রত্যেকের একক সত্তাকে গ্রহণ করা। প্রভু যীশু তাঁর বাণীতেও এ সম্প্রীতির ফলাফল সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। পবিত্র বাইবেলে আমরা তা দেখি– 'তোমরা সকলে একপ্রাণ হয়ে ওঠো, হয়ে ওঠো সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, কোমল-প্রাণ, নম্র-হৃদয়। অন্যায়ের প্রতিদানে কারও প্রতি কোনো অন্যায় কোরো না, কটুবাক্যের প্রতিদানে কাউকে কটুবাক্য শুনিয়ো না, তার বদলে বরং আশীর্বাদই কোরো। কেননা তোমরা তো তা করতেই আহূত হয়েছ, যাতে তোমরা আপন সম্পদরূপে লাভ করতে পারো পরমেশ্বরেরই আশীর্বাদ।'

সম্প্রীতি ও ঐক্য

শাস্ত্রে তো লেখাই আছে, 'যে সুখী জীবন পেতে চায়, যে দেখতে চায় সুদিনের মুখ, পাপ কথা না বলে সে সংযত রাখুক নিজের রসনা, ছলভরা কথা না বলে সে সংযত রাখুক নিজের অধর। পাপের পথে না গিয়ে সে বরং সৎকর্মই করুক। শান্তির সন্ধান করুক। করুক তার নিত্য অন্বেষণ। প্রভু তো ধার্মিকদের চোখে চোখে রাখেন, তাদের যাচনা তিনি কান পেতে শোনেন। অন্যায় করে যারা, তাদের প্রতি প্রভু কিন্তু সর্বদাই বিমুখ। শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা– তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।'

স্বয়ং খ্রীষ্টই তো আমাদের মধ্যে শান্তির বন্ধন, ইহুদি অইহুদি এ দুইকে তিনিই তো এক করে তুলেছেন। যে শত্রুতার প্রাচীর তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, তিনি আপন দেহ উৎসর্গ করেই তা ভেঙে দিয়েছেন। মোশীর কঠোর বিধিবিধান বাতিল করে দিয়েছেন। আর এভাবেই তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ক. বিদ্যালয়ে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তোমরা কী করবে তা অভিনয় করে দেখাও।

খ. সম্প্রীতির ফলাফলগুলো নিচের ছকে লেখ।

শান্তি
আনন্দ

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- সবাইকে সমমর্যাদা দেওয়া।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. সম্প্রীতি রক্ষার প্রথম ফল হলো–

ক. স্নেহ　　খ. শান্তি　　গ. ভালোবাসা　　ঘ. পবিত্রতা

২. পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে রয়েছে–

ক. মিলন　　খ. ভালোবাসা　　গ. ঐক্য　　ঘ. স্নেহ

৩. আমরা কারো অন্যায়ের প্রতিদানে কী করব না–

ক. নিষ্ঠুরতা　　খ. অন্যায্যতা　　গ. অন্যায়　　ঘ. নির্মম ব্যবহার

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. তোমরা সকলে হয়ে ওঠো	১. অন্যায়ের প্রতিদানে।
২. সম-প্রীতি হলো	২. সচেতন করে দিয়েছেন।
৩. প্রত্যেকের একক সত্তাকে গ্রহণ করা	৩. একপ্রাণ।
	৪. সম্প্রীতির অর্থ।
	৫. সবাইকে সমভাবে মূল্য ও স্বীকৃতি দিয়ো।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. কটুবাক্যের প্রতিদানে, কাউকে কটুবাক্য শুনিয়ো না।

২. যারা শান্তি স্থাপন করে না, ধন্য তারা।

৩. স্বয়ং খ্রীষ্টই আমাদের শান্তির বন্ধন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সুখী জীবন পাওয়ার জন্য কী করতে পারো?

২. মোশীর বিধি-নির্দেশ বাতিল করে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সুখী ও সুন্দর জীবন লাভের জন্য তোমার করণীয়গুলো উল্লেখ করো।

২. বিদ্যালয়ে কীভাবে শান্তির ফলাফল কার্যকর করতে পারো বর্ণনা করো।

পাঠ: ৮

সামাজিক জীবনে সম্প্রীতি চর্চা

(যোহন ১৪:২৭)

সমাজে একে-অপরের মধ্যে সদ্ভাব, সহযোগিতা, শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার অবস্থাকে সামাজিক সম্প্রীতি বলা হয়। সামাজিক জীবনে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় চর্চা করতে পারি। যেমন– পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সমতা রক্ষা, সহনশীলতা, গ্রহণযোগ্যতা, যোগাযোগ ও সংলাপ, বিশ্বাস ও আস্থা, সহানুভূতি ও সমবেদনা ইত্যাদি।

শিশুর প্রতি শিশুর ভালোবাসা

পবিত্র বাইবেলের আলোকে সামাজিক সম্প্রীতি সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। সামাজিক জীবনে সম্প্রীতি রক্ষার্থে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সাধু পল/পৌল বলেন, 'ভ্রাতৃপ্রেম যেন তোমাদের মধ্যে গভীর স্নেহবন্ধন গড়ে তোলে। একে-অপরকে সম্মান করো এবং অন্যায়ের পথে কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়–এই মানবিক দায়িত্বে নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাখো। তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হও।' প্রভু যীশু নিজেই বলেছেন, 'তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি আমারই শান্তি, অবশ্য এ সংসার যেভাবে শান্তি দেয়, সেভাবে আমি তোমাদের তা দিয়ে যাচ্ছি না। তোমাদের হৃদয় যেন বিচলিত না হয়, যেন শঙ্কিত না হয়।'

এসো আমরা গল্প পড়ি

মিল্টন ও ডেনিস তারা প্রতিদিন একসাথে স্কুলে যায় ও খেলাধুলা করে। দুজনের পারিবারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল। তারা প্রতিদিনই খুব ভালো টিফিন নিয়ে যায়। অপর দিকে ক্লাসের সহপাঠী দেবাশিসের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। কখনোই টিফিন নিয়ে যায় না। মিল্টন বেশ কয়েক দিন ধরে লক্ষ্য করছে দেবাশিসের মনটা খারাপ। তাই সে ডেনিসকে বলে, 'চলো দেবাশিসের সাথে কথা বলে দেখি তার মনটা খারাপ কেন? দেবাশিসের সাথে কথা বলে মন খারাপের কারণ জানতে পারে। তাই তাদের টিফিন দেবাশিসের সাথে ভাগ করে খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে দেবাশিস সংকোচবোধ করে। এরপর সে পরিবারের অবস্থা খুলে বলে যে, তার মা খুব অসুস্থ এবং চিকিৎসা করার জন্য টাকা নেই, তাই তার মন খারাপ। মিল্টন ও ডেনিস

দেবাশিসকে বুঝায় ও সান্ত্বনা দেয়। এরপর তারা টিফিন ভাগাভাগি করে খায়। মিল্টন ও ডেনিস ক্লাসের অন্যদের সাথে আলোচনা করে দেবাশিসের মায়ের চিকিৎসার জন্য টাকা সংগ্রহ করে। দেবাশিস তা গ্রহণ করতে রাজি হয় না। পরে সবাই তাকে বুঝিয়ে বলে, 'তুমি তো আমাদের বন্ধু। আর বন্ধুর জন্য বন্ধুরা সাহায্য করতেই পারে!' কৃতজ্ঞতায় দেবাশিসের চোখে জল আসে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানায়।

উপরের গল্পে শিক্ষার্থীরা একে-অপরের সাথে যেভাবে সম্প্রীতি বজায় রেখেছে। আমরাও সামাজিক জীবনে এভাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রেখে চলব।

ক. তোমার জীবনে সম্প্রীতি বজায় রাখতে তুমি কী কী করবে তা নিচের ফাঁকা ঘরে লেখ।

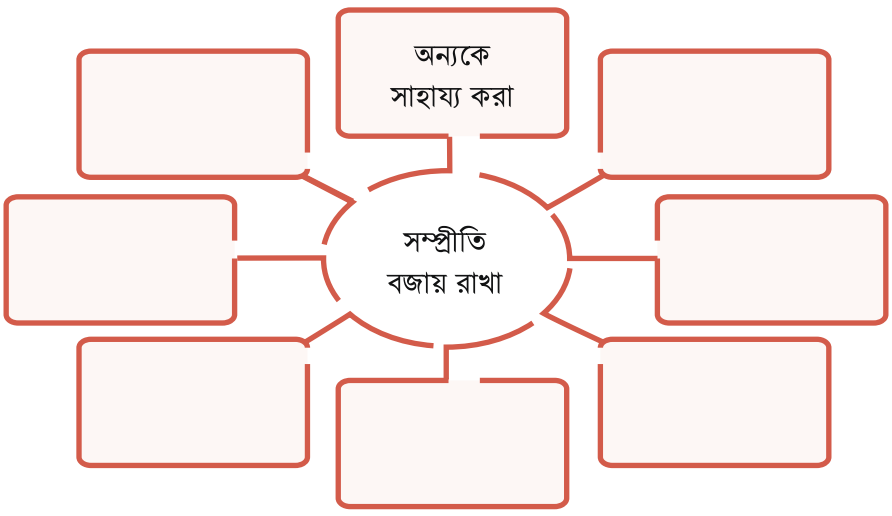

খ. শিশুরা শিশুদের সাহায্য করে, ভালোবাসে, অনুভব করে, সমভাবে গ্রহণ করতে পারে ও মূল্য প্রদান করে— এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একটি ভূমিকাভিনয় করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- সকলের বিপদে এগিয়ে যাওয়া।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ‘ভ্রাতৃপ্রেম যেন তোমাদের মধ্যে গভীর স্নেহবন্ধন গড়ে তোলে’ বলেছেন–

ক. পল খ. পিতর গ. যাকোব ঘ. যোহন

২. দেবাশিসের আর্থিক অবস্থা ছিল–

ক. সচ্ছল খ. অসচ্ছল গ. ধনী ঘ. মধ্যবিত্ত

৩. দেবাশিস বন্ধুদের সাহায্য নিতে চায়নি–

ক. ভয়ে খ. অপমানে গ. সংকোচে ঘ. লজ্জায়

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. অন্যায়ের প্রতিদানে কারো	১. সামাজিক চুক্তি বলা হয়।
২. তোমাদের হৃদয় যেন	২. ক্ষতি কোরো না।
৩. পারস্পরিক সহযোগিতা ও শ্রদ্ধাকে	৩. বিচলিত ও শঙ্কিত না হয়।
	৪. সামাজিক সম্প্রীতি বলে।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি আমারই _____।

২. তোমাদের _____ যেন বিচলিত না হয়।

৩. তোমরা পরস্পর _____ হও।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মিল্টন ও ডেনিস কোন শিক্ষার আলোকে বন্ধুকে সাহায্য করেছে?

২. তোমার বিদ্যালয়ে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তুমি কী করতে পারো।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজে সম্প্রীতি রক্ষা করা প্রয়োজন কেন ব্যাখ্যা করো।

২. সহপাঠীরা কোন শিক্ষার আলোকে দেবাশিসকে সাহায্য করেছিল তা বর্ণনা করো।

অধ্যায়

৪

চতুর্থ অধ্যায়

সাক্রামেন্ত ও ধর্মীয় মূল্যবোধ

সাক্রামেন্ত হলো ঐশ কৃপা লাভের বাহ্যিক চিহ্ন। যীশু খ্রীষ্ট নিজেই সাক্রামেন্ত স্থাপন করেছেন যাতে সকল খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ঐশজীবন লাভ করতে পারে। খ্রীষ্টবিশ্বাস হচ্ছে খ্রীষ্টীয় সংস্কার গ্রহণের পূর্বশর্ত। সাক্রামেন্তসমূহ খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসকে প্রাণবন্ত, শক্তিশালী ও দৃঢ় করে তোলে। সাক্রামেন্ত গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীগণ যীশু খ্রীষ্টের প্রসাদ লাভ করে। সাক্রামেন্তীয় ঐশপ্রসাদ হচ্ছে সেই বিশেষ ঐশপ্রসাদ যা একেক সাক্রামেন্তের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পবিত্র আত্মা দান করেন। খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর পুণ্যফলে সাক্রামেন্তে কৃপা প্রদানের শক্তি এসেছে। সাক্রামেন্তের পুণ্যফল আমাদের আত্মা পবিত্র করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীগণ তাদের বিশ্বাস চর্চা করে। ধর্মীয় মূল্যবোধ বিশ্বাসকে জাগ্রত ও দৃঢ় রাখে।

সাতটি সাক্রামেন্তের প্রতীক

পাঠ: ১

দীক্ষাস্নান

(যোহন ৩:৫, মথি ২৮:১৯)

দীক্ষাস্নান হলো জলের মাধ্যমে বাক্যে নবজীবন প্রাপ্তির সংস্কার, যার মধ্য দিয়ে আমরা খ্রীষ্টকে পরিধান করি। সামগ্রিক খ্রীষ্টিয় জীবনের ভিত্তি, পরম আত্মায় জীবনযাপনের প্রবেশদ্বার এবং অন্য সাক্রামেন্তগুলোর দিকে গমন পথ। ইহা দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা আদিপাপ থেকে মুক্ত হই, খ্রীষ্টের প্রেরণকর্মের সহভাগী হই।

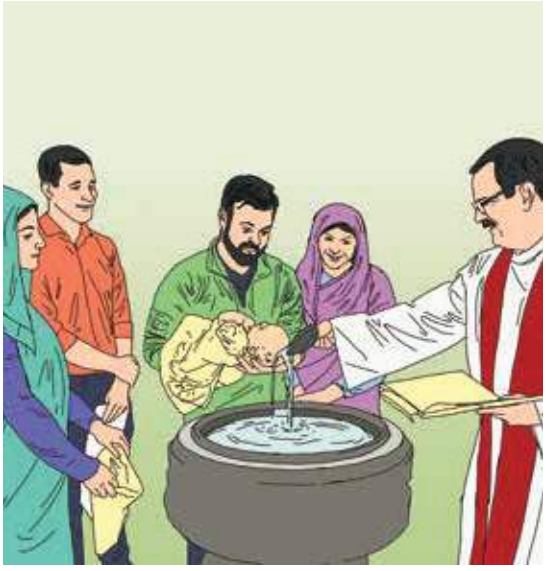

দীক্ষাস্নান

জলে নিমজ্জন করা হলো খ্রীষ্টের মৃত্যুতে দীক্ষাপ্রার্থীর সমাহিত হওয়ার প্রতীক, যে মৃত্যু থেকে তাঁরই সঙ্গে পুনরুত্থানে সে 'এক নতুন সৃষ্টি' হয়ে ওঠে। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীগণ দীক্ষাস্নান দ্বারা নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করে। এ সংস্কারের মধ্য দিয়ে আমরা মণ্ডলীতে প্রবেশ করি।

দীক্ষাস্নানের ফলে ভক্তসকল পাপের ক্ষমা পায়। ব্যক্তিগত সকল পাপের ক্ষমা পায়। পবিত্র ত্রিত্বের জীবনে অংশভাগী হয়ে ঐশ কৃপা লাভ করে। খ্রীষ্ট ও ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। দীক্ষাস্নানের ফলে খ্রীষ্টের যাজকত্বের সহভাগী হয়ে খ্রীষ্টমণ্ডলীর মিলন সংযোগে একতাবদ্ধ হয়। বিশ্বাস, আশা ও প্রেম এত্রিবিধ ঐশগুণে ভূষিত হয়ে পবিত্র আত্মার নানা দিব্যদান লাভ করে। দীক্ষাস্নানের

মধ্য দিয়ে মানুষ ঐশ গুণে চিহ্নিত হয়। দীক্ষাস্নানের সময় বাহ্যিক চিহ্ন হিসেবে বাইবেল, জল, তেল, সাদা-কাপড়, মোমবাতি, প্রার্থনা পুস্তিকা ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

যীশু বলেছেন, 'জল ও আত্মা হতে পুনরায় জন্ম না হলে, কোনো মানুষ ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।'

যীশু তাঁর শিষ্যদের আরও বলেন, 'যাও তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষদের আমার শিষ্য করো; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত করো। তোমাদের যা কিছু আদেশ দিয়েছি, তাদের তা পালন করতে শেখাও।'

ক. দীক্ষাস্নানে/ অবগাহনে কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হয় তা পাশের গাছটিতে উল্লেখ করো।

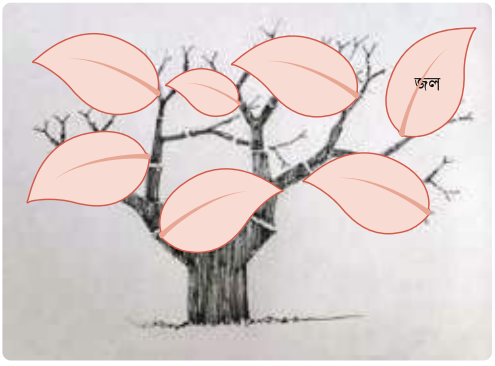

খ. দীক্ষাস্নান/অবগাহন সম্পর্কে তুমি পিতা/মাতার কাছ থেকে কী কী জেনেছো তা লেখ।

১. _____

২. _____

৩. _____

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- দীক্ষাস্নান/অবগাহনে আদিপাপ থেকে মুক্ত হই।
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. কোন সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে আমরা খ্রীষ্টকে পরিধান করি?

ক. দীক্ষাস্নানের খ. খ্রীষ্টপ্রসাদের গ. হস্তার্পণের ঘ. পাপ স্বীকারের

২. 'জল ও আত্মা হতে পুনরায় জন্ম না হলে কোন মানুষ ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না' বলেছেন–

ক. দীক্ষাগুরু যোহন খ. যীশু খ্রীষ্ট গ. পবিত্র আত্মা ঘ. ঈশ্বর

৩. দীক্ষাস্নানের ফলে ভক্তগণ মুক্ত হয়–

ক. লঘুপাপ থেকে খ. গুরুপাপ থেকে গ. আদিপাপ থেকে ঘ. মারাত্মক পাপ থেকে

৪. সাক্রামেন্তের পুণ্যফল আমাদের আত্মাকে–

ক. বিনষ্ট করে খ. অবিশ্বস্ত করে গ. ভুল পথে চালনা করে ঘ. পবিত্র করে

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে	১. বিশ্বাস চর্চা করে।
২. সাক্রামেন্ত হলো	২. জাগ্রত ও দৃঢ় রাখবে।
৩. ধর্মীয় মূল্যবোধ বিশ্বাসকে	৩. খ্রীষ্টীয় সংস্কার গ্রহণের পূর্বশর্ত
৪. খ্রীষ্টবিশ্বাস হচ্ছে	৪. তাকে দীক্ষাস্নাত করো।
	৫. আদিপাপ হতে মুক্ত হয়।
	৬. ঐশ কৃপা লাভের বাহ্যিক চিহ্ন।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. খ্রীষ্ট বিশ্বাসীগণ _____ দ্বারা নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করে।

২. যীশু নিজেই _____ স্থাপন করেছেন।

৩. সাক্রামেন্তের পুণ্যফল আমাদের _____ পবিত্র করে।

৪. 'যাও তোমরা সকল জাতির মানুষদের আমার _____ করো।'

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মণ্ডলীতে প্রবেশের জন্য দীক্ষাস্নান প্রয়োজন কেন?

২. ঐশরাজ্যে প্রবেশের বিষয়ে যীশু কী বলেছেন?

৩. খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণের জন্য তুমি নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করবে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দীক্ষাস্নান গ্রহণের সুফল সম্পর্কে বর্ণনা করো।

২. দীক্ষাস্নান সম্পর্কে তুমি কী জেনেছ তা উল্লেখ করো।

পাঠ: ২

খ্রীষ্টপ্রসাদ

(মথি ২৬:২৬-২৯)

খ্রীষ্টপ্রসাদ/প্রভুর ভোজ হলো যীশুর মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে উদ্ধারপর্ব পালনের সময় তাঁর স্থাপিত এক গুরুত্বপূর্ণ সহভাগিতা ভোজের অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রভুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান এবং ভবিষ্যতে তাঁর মহিমাপূর্ণ দ্বিতীয় আগমন স্মরণ করে থাকি।

এ অনুষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়া যখন চলছে, সেই সময় যীশু হাতে একখানা রুটি নিলেন। তারপর পরমেশ্বরকে স্তুতি-ধন্যবাদ জানিয়ে সেই রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন। তারপর তা শিষ্যদের দিয়ে বললেন, 'নাও, খাও, এ আমার দেহ।' এবার তিনি একটি পানপাত্র নিলেন এবং পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর পাত্রটি শিষ্যদের হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমরা সকলে পান করো। এ যে আমার রক্ত, মহাসন্ধির সেই রক্ত, যা অনেকের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশ্যেই পাতিত হবে। আমি তোমাদের বলে রাখছি, আজ থেকে, যত দিন না আমার পিতার রাজ্যে আমি তোমাদের সঙ্গে এক নতুন দ্রাক্ষারস পান করব, তত দিন এ দ্রাক্ষারস আমি আর স্পর্শই করব না।'

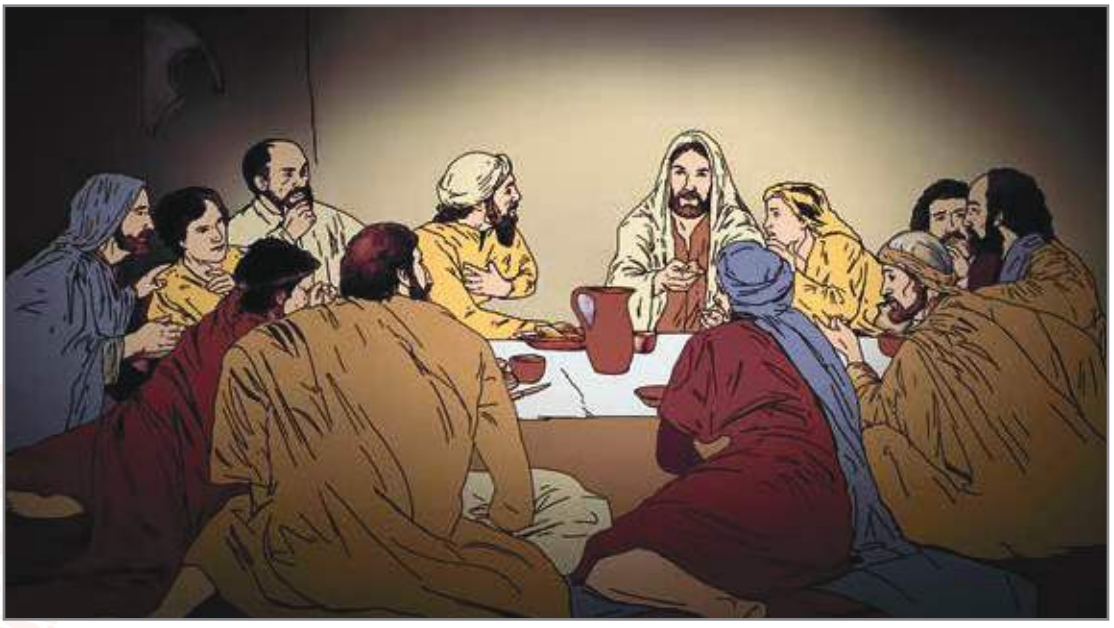

যীশুর শেষ ভোজ

খ্রীষ্টযজ্ঞ হলো যীশুর অন্তিম ভোজ ও ক্রুশে তাঁর আত্মোৎসর্গের স্মরণানুষ্ঠান। প্রতিটি খ্রীষ্টযজ্ঞ সম্পাদনে খ্রীষ্ট উপস্থিত থাকেন। খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাহাত্ম্যে আমরা পরিত্রাণ ও জীবন লাভ করি এবং তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হই। আমরা যখন প্রসাদের আকারে খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি, তখন প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে খ্রীষ্টের সঙ্গে একাত্ম হই। যখন একসঙ্গে সেই রুটি, অর্থাৎ খ্রীষ্টের দেহ গ্রহণ করি, তখন আমরা সকলে আত্মিকভাবে একে-অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উঠি। সেজন্য খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণে খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক দেহ হয়ে ওঠে। কোনো কোনো মণ্ডলী প্রভুর ভোজের রুটি ও দ্রাক্ষারসকে যীশু খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তের প্রতীক হিসেবে মানে। প্রভুরভোজ/খ্রীষ্টপ্রসাদ অনুষ্ঠানে পবিত্রভাবে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। খ্রীষ্ট তাঁর দেহ ও রক্তের দ্বারা আমাদের পবিত্র করে তোলেন।

ক. পানপাত্র/শেষ ভোজের ছবিটি তোমার খাতায় আঁকো।

খ. খ্রীষ্টপ্রসাদ/প্রভুর ভোজের মধ্য দিয়ে কী কী ঐশ অনুগ্রহ লাভ করা যায় তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে লেখ।

১. আত্মিকভাবে একত্রে সংযুক্ত হই।

২. _____

৩. _____

৪. _____

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করে ঐশ অনুগ্রহ লাভ করা যায়।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. খ্রীষ্টপ্রসাদ অনুষ্ঠানে কীভাবে অংশগ্রহণ করব–

ক. পবিত্রভাবে খ. অপবিত্রভাবে গ. হিংসাত্মকভাবে ঘ. পাপপূর্ণ হৃদয়ে

২. প্রতিটি খ্রীষ্টযজ্ঞ সম্পাদনে কার উপস্থিতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ–

ক. পবিত্র আত্মা খ. যীশু খ্রীষ্ট গ. যাজক ঘ. জনগণ

৩. রুটি হাতে নিয়ে যীশু ধন্যবাদ দিলেন–

ক. শিষ্যদের খ. ভোজকর্তাকে গ. পরমেশ্বরকে ঘ. গৃহকর্তাকে

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. প্রভুর ভোজে রুটি ও দ্রাক্ষারস যীশু খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তের প্রতীক।

২. দীক্ষাস্নান প্রভুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান স্মরণ করিয়ে দেয় ।

৩. খ্রীষ্টযজ্ঞ হলো যীশুর অন্তিমভোজ।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. খ্রীষ্টপ্রসাদে আমরা _____ দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি।

২. খ্রীষ্ট তাঁর দেহ ও রক্ত দ্বারা আমাদের _____ করে তোলেন।

৩. যীশু হাতে একখানা _____ নিলেন ।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আমরা যীশুর সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত হতে পারি?

২. খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণে তোমার করণীয় কী?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. খ্রীষ্টপ্রসাদের মাধ্যমে কী কী ঐশ অনুগ্রহ লাভ করা যায় তা উল্লেখ করো।

২. যীশুর অন্তিমভোজের ঘটনাটি সম্পর্কে লেখ।

পাঠ: ৩

বিবাহ ও যাজকবরণ

(মার্ক ১০:২-৯, ১ পিতর ২:৯)

বিবাহ ও যাজকবরণ দুটি সাক্রামেন্ত। খ্রীষ্টধর্ম মতে, একজন নারী ও পুরুষ মণ্ডলীর রীতি অনুসারে খ্রীষ্টকে আত্মায় ও দেহে গ্রহণ করে জীবন পরিচালনা করে তাকে বিবাহ বলে। পরস্পরকে ভালোবেসে একে-অন্যের কাছে আত্মদান করাকে বিবাহ সাক্রামেন্ত বলে।

আদিতে সেই সৃষ্টির সময়ে পরমেশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করেছিলেন। সেজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নতুন এক পবিত্র পরিবার গঠন করে। "অতএব ঈশ্বর যাদের যোগ করে দিয়েছেন , মানুষ তাদের বিচ্ছিন্ন না করুক।"

বিবাহ ও যাজকবরণ

যীশু তাঁর প্রকাশ্য জীবনের শুরুতে একটি পারিবারিক বিবাহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। তিনি কানা/কান্না নগরে গিয়ে যে বিয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, খ্রীষ্টমণ্ডলী এ ঘটনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। খ্রীষ্টমণ্ডলী এ ঘটনাটিকে বিবাহের মঙ্গলময় চিহ্ন হিসেবে গণ্য করে; এ কারণে বিবাহ সংস্কার খ্রীষ্টের উপস্থিতির কার্যকর চিহ্ন।

এবার আমরা যাজকবরণ সম্পর্কে জানব। খ্রীষ্ট নিজেই মহাযাজক। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। যীশু নিজেই তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে প্রেরিতদূত রূপে ১২ জনকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তাদের মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে পাঠিয়েছিলেন। প্রেরিতদূতদের উত্তরাধিকারী হলেন বিশপ। তিনি যাজকদের সহকর্মীরূপে অভিষিক্ত করেন। যাজকদের বিশেষ দায়িত্ব হলো খ্রীষ্টবাণী প্রচার ও বিভিন্ন সংস্কার প্রদান করা।

তোমরা কিন্তু এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক সমাজ, এক পবিত্র জাতি, একান্তভাবে পরমেশ্বরেরই আপন জাতি। তোমরা এজন্যই মনোনীত যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোকে আহ্বান করেছেন, তাঁরই সমস্ত মহাকীর্তির কথা যেন প্রচার করতে পারো।

ক. মণ্ডলীতে যাজক/পালকগণ কী ভূমিকা পালন করে, তার তালিকা পোস্টার পেপারে লেখ।

১. সাক্রামেন্ত প্রদান করেন।

২. _____

৩. _____

৪. _____

খ. তোমার দেখা কোনো বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

১.
২.
৩.
৪.

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- পরমেশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষ তা কখনো বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. যীশু তাঁর শিষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন–

ক. ১০ জনকে খ. ১১ জনকে গ. ১২ জনকে ঘ. ১৩ জনকে

২. প্রেরিত দূতদের উত্তরাধিকারী হলেন–

ক. পোপ খ. বিশপ গ. ফাদার ঘ. ব্রাদার

৩. মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে গঠন করে–

ক. গৃহ খ. পবিত্র পরিবার গ. প্রতিষ্ঠান ঘ. সমাজগৃহ

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বিবাহ ও যাজকবরণ	১. কান্না নগরে।
২. যীশু বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন	২. খ্রীষ্টবাণী প্রচার ও বিভিন্ন সংস্কার প্রদান করা।
৩. যাজকদের বিশেষ দায়িত্ব হলো	৩. খ্রীষ্টের উপস্থিতির কার্যকর চিহ্ন।
৪. বিবাহ সংস্কার	৪. দুটি সাক্রামেন্ত।
	৫. অভিষিক্ত করা।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. একে অন্যের কাছে আত্মদান করাকে _____ বলে।

২. সৃষ্টির সময়ে _____ মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করলেন।

৩. পরমেশ্বর যা যুক্ত করেছেন মানুষ তা _____ করতে পারে না।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যীশু বিবাহ উৎসবে কেন যোগদান করেছিলেন?

২. যীশু খ্রীষ্টকে কেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যস্থতাকারী বলা হয়?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. খ্রীষ্টমন্ডলীতে যাজকগণ কী কী ভূমিকা পালন করেন তা উল্লেখ করো।

২. বিবাহ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে বর্ণনা করো।

পাঠ: ৪

দীক্ষাস্নানের তাৎপর্য

(কলসীয় ২:১২, প্রেরিত ২:৩৮)

যীশুর দীক্ষাস্নান

‘দীক্ষাস্নান/অবগাহনে তোমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছিলে, আবার দীক্ষাস্নানেই তোমরা তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিতও হয়েছ, যেহেতু তোমরা বিশ্বাস রেখেছিলে সেই স্বয়ং ঈশ্বরেরই সক্রিয় শক্তিতে, যিনি খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুলেছেন।’

দীক্ষাস্নানে আদিপাপের কলঙ্ক মুছে দেওয়া হয়, কৃত সকল পাপের ক্ষমা হয় এবং আমরা ঈশ্বরের সন্তান ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর সদস্য হয়ে উঠি। একে অন্যের ভাইবোন হয়ে উঠি। দীক্ষাস্নান সংস্কার গ্রহণ হলো এক নতুন জীবনের আরম্ভ, সেই নবজীবন ঈশ্বরের একটি দান। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন সেই জীবন সফল হয়ে ওঠে। আমরা যদি বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, তবে দীক্ষাস্নানের সময় যে ঐশপ্রসাদ পেয়েছি, তা সক্রিয় থেকে যায় এবং বৃদ্ধি লাভ করে। তাই দীক্ষাস্নান সংস্কার পরিপূর্ণতা পায় আমাদের সেই পবিত্রতা লাভে, যার জন্য আমরা আহূত হয়েছি। এ পবিত্রতা আমাদের অন্তরে ক্রমে ক্রমে মূর্ত হয়ে ওঠে।

যীশু খ্রীষ্টের আসার পথ প্রস্তুত করে তোলার জন্য দীক্ষাগুরু যোহন এক দীক্ষাস্নানের কথা প্রচার করেছিলেন, যে দীক্ষাস্নানে ব্যক্ত হয় মানুষের মনের পরিবর্তন। তিনি ‘জগতের পাপহারী ঐশ মেষশাবক’ বলে যীশুকে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। যীশু জর্ডন/যর্দন নদীতে,

যোহনের হাতে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিলেন। ‘জগতের পরিত্রাণের জন্য মৃত্যুর মধ্যে যিনি অবগাহিত হয়েছেন’, স্বয়ং সেই যীশু পবিত্র আত্মার সংযোগে দীক্ষাস্নান সংস্কারের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে সকল মানুষ ‘জল প্রক্ষালনে ও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় নবজন্ম লাভ করে ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে।’

পঞ্চাশত্তমী পর্বে যিরুশালেমে প্রেরিতদূত পিতর উঠে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে এ কথা বলেন, ‘তোমরা এখন মন ফেরাও এবং পাপের ক্ষমা পাওয়ার জন্য তোমরা প্রত্যেকেই যীশু খ্রীষ্টের নামে দীক্ষাস্নাত হও। তাহলেই তোমরা পাবে সেই ঐশদান, স্বয়ং সেই পবিত্র আত্মাকে।’

ক. কীভাবে নবজন্ম লাভ করতে পারো তা ছকে উল্লেখ করো।

খ. পাঠের আলোকে দীক্ষাগুরু যোহন দীক্ষাস্নান সম্পর্কে যা প্রচার করেছেন তা নিচের ছকে লেখ।

দীক্ষাগুরু যোহন
মনের পরিবর্তন।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- খ্রীষ্টীয় জীবনে দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে নবজন্ম লাভ করা।
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা সন্তান হয়ে উঠি–

ক. পিতার খ. মাতার গ. ঈশ্বরের ঘ. আত্মীয়ের

২. যীশু কার হাতে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিলেন?

ক. দীক্ষাগুরু যোহনের খ. পুরোহিতের গ. সেবকের ঘ. যাকোবের

৩. পঞ্চাশত্তমী পর্বে প্রেরিতদূত পিতর জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন–

ক. বেথলেহেমে খ. যিরুশালেমে গ. জেরিখো নগরে ঘ. প্যালেস্টাইনে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. যীশু _____ সংযোগে দীক্ষাস্নান সংস্কারের ব্যবস্থা করেছেন।

২. খ্রীষ্টকে _____ মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।

৩. পাপের ক্ষমা পাওয়ার জন্য _____ নামে দীক্ষাস্নাত হও।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. যীশু যর্দন নদীতে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিলেন।

২. জগতের পাপহারী হলেন দীক্ষাগুরু যোহন।

৩. দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে নবজন্ম লাভ করা যায় না।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পঞ্চাশত্তমী পর্বে প্রেরিত দূত পিতর জনতার উদ্দেশে কী বলেছিলেন?

২. যীশু খ্রীষ্ট কেন দীক্ষাস্নান সংস্কারের ব্যবস্থা করেছেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দীক্ষাস্নান সংস্কারের মাধ্যমে কীভাবে নবজন্ম লাভ করা যায়?

২. যীশুর দীক্ষাস্নানের ঘটনাটি বর্ণনা করো।

পাঠ: ৫

খ্রীষ্টপ্রসাদের তাৎপর্য

(১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৬)

খ্রীষ্টপ্রসাদ/প্রভুর ভোজ গ্রহণ করে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করি। যার মাধ্যমে আমরা মণ্ডলীর শক্তিশালী সেবক হয়ে উঠি।

রুটি ও দ্রাক্ষারস

পবিত্র বাইবেলে সাধু পল/পৌল বলেছেন যে 'আমি প্রভু যীশুর কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, সে শিক্ষা তোমাদের কাছে সম্প্রদানও করেছি, তা হলো যে রাত্রিতে প্রভু যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, সে রাত্রিতে তিনি হাতে একখানা রুটি নিলেন। তারপর পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন। তারপর তিনি বললেন, 'এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য। তোমরা আমার স্মরণেই এ অনুষ্ঠান করবে।' তেমনিভাবে ভোজনের শেষে তিনি পানপাত্রটিও নিয়ে বললেন, 'এ পাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি। তোমরা আমার স্মরণেই এ অনুষ্ঠান করবে, যতবার এ পাত্র থেকে পান করবে, ততবারই।' বাস্তবিক যতবার তোমরা এ রুটি খাও আর এই পাত্র থেকে পান করো, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যুর কথাই ঘোষণা করো, যত দিন না তিনি আসেন।'

খ্রীষ্টযজ্ঞ হলো যীশুর অন্তিম ভোজ ও ক্রুশে তাঁর আত্মোৎসর্গের স্মরণে অনুষ্ঠান। আমরা যখন প্রসাদের আকারে খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি, তখন আমরা প্রত্যেকে খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হই। যীশু জীবনময় রুটি। এ রুটি যে খায় সে অনন্ত জীবন পায়। তাই বিশুদ্ধ অন্তরে আমরা এ রুটি গ্রহণ করি। যীশু খ্রীষ্টপ্রসাদে অনন্যভাবে বিরাজ করেন। তিনি তাঁর দেহ ও রক্ত, আত্মা ও ঈশ্বরত্ব নিয়ে খ্রীষ্টপ্রসাদের মাঝে বিরাজমান। তাই খ্রীষ্টপ্রসাদে খ্রীষ্ট নিজেই তাঁর মানব ও ঐশ স্বভাবে পরিপূর্ণভাবে বর্তমান থাকেন। খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসেবে আমরাও তা পূর্ণভাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করি। তাই সারা বিশ্বের খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টপ্রসাদে/ প্রভুর ভোজে গুরুত্বের সাথে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ক. খ্রীষ্টপ্রসাদ/প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করতে হলে তোমাদের করণীয় কী তা নিচের বাক্সে উল্লেখ করো।

বিশুদ্ধ অন্তরে খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করা।

খ. সবাই মিলে একসাথে নিচের গানটি গাই–

বাঁধে যে রুটিকা সবারে সবার সনে
আমরা সে রুটিকা করিব আহার
মিলিয়া ভক্তজনে।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- ভক্তিভরা অন্তর নিয়ে খ্রীষ্টপ্রসাদ/প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করতে হয়।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. খ্রীষ্টপ্রসাদ লাভ করে আমরা–

ক. বলবান হই খ. দুর্বল হই গ. মন্ডলীর সেবক হই ঘ. সমাজের সদস্য হই

২. যীশু পানপাত্রটিকে কীসের সাথে তুলনা করেছেন?

ক. যীশুর রক্ত খ. যীশুর দেহ গ. পানীয় ঘ. ফলের রস

৩. প্রভুর ভোজের রুটি যে খায় সে–

ক. পরিতৃপ্ত হয় খ. পাপের ক্ষমা পায় গ. অনন্ত জীবন পায় ঘ. ক্ষুধা মিটে যায়

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যীশু হলেন	১. ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করি।
২. বিশুদ্ধ অন্তরে আমরা	২. অনুষ্ঠান করি।
৩. খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করে আমরা	৩. জীবনময় রুটি।
	৪. এ রুটি গ্রহণ করি।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. যীশু বললেন, এ পাত্র আমার রক্তে স্থাপিত _____।

২. যীশু খ্রীষ্টপ্রসাদে অনন্যভাবে _____ করেন।

৩. তোমরা আমার _____ এ অনুষ্ঠান করবে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যীশুর মানব স্বভাব ও ঐশ স্বভাব সম্পর্কে লেখ।

২. তুমি কীভাবে মন্ডলীর শক্তিশালী সেবক হতে পারো?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করার জন্য কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবে?

২. প্রভুর ভোজের শিক্ষা বর্ণনা করো।

পাঠ: ৬

বাস্তব জীবনে খ্রীষ্টপ্রসাদ

(প্রেরিত ২:৪২-৪৭)

প্রভুর দিন রবিবাসরীয় উপাসনা এবং খ্রীষ্টযাগের মিলনভোজ হচ্ছে মাণ্ডলিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। রবিবার দিন প্রৈরিতিক পরম্পরাগত ঐতিহ্য অনুযায়ী নিস্তার রহস্য উদ্‌যাপিত হয় এবং সর্বজনীন মণ্ডলীতে পবিত্র দিন হিসেবে পালন করা হয়।

পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ আছে, 'প্রেরিত দূতেরা যা কিছু উপদেশ দিতেন, সকলে তা নিষ্ঠার সঙ্গে শুনত; তারা মিলেমিশে জীবনযাপন করত এবং নিয়মিতভাবেই রুটি ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা সভায় যোগ দিত। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা তো সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল, তাদের সবকিছুই ছিল প্রত্যেকের সম্পত্তি। তারা নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে যা পেত, তা প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারেই ভাগ করে দিত। দিনের পর দিন তারা একপ্রাণ হয়ে নিয়মিতভাবেই মন্দিরে যেত এবং তাদের ঘরে রুটি ছেঁড়ার অনুষ্ঠানও করত। তারা আনন্দ ও সরলতার সঙ্গে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করত। নিত্যই পরমেশ্বরের বন্দনা করত, সকলেই তাদের ভালোবাসত।'

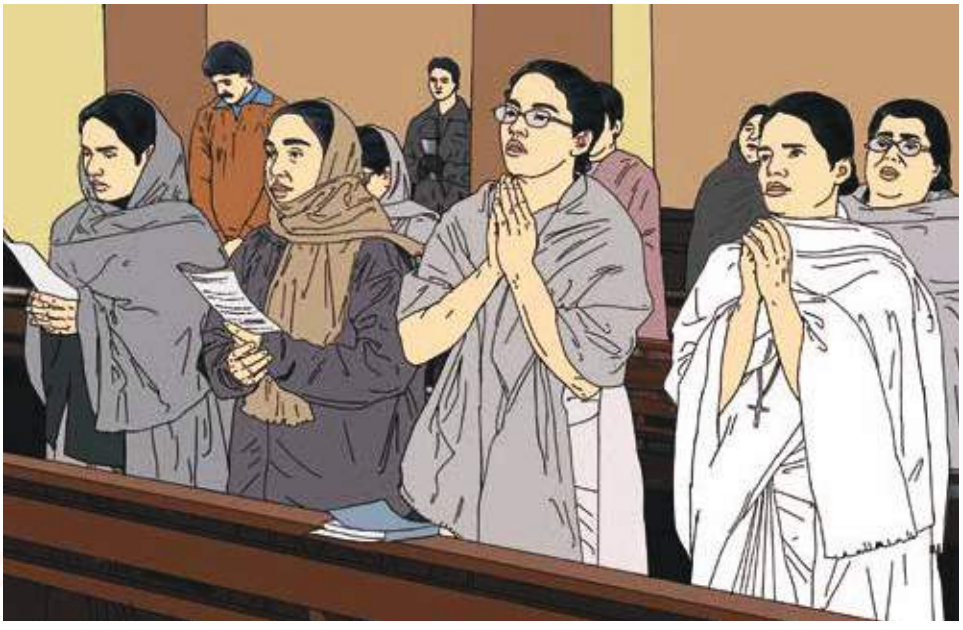

একত্রে খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ

খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসেবে আমরা খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করে থাকি। খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণের ফলে আমরা একই সাথে খ্রীষ্ট ও অন্যান্য খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সঙ্গে একাত্ম হই। যার মাধ্যমে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ও আশীর্বাদ লাভ করি। আমাদের জীবন হয়ে ওঠে নবীকৃত। আমরা প্রভুর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বাণী প্রচারের জন্য শক্তিশালী কর্মী হয়ে উঠি এবং খ্রীষ্টকে সবার মাঝে প্রকাশ করতে সমর্থ হই।

ক. আদিমণ্ডলীতে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা কীভাবে জীবনযাপন করত তা নিচের ছকে লেখ।

একত্রে প্রার্থনা করত।

খ. একসাথে থাকার সুফলগুলো নিচের ছকে লেখ।

১.
২.
৩.
৪.

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- খ্রীষ্টপ্রসাদ আমাদের আত্মিকভাবে শক্তিশালী করে তোলে।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. মন্ডলীতে পবিত্র দিন হিসেবে পালন করা হয়

ক. সোমবার খ. মঙ্গালবার গ. রবিবার ঘ. শনিবার

২. খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা সকলেই ছিল–

ক. ঐক্যবদ্ধ খ. হিংসাত্বক গ. সমাজবদ্ধ ঘ. দ্বন্দ্বে লিপ্ত

৩. খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করে জমা রাখত–

ক. প্রেরিত দূতদের কাছে খ. শাস্ত্রীদের কাছে গ. ফরিসিদের কাছে ঘ. নিজেদের কাছে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসেবে আমরা _____ গ্রহণ করি।

২. তাদের সব কিছু ছিল প্রত্যেকের _____।

৩. আমরা প্রভুর শক্তিতে _____ হয়ে বাণী প্রচার করি।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. প্রেরিত দূতদের উপদেশ সকলেই মনোযোগ দিয়ে শুনত না।

২. খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা একপ্রাণ হয়ে নিয়মিত ভাবে মন্দিরে যেত ।

৩. খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সঙ্গে একাত্ম হই।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসেবে প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ গূরুত্বপুর্ণ কেন?

২. খ্রীষ্টের শিক্ষা কীভাবে তোমার জীবনে প্রয়োগ করবে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আদি মন্ডলীর খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা কীভাবে জীবন যাপন করত তা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

২. শ্রেণিকক্ষে একসাথে থাকার সুফলগুলো লেখ?

পাঠ: ৭

সাক্রামেন্তের তাৎপর্য

সাক্রামেন্তসমূহ

সাক্রামেন্ত হলো যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা মণ্ডলীকে দেওয়া মানব পরিত্রাণের চিহ্ন। সাক্রামেন্তের মাধ্যমে যীশু তাঁর ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে উপস্থিত থাকেন। দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্ত সম্পাদনে আমরা খ্রীষ্টিয় জীবনের শুরুতে যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হই। হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত সম্পাদনে দীক্ষাস্নাত মানুষ পবিত্র আত্মার দান লাভ করে বলবান ও পুণ্যবান হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টপ্রসাদসহ খ্রীষ্টযজ্ঞ সম্পাদনে খ্রীষ্টভক্তরা তাদের প্রভুর জীবনের সহভাগী হয়ে ওঠে এবং এক মিলন সমাজ গড়ে তোলে। পুনর্মিলন সংস্কার সম্পাদনে মানুষ ক্ষমা পায় এবং ঈশ্বর ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়। রোগীলেপন সংস্কার সম্পাদনে অসুস্থ মানুষ দেহমনে শক্তি ও সান্ত্বনা পায়। যাজকবরণ সংস্কার সম্পাদনে ডিকন, যাজক ও ধর্মপালেরা ভক্তমণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ সেবায় নিযুক্ত হন। বিবাহ সংস্কারের মাধ্যমে দম্পতি একে-অন্যের কাছে প্রেম ও বিশ্বস্ততা পালনের প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে। তাদের মধ্যে তখন যে মিলন গড়ে ওঠে, তা খ্রীষ্টের আশ্রিত ভক্তদের মিলনের চিহ্ন হয়ে ওঠে। যাজক এবং মণ্ডলীর পালকদের মাধ্যমে স্বয়ং ঈশ্বর সংস্কারসমূহ দান করেন। তাই সংস্কারের মাধ্যমে যা সম্পাদিত হয়, তা বাস্তব ও বিধিসম্মত। সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে সবাই ঐশপ্রসাদ, স্বয়ং ঈশ্বরের কৃপা লাভ করে। তাই সাক্রামেন্তগুলো খ্রীষ্টভক্তদের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক. সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে কী কী ঐশ অনুগ্রহ লাভ করা যায়, তার একটি তালিকা পোস্টার পেপারে লেখ।

খ. যেকোনো একটি সাক্রামেন্ত সম্পাদনের পদ্ধতি ভূমিকাভিনয় করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- সাক্রামেন্তের মাধ্যমে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করা যায়।
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. কিসের মাধ্যমে যীশু তাঁর ভক্তমন্ডলীর সঙ্গে উপস্থিত থাকেন?

ক. প্রার্থনার খ. সাক্রামেন্তের গ. উপবাসের ঘ. দানের

২. কোন সাক্রামেন্তে আমরা পবিত্র আত্মাকে পেয়ে থাকি?

ক. দীক্ষাস্নান খ. পাপ স্বীকার গ. খ্রীষ্টপ্রসাদ ঘ. হস্তার্পণ

৩. রোগীলেপন সংস্কারের মাধ্যমে অসুস্থ মানুষ–

ক. দুর্বল হয়ে পড়ে খ. দেহমনে শক্তি ও সান্ত্বনা পায় গ. মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় ঘ. কোনো পরিবর্তন হয় না

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সংস্কারের মাধ্যমে যা সম্পাদিত হয়	১. ঐশপ্রসাদ লাভ করে।
২. সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে সবাই	২. পুণ্যবান হয়ে ওঠে।
৩. সাক্রামেন্ত হলো	৩. তা বাস্তব ও বিধিসম্মত।
	৪. মানব পরিত্রাণের চিহ্ন।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. বিবাহ সংস্কারে দম্পতি প্রেম ও বিশ্বস্ততা পালনের _____ ব্যক্ত করে।

২. যাজকবরণ সংস্কারে যাজকগণ ভক্ত মন্ডলীর _____ নিযুক্ত হন।

৩. দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্ত গ্রহণের ফলে _____ অন্তর্ভুক্ত হই।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সংস্কারসমূহ প্রদান করার জন্য পালকের প্রয়োজন কেন?

২. সাক্রামেন্তগুলো কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

৩. সংস্কারসমূহ বাস্তব ও বিধিসম্মত কেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সাক্রামেন্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে কী কী ঐশ অনুগ্রহ লাভ করা যায় সে সম্পর্কে লেখ?

২. সাক্রামেন্তগুলো খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য গুরুত্বপুর্ণ–ব্যাখ্যা করো।

পাঠ: ৮

সাক্রামেন্ত ও সামাজিক সম্প্রীতি

সাক্রামেন্ত ও সামাজিক সম্প্রীতি

যেখানে খ্রীষ্টের মঙ্গলবাণী প্রচারিত হয়, সেখানে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের দ্বারা স্থানীয় ভক্তমণ্ডলী গড়ে ওঠে। সেই মণ্ডলীর সদস্যরা প্রভুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, যেমন আঙ্গুর গাছের সঙ্গে শাখা-প্রশাখা সংযুক্ত থাকে। খ্রীষ্ট তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে, তাদেরই সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করে থাকেন। খ্রীষ্টমণ্ডলী যে পুণ্য কাজগুলো সাধন করেন, সেই সব কাজ হলো খ্রীষ্টের ত্রাণদায়ী কাজগুলোর পুনরাবৃত্তি। সেই পুণ্য কাজগুলো হলো সাতটি সাক্রামেন্ত। খ্রীষ্ট চেয়েছেন, তাঁর ভক্তমণ্ডলী সকল মানুষের জন্য তাঁর উপস্থিতি মূর্ত করে তুলবে; তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সংস্কারগুলো সম্পাদন করবে। এভাবে প্রকাশ পাবে ঈশ্বর সকলকে ভালবাসেন। তিনি চান সকলে যেন পরিত্রাণ লাভ করে। খ্রীষ্টমণ্ডলী হলো অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রেম ও উপস্থিতির চিহ্ন। সেজন্য তাকে বলা হয় 'মানব পরিত্রাণের সংস্কার।' মণ্ডলীর মাধ্যমে সংস্কারসমূহ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের প্রদান করা হয়।

পৃথিবীতে মানুষ পরিবার ও সমাজ থেকে আলাদা হয়ে একাকী বসবাস করতে পারে না। যেগুলো পালন করে চললে সমাজে সুখ ও শান্তির এক মিলন বন্ধন গড়ে উঠবে। আমরা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করি। সমাজই আমাদের জীবনের প্রথম বিচরণক্ষেত্র। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও অন্য বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে থাকি। এভাবে সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। সাক্রামেন্তগুলো খ্রীষ্টিয় সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জনগণের উপস্থিতিতে প্রত্যেক সাক্রামেন্ত সম্পন্ন হয়। ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক ও আচরণ যত উন্নত হবে, সমাজ তত শান্তিময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে। সকল মানুষের মধ্যে গড়ে উঠবে সম্প্রীতির বন্ধন।

ক. তোমার বন্ধুদের উপস্থিতিতে কোন কোন সাক্রামেন্ত সম্পাদন হয়েছে তা লেখ।

খ. সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য সাক্রামেন্তের ভূমিকা কী তা নিচের ছকে লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- সাক্রামেন্ত সামাজিক সম্প্রীতি বাড়ায়।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ঈশ্বর চান, সকলে যেন লাভ করে–

ক. টাকাপয়সা খ. ধনসম্পদ গ. বাড়ি-গাড়ি ঘ. পরিত্রাণ

২. সাক্রামেন্তগুলো সামাজিক সম্প্রীতি–

ক. কমায় খ. বাড়ায় গ. কোনো ভূমিকা রাখে না ঘ. একই থাকে

৩. ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক ও আচরণ যত উন্নত হবে, সমাজ তত–

ক. ধ্বংসের দিকে যাবে খ. কিছুই হবে না গ. শান্তিময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে ঘ. অশান্তি দেখা দেবে

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. খ্রীষ্টমন্ডলী হলো	১. খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের প্রদান করা হয়।
২. মন্ডলীর মাধ্যমে সংস্কারসমূহ	২. প্রথম বিচরণ ক্ষেত্র।
৩. সমাজই আমাদের জীবনের	৩. অদৃশ্য ঈশ্বরের উপস্থিতির চিহ্ন।
	৪. সমাজ গঠনের ভিত্তি।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের দ্বারা গঠিত মন্ডলীর সদস্যরা প্রভুর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

২. খ্রীষ্টিয় সমাজ গঠনে সাক্রামেন্ডগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না।

৩. মানুষ একাকী বসবাস করতে পারে না।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কীভাবে সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে?

২. সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান উপায় কী?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বিদ্যালয়ে সাক্রামেন্তীয় শিক্ষাসমূহ কীভাবে বাস্তবায়িত করবে বর্ণনা করো।

২. সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় ধর্মীয় সাক্রামেন্তগুলো কী কী ভূমিকা রাখে বলে তুমি মনে করো?

পাঠ: ৯

সাক্রামেন্তীয় বিশ্বাসে জীবনযাপন

(যোহন ১:১৬-১৭)

‘সত্যিই তো আমরা সকলে তাঁর সেই পূর্ণতা থেকে লাভবান হয়েছি, লাভ করেছি অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ। মোশীর হাত দিয়ে তো দেওয়া হয়েছিল সেই বিধান কিন্তু সেই অনুগ্রহ এবং সত্য নেমে এসেছে স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টেরই দ্বারা।’ আর এভাবেই প্রভু যীশু নব বিধানের সাতটি সংস্কার প্রবর্তন করেছেন। যেমন– দীক্ষাস্নান, হস্তার্পণ, খ্রীষ্টপ্রসাদ, পুনর্মিলন, রোগীলেপন, যাজকবরণ ও বিবাহ সংস্কার। সংস্কার বা সাক্রামেন্ত হলো খ্রীষ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ঐশপ্রসাদ-সঞ্চারী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও কার্যকর চিহ্ন। যীশু খ্রীষ্ট সেগুলোকে তাঁর মণ্ডলীর হাতে ন্যস্ত করেছেন যাতে সেগুলোর মাধ্যমে ঐশ জীবন আমাদের দেওয়া হয়। এই সাতটি সংস্কার খ্রীষ্টভক্তদের জীবনের সকল পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো স্পর্শ করে।

প্রার্থনারত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীগণ

খ্রীষ্টভক্তদের ধর্মীয় জীবনের জন্মদান, বৃদ্ধি সাধন, নিরাময়ের জন্য বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত করে। তাই দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের পর্যায়গুলোর মধ্যে একটি বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। খ্রীষ্টমণ্ডলী সংস্কারগুলো সম্পাদন করে, ঈশ্বরের আপনজন হয়ে ওঠে ও মানব-পরিত্রাণের বিষয়ে কথা বলে। সংস্কারগুলো হলো কার্যকর ঐশকৃপার চিহ্ন। এ পর্যায়ে কার্যকারিতার গুণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি।

খ্রীষ্টমণ্ডলী সামাজিক জীবনের চিহ্নগুলো বাতিল না করে তা পরিশুদ্ধ করে ও সাক্রামেন্তসমূহকে নিজের করে নেয়। খ্রীষ্টভক্তেরা খ্রীষ্টের উপস্থিতিতে সাক্রামেন্তীয় বিশ্বাসে জীবনযাপন করে।

ক. নিচের গানটি অথবা অন্য কোনো সাক্রামেন্তের গান একসঙ্গে গাও।

আমরা ছোটো শিশু যীশুর কাছে যাই

প্রভু যীশু ভালোবাসেন জানি সর্বদাই

সাক্রামেন্ত সাক্রামেন্ত পূজা করি

সাক্রামেন্তে যীশু আছেন বিশ্বাস করি।

খ. দৈনন্দিন জীবনে সাক্রামেন্তীয় শিক্ষা কীভাবে বাস্তবায়ন করবে পোস্টার পেপারে তা উল্লেখ করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- সাক্রামেন্তে যীশু উপস্থিত থাকেন।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. প্রভু যীশু নববিধানের কতটি সংস্কার প্রবর্তন করেছেন?

ক. ৫টি খ. ৬টি গ. ৭টি ঘ. ৮টি

২. প্রভুরভোজে উপস্থিত থাকেন–

ক. যীশু খ. পুরোহিত গ. জনগণ ঘ. সেবক

৩. সংস্কারসমূহ গ্রহণের মধ্যদিয়ে হয়ে উঠি?

ক. পিতামাতার সন্তান খ. ঈশ্বরের সন্তান গ. আব্রাহামের সন্তান ঘ. ধর্ম পিতামাতার সন্তান

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. সংস্কারগুলো আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২. সংস্কার গ্রহণ করে ঈশ্বরের আপনজন হওয়া যায় না।

৩. প্রভু যীশু আমাদের সর্বদাই ভালোবাসেন।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. সংস্কারগুলো হলো কার্যকর _____ চিহ্ন।

২. প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে _____ আছে।

৩. খ্রীষ্টভক্তেরা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে _____ করে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সাক্রামেন্ত গুলোর নাম লেখ।

২. সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে আমরা কীভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করি?

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. প্রভুর ভোজে যীশু আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন– ব্যাখ্যা করো।

২. খ্রীষ্টীয় জীবনে সাতটি সাক্রামেন্ত কে গুরুত্বপূর্ণ?

অধ্যায়

৫

পঞ্চম অধ্যায়

ঈশ্বর সৃষ্ট পৃথিবী আমাদের আবাসভূমি

আমাদের আবাসভূমি

মানুষ সৌন্দর্যের পূজারি বলে স্বাভাবিকভাবে যা কিছু সুন্দর ও মঙ্গলজনক তা পছন্দ করে। ঈশ্বর তা বুঝেই মানুষের উপযোগী ও উপভোগ্য করে আমাদের এই আবাসভূমি পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। তিনি মানুষের খাদ্য হিসেবে গৃহপালিত পশুপাখি, ফলের গাছ, গুল্মজাতীয় শাকসবজি, স্থল ও জলজ জীব সৃষ্টি করলেন। মানসিক তৃপ্তির জন্য পাহাড়-পর্বত, স্থলে ও জলে বাসকারী সুন্দর প্রাণিকুল, দৃশ্যময় গ্রহ-তারা, রংবেরঙের পশু-পাখি সৃষ্টি করলেন। রোগ নিরাময়ের জন্য তিনি অনেক ভেষজ গাছপালাও তৈরি করলেন। পাশা পাশি প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তিনি মানুষকে এ সকলের তত্ত্বাবধান ও প্রতিপালনের দায়িত্ব দিলেন। কিন্তু মানুষ নিষিদ্ধ ফল খেয়ে পাপ করল। আর এ পাপ স্বভাবের কারণে মানুষ স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থপর হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে চরম আচরণ করতে শুরু করল। ফলে এ সুন্দর পৃথিবী দিনে দিনে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। আজ কেবল প্রকৃতিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না; বরং আমরাও প্রকৃতির প্রতিশোধের শিকার হচ্ছি এবং মহাঝুঁকির মধ্যে আছি। তাই এখনই যদি মানব সমাজ সচেতন না হয় ও তার দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে আমরা প্রত্যেকেই চরম পরিস্থিতির শিকার হবো। সেজন্য আমাদের আত্মসংযমী ও ঈশ্বরের বাধ্য হতে হবে। আমরা তাঁর দেওয়া দায়িত্ব পালন করে এই বিশ্ব-প্রকৃতির যত্ন ও প্রতিপালনে সচেতন হবো। তাহলেই বিশ্ব-প্রকৃতি রক্ষা পাবে এবং আমরাও আবাসভূমি এ পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারব।

পাঠ: ১

পৃথিবী আমাদের আবাসভূমি

(গীতসংহিতা ৬৫:৯-১৩, আদিপুস্তক ১:২৮-৩০)

ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবী আমাদের আবাসভূমি। মা-বাবা আমাদের জন্য যেমন জায়গা-জমি, সুন্দর ঘর-বাড়ি, জামা-কাপড় ও খাবারের ব্যবস্থা করেন, তেমনি ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টির আগেই এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবার প্রয়োজনে গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, আলো-বাতাস, পশু-পাখি, নদ-নদী, ফসলাদি ও রোগ নিরাময়কারী ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের ভালোবেসেই এ সমস্ত সৃষ্টি করেছেন। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্ট বস্তু বা প্রাণীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের প্রয়োজনে আসে। কারণ, ঈশ্বর অহেতুক কোনো কিছুই সৃষ্টি করেননি। যে জল-বাতাস, ফলমূল, শাকসবজি, ফসলাদি, মাছ-মাংস আমরা খেয়ে বেঁচে থাকি, তা তাঁরই দান। তাঁর সৃষ্ট সূর্যের আলো ও সাগরের জল, গাছের ফল-ফলাদি, শাকসবজি, মাঠের ফসলাদি ফলাতে সাহায্য করে। পাহাড়পর্বত, ঝর্ণা, আকাশের তারা, সাগরের রংবেরঙের মাছ ও জলজ প্রাণী আমাদের মানসিক তৃপ্তি দেয়। আবার এ সৃষ্টির কিছু উপাদানকে ব্যবহার করে মানুষ তার পরিবেশকে আরও বাস-উপযোগী করে সাজায়। যেমন: ঘর-বাড়ি, স্কুল-কলেজ, বিনোদন কেন্দ্র ও যানবাহন ইত্যাদি। সত্যিই আমাদের ঈশ্বর মহান ও প্রেমময় পিতা!

বিশ্বপ্রকৃতি

ক. শ্রেণিকক্ষের চারপাশে ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করে যা দেখেছ তা খালি ঘরে লেখ।

খ. ঈশ্বরের সৃষ্ট গাছের উপকারিতা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ খাতায় লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ দেওয়া।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ঈশ্বর ভালোবেসে মানুষের জন্য কী সৃষ্টি করেন?

ক. পৃথিবী খ. স্বর্গদূত গ. ঘর-বাড়ি ঘ. স্বর্গ

২. ঈশ্বর রোগ নিরাময়ের জন্য সৃষ্টি করলেন–

ক. ফলমূল খ. গাছপালা গ. বিশেষ প্রাণী ঘ. ঔষধ

৩. তুমি আবাসভূমিকে কীভাবে আরও সুন্দর করতে পারো?

ক. সৃষ্ট বস্তুকে ব্যবহার করে খ. গাছপালা কেটে উজাড় করে গ. ঘর-বাড়ি না বানিয়ে ঘ. প্রকৃতির উপর নির্ভর করে

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবী আমাদের	১. ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করেন।
২. মা-বাবা আমাদের জন্য	২. স্বামী।
৩. পাহাড়-পর্বত ও ঝর্ণা আমাদের	৩. পিতা।
৪. সত্যিই ঈশ্বর আমাদের প্রেমময়	৪. মানসিক তৃপ্তি দেয়।
	৫. আনন্দ দেয়।
	৬. আবাসভূমি।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. বিনোদন কেন্দ্র পরিবেশকে আরও বাস-উপযোগী করে তোলে।

২. সাগরের রংবেরঙের মাছ ও জলজ প্রাণী আমাদের মানসিক তৃপ্তি দেয়।

৩. পৃথিবী যুগান্তরব্যাপী বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মা-বাবা তোমার জন্য যা করেন তার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

২. ঈশ্বর কেন আগে মানুষ সৃষ্টি না করে অন্যকিছু সৃষ্টি করলেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. তুমি কীভাবে তোমার আবাসভূমিকে আরও দৃষ্টিনন্দন করবে?

২. কীভাবে সকল সৃষ্টিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের প্রয়োজনে আসে?

পাঠ: ২

আবাসভূমির যত্ন

(আদি ১:২৮-৩০)

আমরা আগেই জেনেছি যে, বিশ্ব প্রকৃতিতে যা কিছু আছে, তা সবকিছু মহান ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। এ বিশ্বপ্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিটি উপাদান জীবনধারণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দরকার। এজন্যই ঈশ্বর আবাসভূমি পৃথিবীর উপর মানুষকে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেককে প্রকৃতি ও পরিবেশবান্ধব হতে হবে। আমাদের আবাসভূমিকে সুন্দর ও বাসোপযোগী রাখার জন্য তাঁর সৃষ্টির সকল কিছুকে যত্ন ও লালন করব।

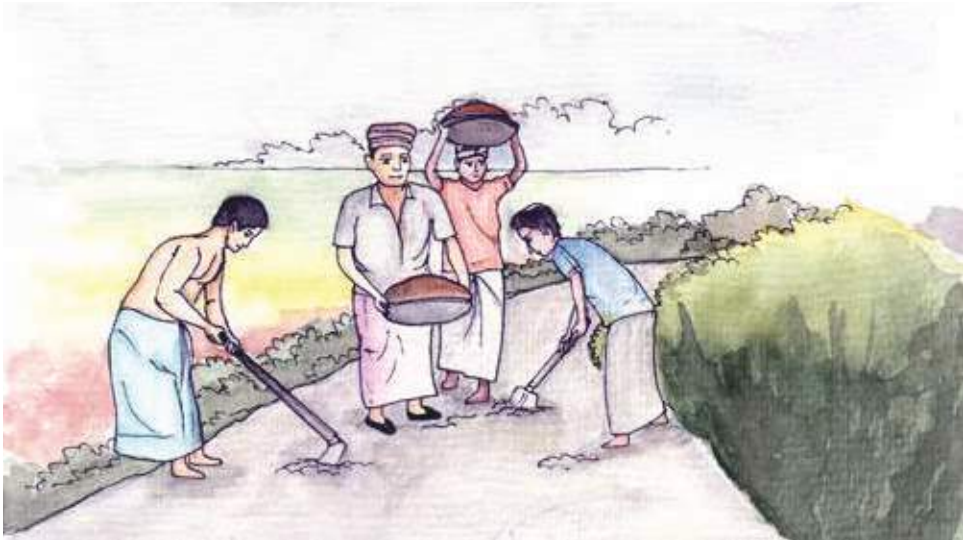

রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে

মনোরম পরিবেশে মন উৎফুল্ল থাকে। ঘরবাড়ির আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মন ভালো থাকে আর মন ভালো থাকলে আমাদের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ও প্রাঙ্গণ পরিপাটি ও মনোরম থাকলে বিদ্যালয়ে আসার আগ্রহ বাড়ে, পড়াশোনায়ও মন বসে। তেমনি আমাদের এই আবাসভূমি পৃথিবী যদি সুন্দর থাকে, জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগতের মধ্যে যদি ভারসাম্য বজায় থাকে, তাহলে আমরা শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করতে পারি। এজন্য সকল মানুষের দায়িত্ব হলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিবেশকে যথাযথ যত্ন করা। একটি বড়ো গাছ

কাটলে বিনিময়ে আরও কয়েকটি গাছ লাগানো প্রয়োজন। প্রাণিকুলকে শুধু ভোগের জন্য বিনাশ না করে বরং একটির জায়গায় আরও কয়েকটি প্রাণীর বিস্তার নিশ্চিত করতে হবে। পুকুর, জলাশয়, নদী-নালা পরিষ্কার ও সংস্কার করা প্রয়োজন। কখনোই পরিবেশ দূষণ করা উচিত নয়। বাড়ি ও বিদ্যালয়ের কোথাও পলিথিন, বাদামের খোসা, চিপসের প্যাকেট পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে ডাস্টবিনে বা ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট স্থানে রাখা উচিত। বর্জ্য ও মল পুকুর বা নদীতে না ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখা ভালো। আমরা আবাসভূমির সকল সৃষ্টির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যত্নশীল হবো। নতুবা আমরা একদিন মহাবিপদের মধ্যে পড়ব।

ক. আবাসভূমির যত্ন করতে তুমি যেসব কাজ করো তা নিচের ফাঁকা ঘরে লেখ।

নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলব

খ. তোমার নিজস্ব পরিবেশ বিদ্যালয়, বাসা/বাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তুমি যেসব কাজ করতে পারো তা নিচের খালি ঘরে লেখ।

ঘর গোছানো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- আবাসভূমি পৃথিবীর যত্ন ও লালন-পালন করা।
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. পৃথিবীর প্রতিনিধি হিসেবে ঈশ্বর কাকে দায়িত্ব দিয়েছেন?

ক. স্বর্গদূতকে খ. মানুষকে গ. যাজককে ঘ. কাউকে না

২. মনোরম পরিবেশ বজায় রাখার জন্য তুমি কী করবে?

ক. যত্ন নেব খ. নোংরা করব গ. আবর্জনা বাইরে ফেলব ঘ. কিছুই করব না

৩. আবাসভূমি সুন্দর হলে মন কেমন হয়?

ক. প্রফুল্ল খ. গম্ভীর গ. মেজাজী ঘ. শান্ত

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে	১. পড়াশোনায় মন বসে।
২. শ্রেণিকক্ষ পরিপাটি থাকলে	২. বাইরে ফেলব।
৩. জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগতের ভারসাম্য বজায় থাকলে	৩. অসুস্থ হই।
৪. বর্জ্য ও মল মাটিতে	৪. পুঁতে রাখা ভালো।
	৫. আমরা নিরাপদ থাকি।
	৬. মন ভালো থাকে।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. সৃষ্টির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য _____ হবো।

২. কখনোই পরিবেশ _____ করা উচিত নয়।

৩. প্রাণিকুলকে শুধু _____ জন্য বিনাশ করা ঠিক না।

৪. সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য _____ পরিবেশ দরকার।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. একটি গাছ কাটলে আর একটি গাছ লাগানো কেন প্রয়োজন?

২. বাস-উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আমাদের করণীয় কী?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. তুমি কীভাবে তোমার পরিবেশের যত্ন নেবে?

২. বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর রাখতে তোমার করণীয় উল্লেখ করো।

পাঠ: ৩

আবাসভূমি বিপর্যয়ের কারণ

(লুক ২১:১০-১১, দ্বি.বি: ১১:১৭, গণনা ১৬:৩০-৩৪)

ঈশ্বর অনেক সুন্দরভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরিবেশকে যত্ন ও সুরক্ষা করার জন্য মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন। পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখতে পাই, যখন মানুষ ঈশ্বরকে ভুলে বিপথে যায়, তখন তিনি রুষ্ট হন, আকাশ রুদ্ধ করেন যাতে বৃষ্টি না হয় এবং ভূমিতে ফসল না জন্মে। পাপের কারণেই ঈশ্বর শাস্তিস্বরূপ ভূমি বিদীর্ণ করে দুষ্টদের বিনাশ করেন। শেষকালে জাতির বিপক্ষে জাতি, রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি হবে। সাম্প্রতিককালে নানা রকম মহামারি, পরিবেশ প্রকৃতির বিপর্যয় ও জলবায়ুর পরিবর্তন মানব জাতির অধর্মেরই ফল।

ইটভাটার ধোঁয়াযুক্ত পরিবেশ

মানুষ ক্রমান্বয়ে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, লোভী, হিংসাপরায়ণ হয়ে পড়ছে। যেখানে-সেখানে অসচেতনভাবে মলমূত্র ত্যাগ, কফ-থুথু ফেলা, ফলমূলের খোসা, পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি ফেলে জলাবদ্ধতা তৈরি করছে। পশুর বর্জ্য, মৃত পশুপাখি ও রান্নার উচ্ছিষ্ট অপরিকল্পিতভাবে ফেলছে। উচ্চ স্বরে মাইক বাজিয়ে গান শুনে ও হর্ন বাজিয়ে শব্দদূষণের মাধ্যমে আমাদের শ্রবণশক্তিকে কমিয়ে দিচ্ছে। শব্দদূষণের মাধ্যমে রক্তচাপ বাড়িয়ে মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে। ইটভাটার ধোঁয়া বায়ুদূষণ, চারপাশের গাছপালা ও ফসলাদির ক্ষতি করছে। বন উজাড় করে আসবাবপত্র, বসতবাড়ি ও ফসল ফলানোর জমি তৈরি করছে। এতে বাতাসে অক্সিজেন ভীষণভাবে কমে যাচ্ছে, ফলে মানুষ ও প্রাণিকুল হুমকির মধ্যে পড়ছে। পরিবেশ তার ভারসাম্য হারাচ্ছে বলেই আমরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছি।

ক. কী কারণে ঈশ্বরের সৃষ্ট আবাসভূমির বিপর্যয় ঘটছে তা নিচের ছকে লেখ।

১. অযথা গাছপালা কেটে।
২.
৩.
৪.

খ. তোমার চারপাশের পরিবেশের বিপর্যয় ঘটালে ঈশ্বর যেসব শাস্তি দেবেন তা খাতায় লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- আবাসভূমি বাস-উপযোগী ও সুরক্ষিত রাখা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ঈশ্বর কখন মানুষের প্রতি রুষ্ট হন?

ক. ঈশ্বরকে ভুলে গেলে | খ. ঈশ্বরের আরাধনা না করলে | গ. স্বেচ্ছাচারী হলে | ঘ. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলে

২. ঈশ্বর ভূমি বিদীর্ণ করে দুষ্টদের বিনাশ করার কারণ কী?

ক. ঈশ্বর ন্যায় বিচারক | খ. মানুষের পাপ | গ. ঈশ্বর সর্বশক্তিমান | ঘ. মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা

৩. সাম্প্রতিক মহামারি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ–

ক. মানুষের অধর্ম | খ. বিজ্ঞানের উদ্ভব | গ. মানুষের আত্মপ্রেম | ঘ. মানুষের উদাসীনতা

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বাতাসে অক্সিজেন কমায়	১. শ্রবণশক্তি লোপ হয়।
২. শব্দদূষণে	২. মনোরোগ হয়।
৩. অসচেতনভাবে পলিথিন ব্যাগ ফেলায়	৩. জলাবদ্ধতা তৈরি হয়।
৪. উচ্চস্বরে মাইক ও হর্ন বাজালে	৪. পরিবেশের বিপর্যয় হয়।
	৫. রক্তচাপ বাড়ে।
	৬. প্রাণিকুল হুমকিতে আছে।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. পরিবেশ বিপর্যয়ের কোন ভয় নেই, কারণ ঈশ্বর আছেন।
২. মানুষ বৃক্ষনিধন করে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করছে।
৩. আজকাল মানুষ পরোপকারী, স্বার্থহীন ও মানবিক হয়ে উঠছে।
৪. বাইবেল অনুসারে, বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কোনো হাত নেই।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঈশ্বর পরিবেশের যত্ন ও সুরক্ষার জন্য মানুষকে কেন দায়িত্ব দিয়েছেন?
২. আবাসভূমি বিপর্যয় রোধে তুমি যা যা করতে পারো তার দুটি উপায় লেখ।
৩. ইটভাটার ধোঁয়ায় ফসলের কী ক্ষতি করে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাইবেল অনুসারে পরিবেশদূষণে মানুষ দায়ী তা বুঝিয়ে লেখ।
২. পরিবেশের যত্ন ও সুরক্ষার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে ঈশ্বর কীভাবে শাস্তি দেন?

পাঠ: ৪

আবাসভূমি সুরক্ষায় করণীয়

(আদিপুস্তক ১:২৮-৩০, ২ বংশা ৭:১৩-১৪)

ঈশ্বর আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন যেন আমরা আবাসভূমির পরিবেশকে যত্ন ও সুরক্ষা করি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ঈশ্বরের এমন সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকার পরও পরিবেশ দিন দিন বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছে। তবে একটি উপায় হলো ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা। ঈশ্বর বলেন– 'আমি যদি আকাশ রুদ্ধ করি, আর বৃষ্টি না হয় কিংবা দেশ বিনষ্ট করতে পঙ্গপালদের আদেশ করি অথবা প্রজাদের মধ্যে মহামারি প্রেরণ করি; তখন আমার প্রজারা যাদের উপরে আমার নাম প্রশংসিত হয়েছে, তারা যদি নম্র হয়ে প্রার্থনা করে ও আমাকে অন্বেষণ করে এবং নিজেদের মন্দ পথ হতে ফিরে আসে, তবে আমি স্বর্গ হতে তা শুনব। তাদের পাপ ক্ষমা করব ও তাদের দেশ রক্ষা করব।' এটি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা। তাই পাপের পথ থেকে অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরমুখী হতে হবে। আমাদের পরিবেশবান্ধব ও প্রকৃতিপ্রেমী হতে হবে। যদি ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন নিই, প্রতিপালন করি ও সুরক্ষা করি, তাহলে আমরা বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচব ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুন্দর আবাসভূমি উপহার দিতে পারব।

এসো আমরা গল্প পড়ি

প্যাট্রিক একটি মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। তার প্রথম দিন থেকেই স্কুলের পরিবেশ খুব পছন্দ হয়েছে। একদিন প্যাট্রিক স্কুলে কলার খোসাটি মাঠে ফেলে। তার এক সহপাঠী তা দেখে কাউকে কিছু না বলে কলার খোসাটি তুলে ডাস্টবিনে ফেলে। প্যাট্রিক তা দেখে খুবই লজ্জিত হয়। এরপর সে আর কোনোদিন এ ধরনের কাজ করেনি। সে অনুপ্রাণিত হয়ে তার বাড়িটিও পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখার বিষয়ে তৎপর হয়। কিছুদিনের মধ্যেই প্যাট্রিকের বাড়িটি একটি গোছানো, পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন বাড়িতে পরিণত হয়। পরিবারের প্রত্যেকেই খুব খুশি হয়। পাড়া-প্রতিবেশীরাও বিষয়টি জানতে পেরে প্যাট্রিককে অনুসরণ করে। কিছুদিনের মধ্যেই প্যাট্রিকদের

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ

গ্রামটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় আদর্শ গ্রাম বলে পরিচিতি লাভ করে।

ক. প্যাট্রিকের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পরিবেশ সুরক্ষায় তুমি কী করতে পারো তার একটি তালিকা তৈরি করো।

১. বাড়ীর পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখব।
২.
৩.
৪.

খ. আবাসভূমির জন্য ক্ষতিকর এমন কোন কোন জিনিস ব্যবহার করা থেকে তুমি বিরত থাকবে তা নিচের ফাঁকা ঘরে লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- আবাসভূমি সুরক্ষায় পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ঈশ্বর কী ধরনের প্রার্থনা শোনেন?

ক. নম্রতার খ. উচ্চ স্বরের গ. মনে মনে ঘ. অনুতাপের

২. প্যাট্রিক কোন স্কুলে পড়াশোনা করতো?

ক. সরকারি স্কুলে খ. মিশনারি স্কুলে গ. গ্রামের স্কুলে ঘ. শহরের স্কুলে

৩. পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের কী হতে হবে?

ক. পরিবেশবান্ধব খ. মানবিক গ. বিজ্ঞানী ঘ. রাজনীতিবিদ

খ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. পাপের পথ থেকে _____ হয়ে ঈশ্বরমুখী হতে হবে।

২. প্রজারা যাদের উপর আমার নাম _____ হয়েছে।

৩. আমাদের উচিত ঈশ্বরের সৃষ্টির _____ নেওয়া।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি

১. ঈশ্বর আকাশ রুদ্ধ করলে বৃষ্টি হয় না।

২. ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন নিলে ও প্রতিপালন করলে বিপর্যয় থেকে বাঁচব না।

৩. প্যাট্রিক লজ্জা পেয়ে আর কোনোদিন বিদ্যালয়ে কলার খোসা ফেলেনি।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে পরিবেশ সুরক্ষার ৩/৪টি উপায় উল্লেখ করো।

২. তোমার সামনে প্যাট্রিকের মতো কেউ কলার খোসা ফেললে তুমি কী করবে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পরিবেশ বাঁচিয়ে সুন্দর আবাসভূমি তৈরির জন্য তুমি কী করবে?

২. প্যাট্রিকের গ্রামটি কেন আদর্শ গ্রাম হলো?

৩. প্রকৃতির মাধ্যমে ঈশ্বর শাস্তি থেকে বাঁচতে আমাদের কী করা প্রয়োজন?

পাঠ: ৫

জলবায়ু সুরক্ষায় করণীয়

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববাসীর সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। মূলত এটি একুশ শতকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বে জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যায়, যা মূলত মনুষ্যসৃষ্ট।

বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ

ঈশ্বর মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই জলবায়ু রক্ষার্থে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

১. **বৃক্ষনিধনরোধ ও বনায়ন সৃষ্টি:** পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার অন্যতম উপাদান হলো অক্সিজেন, যা আমরা গাছ থেকে পাই। এজন্য গাছ কাটা রোধ করে নিয়মিতভাবে বাড়ির আশেপাশে, পতিত জমিতে, রাস্তার দুই পাশে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গাছ লাগাতে হবে।

২. **জীবাশ্ম জ্বালানির অপচয়রোধ:** কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয় রোধ করতে হবে। কারণ এগুলো কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেনের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত করে জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে।

৩. **ইঞ্জিনচালিত গাড়ির সীমিতকরণ:** ইঞ্জিনচালিত গাড়ির ব্যবহার সীমিতকরণ করা। কারণ তা থেকে কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস বের হয় ও মানবদেহ এবং পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে। বিকল্প হিসেবে বিদ্যুৎ বা ব্যাটারিচালিত যানবাহন বা বাইসাইকেল ব্যবহার করতে হবে।

৪. **পুরাতন জিনিস পুনরায় ব্যবহার-উপযোগী করা:** যে প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা ব্যবহার করি তা পুনরায় ব্যবহার-উপযোগী (রিসাইকেলিং) করতে হবে।

৫. **সচেতনতামূলক সেমিনার:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও কতিপয় ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সভা ও সেমিনার আয়োজন করতে হবে।

৬. **রাসায়নিক দ্রব্য পরিশোধনের ব্যবস্থা করা:** কলকারখানার ব্যবহৃত বর্জ্য সরাসরি পানিতে না ফেলে পরিশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সুতরাং আমরা ঈশ্বরের দেখানো পথে জীবনযাপন করে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবো। তবেই আমরা জলবায়ুর পরিবর্তন ও এর প্রভাব থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুস্থ-সুন্দর আবাসভূমি উপহার দিতে সক্ষম হবো।

ক. জলবায়ু সুরক্ষায় তোমার করণীয়সমূহ নিচের খালি ঘরে লেখ।

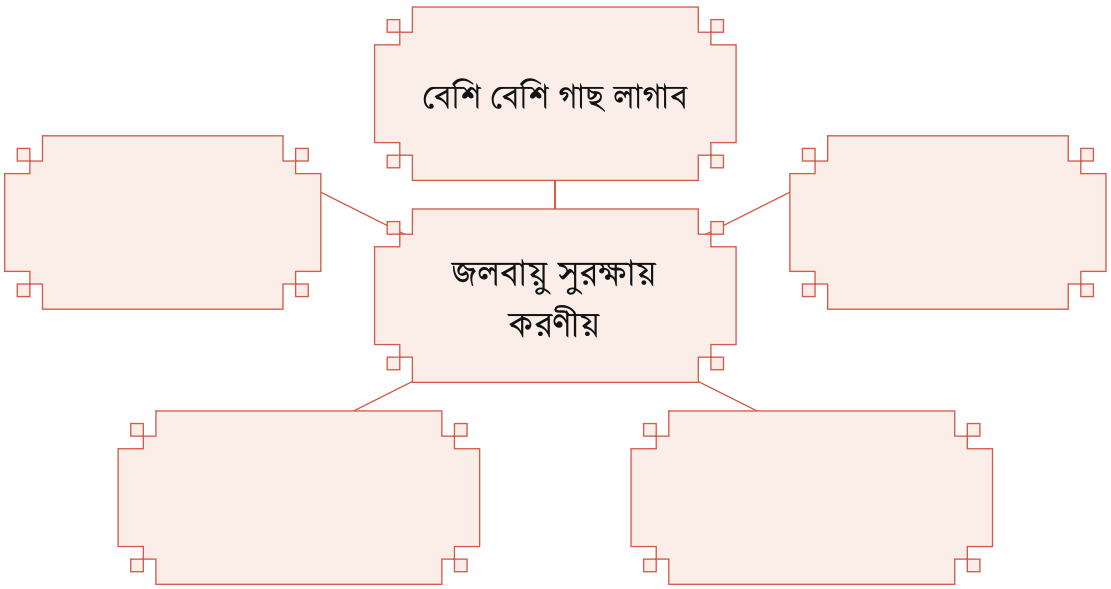

খ. জলবায়ু সুরক্ষায় বিদ্যালয়ের আশেপাশের জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড/পোস্টার তৈরি করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- যেখানে-সেখানে বর্জ্য না ফেলা।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. বর্তমানে জলবায়ু-সংক্রান্ত সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কী?

ক. জলবায়ুর পরিবর্তন খ. যুদ্ধ-বিগ্রহ গ. সন্ত্রাসবাদ ঘ. সাম্রাজ্যবাদ

২. জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তনের জন্য মূলত কে দায়ী?

ক. মানুষ খ. প্রকৃতি গ. ঈশ্বর ঘ. শিল্প-বিপ্লব

৩. জলবায়ু সুরক্ষায় অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের জন্য কী করা দরকার?

ক. পরিবেশবান্ধব খ. সচেতন গ. বনায়ন সৃষ্টি ঘ. সভা-সেমিনার

খ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. আমরা অক্সিজেন _____ থেকে পাই।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের _____ ও ক্ষতিকর প্রভাব জানাতে সেমিনার করা উচিত।

৩. ইঞ্জিনচালিত গাড়ি থেকে _____ গ্যাস বের হয়।

৪. তেল, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাসের _____ রোধ করতে হবে।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. কার্বন ডাই-অক্সাইড জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে।

২. যে প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা ব্যবহার করি তা পুনরায় ব্যবহার-উপযোগী করা যায় না।

৩. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যে অক্সিজেন দরকার তা প্রাণী থেকে পাই।

৪. কলকারখানার বর্জ্য সরাসরি পানিতে না ফেলে পরিশোধন করা উচিত।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৃক্ষনিধন রোধ ও বনায়ন সৃষ্টি কেন প্রয়োজন?

২. কলকারখানা থেকে উৎপাদিত বর্জ্য কীভাবে অপসারণ করবে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য কী করবে?

২. ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ-সুন্দর আবাসভূমি উপহার দিতে আমাদের করণীয় উল্লেখ করো।

পাঠ: ৬

প্রাণিকুলের প্রতি আমাদের দায়িত্ব

আদি ১:২৪-২৫, ৯:৯-১০, দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:৪

প্রাণির প্রতি শিশুদের যত্ন

বাইবেলে ঈশ্বর খুব স্পষ্টভাবেই প্রাণিকুলের যত্নের কথা বলেছেন। ঈশ্বর আমাদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের তিনি নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলি অর্থাৎ জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও আবেগ-অনুভূতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে; তেমনি প্রাণিকুলের প্রতিও আমাদের সমান করণীয় আছে। কারণ, আমরা এই প্রাণিকুলের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। আমরা খাদ্য হিসেবে এই প্রাণিকুলের হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল ও বিবিধ মাছ খেয়ে থাকি। আবার অনেক প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার না করলেও প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তাদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন, যেমন–শকুন, বাঘ, ভাল্লুক, শাপ, কচ্ছপ, ব্যাঙ, কুমির ইত্যাদি। আবার অনেক পশু-পাখি রয়েছে যাদেরকে আমরা পুষি এবং আনন্দ পাই, যেমন–টিয়া, ময়না, বিড়াল ও কুকুর। তাই শুধু ভোগ করার জন্য নয় বরং বিবেচনাপূর্বক ও ভালোবাসা দিয়ে তাদের প্রতিপালন ও রক্ষা করা উচিত। মনে রাখতে হবে, আমাদের লোভ-লালসা ও অযত্নে প্রাণিকুল বিনষ্ট হলে আমরাও বিপর্যয়ে পড়ব। এসো, আমরা 'জীবে প্রেম করে যে জন, সে জন সেবিছে ঈশ্বর' এই মহৎ স্লগানটি মাথায় রেখে প্রাণিকুলের কল্যাণে কাজ করি।

এসো আমরা গল্প পড়ি

একদিন বাবুল আর সৈকত গ্রামের বাঁশবাগানের পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাবুল দেখল যে, একটি ঘুঘু পাখি আহত হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে আছে। বাবুল কাছে যেতেই ঘুঘুটি ঝাঁপটা দিয়ে ওড়ার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। দুই বন্ধু মিলে পাখিটিকে ধরে ফেলল। তারা ভালোমতো দেখে বুঝল যে, কেউ গুলতি দিয়ে পাখিটিকে মেরেছে। সৈকত বলল, 'ভালোই হলো, চলো আমরা এটা রান্না করে খেয়ে ফেলি।' কিন্তু পাখিটির প্রতি বাবুলের মায়া হলো, তাই সে খেতে চাইল না। সে বলল, চলো, আমরা ফ্রান্সিস ডাক্তারের কাছে যাই, ঘুঘুটিকে চিকিৎসা করি।

বাবুল ও ডাক্তারের কয়েক দিনের চেষ্টার ফলে ঘুঘুটি সুস্থ হলো। বাবুল ঘুঘুটিকে ছেড়ে দিলো আর সে উড়ে চলে গেল।

ক. জীব ও প্রাণীর প্রতি তুমি যেভাবে যত্ন করো, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

১. প্রতিদিন খাবার দিই।
২.
৩.
৪.

খ. প্রাণীকে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য তুমি কী কী করবে তা নিচের ফাঁকা ঘরে লেখ।

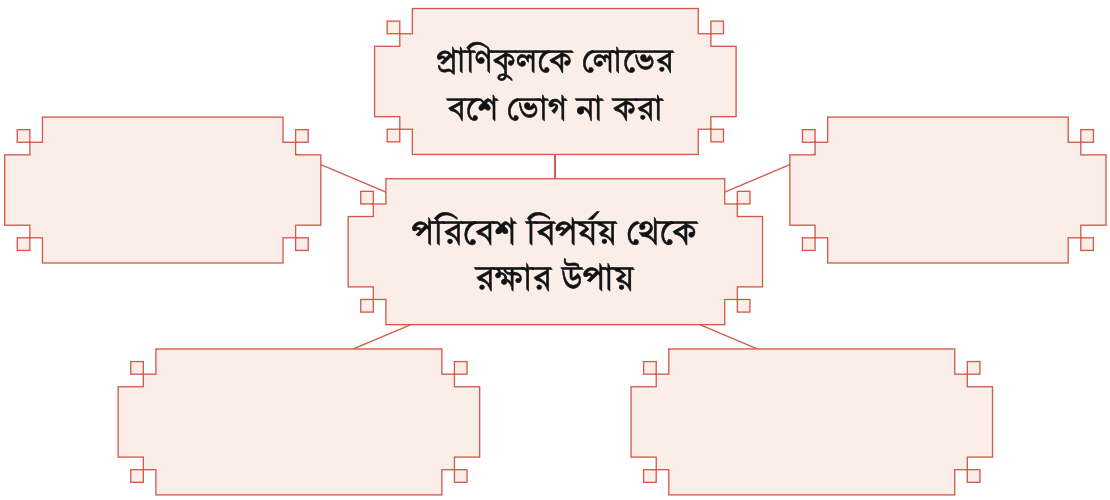

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- ঈশ্বরসৃষ্টি প্রাণীর প্রতি যত্নশীল হওয়া।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ঈশ্বর আমাদের কাদের যত্ন নিতে বলেছেন?

ক. জড়বস্তুর খ. প্রাণিকুলের গ. মানুষের ঘ. পশুর

২. ঈশ্বর কোন কোন গুণাবলি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন?

ক. নৈতিকতা ও মানবিকতা খ. প্রেম-ভালোবাসা গ. ঘৃণা-অহংকার ঘ. হিংসা-বিদ্বেষ

৩. প্রাণিকুলের যত্ন করা উচিত কেন?

ক. তাদের উপর নির্ভরশীল খ. আক্রমণ করবে গ. অভিশাপ দেবে ঘ. আত্মতৃপ্তির জন্য

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বর স্পষ্টভাবে প্রাণিকুলের	১. মায়া হলো।
২. পাখিটির প্রতি বাবুলের	২. যত্নের কথা বলেছেন।
৩. প্রাণিকুল বিনষ্ট হলে আমরাও	৩. রান্না করে খেয়ে ফেলি।
	৪. বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবো।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. মানুষ হিসেবে প্রাণীকুলের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে।

২. সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৩. বাবুল ও সৈকত ঘুঘুটিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

৪. ঈশ্বর মানুষ ও প্রাণীকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঈশ্বর মানুষকে কী কী গুণাবলি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?

২. ঈশ্বর প্রাণিকুলকে কীভাবে যত্ন নেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ‘জীবে প্রেম করে যে জন, সে জন সেবিছে ঈশ্বর’ কথাটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করো?

২. বাবুল ও ঘুঘুর গল্প থেকে তুমি যা উপলব্ধি করেছো তা লেখ।

পাঠ: ৭

নিজ বাড়ি বাসযোগ্য করা

(যিশাইয় ৩২:১৮, গীতসংহিতা ১২৭:১, হিতোপদেশ ২৪:৩-৪)

একটি পরিচ্ছন্ন বসতবাড়ি

বাড়ি এমন একটি আশ্রয়স্থান যেখানে পরিবারের সদস্যরা একত্রে বসবাস করে। এটি একটি শঙ্কামুক্ত শান্তির স্থান যেন মায়ের আঁচলের নিচে ছোট শিশুর অবস্থান। একটি পরিচ্ছন্ন বাড়ি মনকে সব সময় উৎফুল্ল রাখে। মনোরম পরিবেশ ছাড়া যেমন মনের শান্তি আসে না, তেমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ছাড়া স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত হয় না। মন ও শরীর উভয়ই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। তাই বাসযোগ্য বাসস্থানের কোনো বিকল্প নেই।

বাইবেলে স্পষ্টভাবে দেখি যে, পরিচ্ছন্নতার পরবর্তী ধাপ হলো পবিত্রতা। ঈশ্বরকে আমাদের ঘরের নির্মাতা ও প্রভু হিসেবে রাখতে হলে ঘরের পরিবেশ বাসযোগ্য রাখতে হবে। এজন্য ব্যস্ততাকে অজুহাত হিসেবে দেখানো যাবে না। ঘরটিতে যেন যথেষ্ট আলো-বাতাস ঢুকতে পারে সেজন্য দরজা ও জানালা রাখতে হবে। যাতে পরিবেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর থাকে।

সর্বোপরি, ঈশ্বরকে আমাদের জীবনের প্রথম স্থান দেবো, তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করব। তাহলে তিনি আমাদের সুস্থ-সবল ও নিরাপদ রাখবেন। কোনো কিছুই তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। তাই পরিবারে একে-অপরের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ দেখাব এবং একত্রে সন্ধ্যায় প্রার্থনা করব। তবেই আমরা বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে পারব।

ক. গির্জাঘরের পরিবেশ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখতে তুমি কী কী করতে পারো তার একটি তালিকা তৈরি করো।

১. পানির বোতল ও পলিথিন ফেলব না।
২.
৩.
৪.
৫.

খ. তোমার বসতবাড়ি বাসযোগ্য রাখার জন্য তুমি কী করবে তা খালি ঘরে লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- দেহ ও মনের সুস্থতার জন্য মনোরম পরিবেশ তৈরি করা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. বাসস্থানকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

ক. মায়ের কোল খ. মায়ের আঁচল গ. মায়ের আশ্রয় ঘ. মায়ের ভালোবাসা

২. স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য তুমি ঘর-বাড়িকে কী করবে?

ক. সংস্কার ও রং করা খ. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা গ. জানালা বন্ধ করা ঘ. আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা

৩. নিরাপদ বাসস্থান করার জন্য তুমি অন্যদের কী পরামর্শ দেবে?

ক. ঈশ্বরকে প্রথম স্থান দিতে খ. ঘরে সদাচরণ করতে গ. নিজের ইচ্ছামতো চলতে ঘ. বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. পরিচ্ছন্নতার পরবর্তী ধাপ হলো _____।

২. একটি পরিচ্ছন্ন বাড়ি মনকে _____ রাখে।

৩. ঘরে যথেষ্ট আলো-বাতাস ঢোকার জন্য দরজা ও _____ রাখতে হবে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বাড়ি একটি শঙ্কামুক্ত	১. শান্তি আসে না।
২. মনোরম পরিবেশ ছাড়া মনের	২. শান্তির স্থান।
৩. বাসযোগ্য ঘর করতে ব্যস্ততাকে	৩. আচরণ দেখাব।
	৪. অজুহাত দেখানো যাবে না।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কীভাবে জীবনযাপন করলে ঈশ্বর সুস্থ সবল ও নিরাপদ রাখবেন?

২. স্বাস্থ্যকর পরিবেশ না থাকলে শরীর ও মনে কী প্রভাব পড়ে।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ঈশ্বরকে ঘরের নির্মাতা ও প্রভু হিসেবে রাখতে হলে তোমার ঘরের পরিবেশ কেমন করবে?

২. বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য অন্যদের কী ধর্মীয় পরামর্শ দেবে?

পাঠ: ৮

শিক্ষাঙ্গান সুন্দর রাখা আমাদের দায়িত্ব

(যিহিস্কেল ৪৪:২৩, দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৭-৯)

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য বিদ্যালয় একটি আনন্দের স্থান। এখানে তারা লেখাপড়া, হৈ-হুল্লোড়, খেলাধুলা করে এবং সহপাঠীদের সঙ্গে মনের কথা বলে। প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যেমন ভালো হওয়া দরকার, তেমনি এর পরিবেশও মনোমুগ্ধকর হওয়া প্রয়োজন। এখানে জ্ঞানের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিই গুরুত্বপূর্ণ। বাইবেলে লেখা আছে, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তানদের এসব যত্ন সহকারে শেখাবে, গৃহে বসার, পথে চলার, শয়ন কিংবা ঘুম থেকে ওঠার সময়ে ঈশ্বরের উপস্থিতির কথা বলবে।

বিদ্যালয়ে ফুল বাগান তৈরি

শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের পাশাপাশি পরিবার ও সমাজ থেকে নৈতিক, আত্মিক ও বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। শিশুরা তাদের বিদ্যালয়টিকে পড়াশোনার উপযোগী ও মনোরম পরিবেশ বজায় রাখবে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ থেকে শুরু করে সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীরা সচেতন হয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেবে। যেমন: দূষণমুক্ত পরিবেশ রক্ষা করা, ডাস্টবিনের সঠিক ব্যবহার, শৌচাগারের যথাযথ ব্যবহার, বিশুদ্ধ পানি পান, বৃক্ষ পরিচর্যা ও শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি।

এসো আমরা গল্প পড়ি

ডেভিড পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। সে গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের ছেলে। বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রায়ই তার কৃষক বাবাকে বাড়ির পাশের জমিতে সবজি চাষে সাহায্য করে। একদিন টিফিনের সময় সে তার সহপাঠীদের সাথে কথা প্রসঙ্গে তার সবজি বাগানের কথা বলে। সকলেই বিষয়টি শুনে খুশি হয় এবং পরে শ্রেণি শিক্ষককে বলে। শিক্ষক খুশি হয়ে বলেন, ‘তোমরা ডেভিডের মতো কতজন বিদ্যালয়ে একটা ফুল বাগান করতে চাও?’ সবাই হাত তুলে চিৎকার করে বলে, তারা প্রত্যেকে বাগান করতে রাজি আছে। শুরু হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পঞ্চম শ্রেণির ফুল বাগানের প্রজেক্ট। শিক্ষকের সহায়তায় তারা বিভিন্ন ধরনের ফুলের চাষ শুরু করে। তা দেখে অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও অনুপ্রাণিত হয়। তারাও পড়াশোনার পাশাপাশি বিদ্যালয় এবং বাড়িতে শিক্ষক ও মা-বাবার সহায়তায় এ ধরনের ফুল, সবজি ও অন্যান্য বাগান করার কাজে নিয়োজিত হয়। তাদের চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়, সেই সাথে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সুন্দর ও মনোরম হয়ে ওঠে। পাশাপাশি মা-বাবার সহায়তায় সবজি ও ফুল চাষের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

ক. বিদ্যালয়ের পরিবেশ মনোমুগ্ধকর করতে তুমি কী কী করবে তা ছকে লেখ।

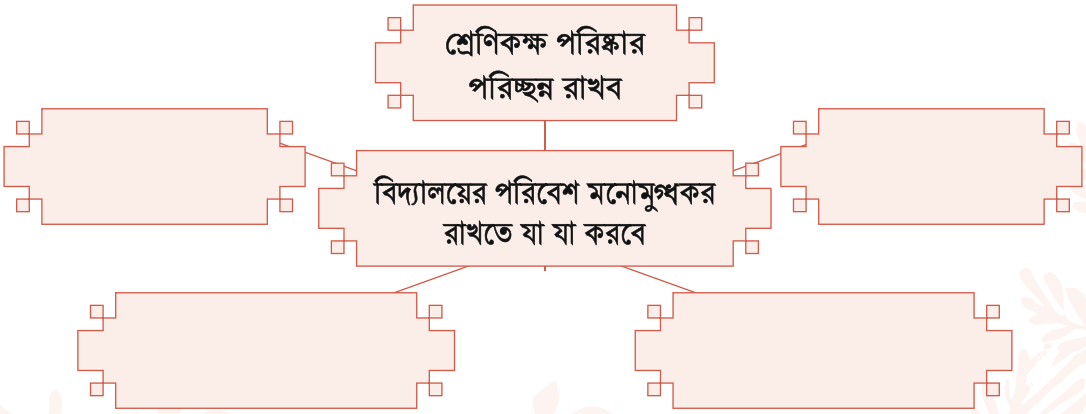

খ. শিক্ষাঙ্গন সুন্দর রাখার জন্য বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দায়িত্বের একটা কর্মতালিকা তৈরি করো।

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশ কেমন হওয়া দরকার?

ক. গম্ভীর খ. মনোমুগ্ধকর গ. ভীতিকর ঘ. আনন্দদায়ক

২. তোমার শিক্ষাঙ্গানে জ্ঞানের পাশাপাশি কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার?

ক. মানসিক বৃদ্ধি করা খ. নতুন বিল্ডিং করা গ. স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ দেওয়া ঘ. শিশুদের বইমুখী করা

৩. শিক্ষার পরিবেশ স্বাস্থ্যকর রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের কী পরামর্শ দিবে?

ক. শ্রেণিকক্ষ মনোমুগ্ধকর রাখা খ. বাড়ি পরিস্কার রাখা গ. বসতঘর পরিপাটি রাখা ঘ. পাঠাগার পরিচ্ছন্ন রাখা

খ শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. ডেভিড পড়ালেখার পাশাপাশি বাবাকে _____ চাষে সাহায্য করত।

২. বাইবেল শিক্ষায় প্রত্যেকে নিজ সন্তানদের এসব _____ সহকারে শেখাবে।

৩. শিক্ষার্থীরা পরিবার ও সমাজ থেকে _____ ও আত্মিক বিষয়ে অনুশীলন করবে।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. শিশুরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ও খেলাধুলা করে।

২. শিশুদের বিদ্যালয়কে পড়াশোনার উপযোগী ও মনোরম পরিবেশ বজায় রাখা।

৩. শৌচাগারের ব্যবহার শেখানো শিক্ষকদের দায়িত্ব না।

৪. শিশুরা অনুপ্রেরণা পেলেও কোনো কাজে সহায়তা করতে চায় না।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজ থেকে কী কী শিক্ষা নিতে পারো?

২. শিক্ষাঙ্গান সুন্দর রাখার জন্য তুমি কোন কাজটিকে গুরুত্ব দেবে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাইবেল অনুসারে পিতামাতা সন্তানদের কী কী উপায়ে শিক্ষা দেবে?

২. তুমি শিক্ষাঙ্গান সুন্দর রাখার জন্য কীভাবে সহপাঠী বন্ধুদের উৎসাহিত করবে?

পাঠ: ৯

পরিবেশ সুন্দর রাখা আমাদের দায়িত্ব

(আদি ১:১-৩১, ২:৫-৯, ১৫, ১৯-২০)

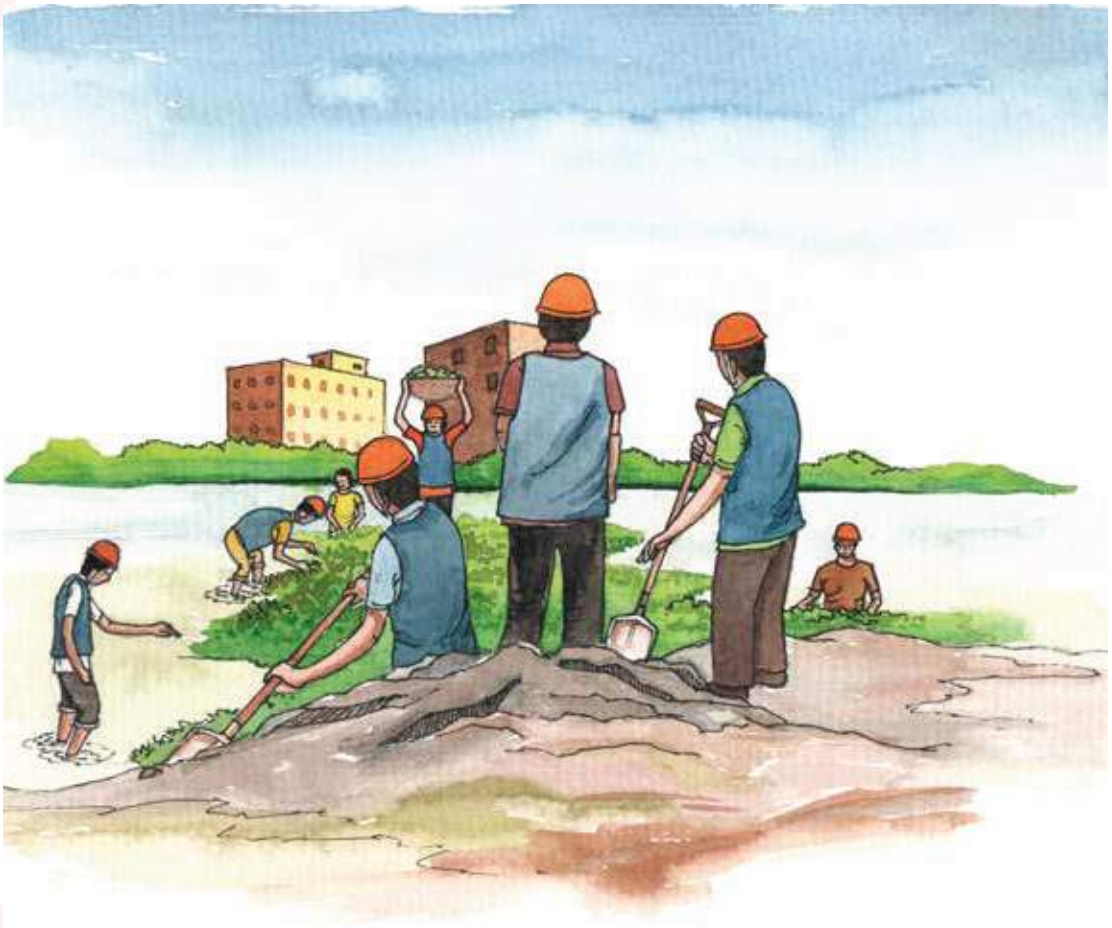

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পর মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং সমস্ত কিছুর উপর দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন। তাঁর বৈচিত্র্যময় সকল সৃষ্টিই মানুষের আধ্যাত্মিক, দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য করা হয়েছে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে পরিবেশ। নিকট পরিবেশ বলতে আমাদের চারপাশে পরিবেষ্টিত প্রকৃতিকেই বুঝায়। পরিবেশের সকল

উপাদান উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করে। এজন্যই আমাদের উচিত পরিবেশের যত্ন নেওয়া ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা। আমরা বিভিন্নভাবে পরিবেশকে সুন্দর রাখতে পারি। যেমন:

১. প্রচুর ফলদ-বনজ গাছপালা লাগিয়ে।

২. এলাকাবাসী মিলে আশেপাশের ডোবা-নালা পরিষ্কার করে।

৩. বাড়িতে ব্যবহৃত পানিনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে।

৪. আবর্জনা নির্ধারিত স্থানে ফেলে।

৫. পলিথিন-জাতীয় জিনিসপত্রের ব্যবহার বন্ধ করে।

৬. প্লাস্টিকের জিনিসপত্র না পুড়িয়ে পুনর্ব্যবহার করে।

৭. বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া গাছপালা না কেটে; কাটলেও নতুন গাছ লাগিয়ে।

৮. প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করে।

৯. নিজের বাড়িঘর ও চারপাশ পরিষ্কার রেখে এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করে।

১০. এলাকায় পরিবেশ সুরক্ষার সচেতনতামূলক সভা করে।

ক. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয়ের একটি ছবি আঁকো।

খ. ‘একমাত্র মানুষের সচেতনতাই পরিবেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে’- এ বিষয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার বর্জন করা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ঈশ্বর সকল সৃষ্টিকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন–

ক. যীশুকে খ. যাজককে গ. বিশ্বাসীদের ঘ. মানুষকে

২. প্রয়োজনে গাছ কাটলে–

ক. গাছের পরিচর্চা করব খ. ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইব গ. নতুন গাছ লাগাব ঘ. কিছু করব না

৩. এলাকার ডোবানালা সবাই মিলে–

ক. ভরাট করব খ. খনন করব গ. পরিষ্কার করব ঘ. সংস্কার করব

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. প্লাস্টিকের জিনিসপত্র পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২. ময়লা-আবর্জনা নির্ধারিত স্থানে রাখতে হবে।

৩. ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টির পর পৃথিবীর সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন।

৪. ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময় সকল সৃষ্টি মানুষের বিকাশের জন্য প্রয়োজন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পলিথিন ব্যবহার কেন বন্ধ করা প্রয়োজন?

২. বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার রাখতে তোমার বন্ধুকে কীভাবে উৎসাহিত করবে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পরিবেশের বিপর্যয় রোধে মানুষের সচেতনতা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

২. ঈশ্বর সৃষ্ট পৃথিবীর পরিবেশ সুন্দর রাখতে তোমার করণীয় বর্ণনা করো।

পরিশিষ্ট

বাইবেলে ব্যবহৃত নামসমূহ	
রোমান কাথলিক	**প্রটেস্ট্যান্ট**
বাইবেল	বাইবেল
বিশ্বাসমন্ত্র	বিশ্বাসসূত্র
জেরুসালেম	যিরুশালেম
নাজারেথ	নাসারৎ
সামারিয়া	শমরিয়
ফরিসি	ফরীশী
লাজার	লাসার
কাফর্নাউম	কফরনাহুম
আনানিয়াস	অননিয়
দামাস্কাস	দম্মেশক
সিনাই	সীনয়
জাখারিয়	সখরিয়
এলিজাবেথ	ইলীশাবেত
মারীয়া	মরিয়ম
যুদেয়া	যিহুদা

বাইবেলে ব্যবহৃত নামসমূহ	
রোমান কাথলিক	**প্রটেস্ট্যান্ট**
বেথলেহেম	বৈৎলেহম
হিব্রু	ইব্রীয়
যিশাইয় / ইসাইয়া	যিশাইয়
গেৎসিমানী	গেৎশিমানী
শিষ্যচরিত	প্রেরিত
মাগদালার মারীয়া	মগ্দলীনী মরিয়ম
এম্মাউস	ইম্মায়ূ
শামূয়েল	শমূয়েল
সাক্রামেন্ত	মাণ্ডলিক আচার অনুষ্ঠান
দীক্ষাস্নান	অবগাহন
খ্রীষ্টপ্রসাদ	প্রভুরভোজ
সলোমন	শলোমন
জেরিখো	যিরীহো
পল	পৌল
এলোয়ি	এলী

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, পঞ্চম শ্রেণি–খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

‘তোমরা তো ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পুণ্যজন; তিনি তোমাদের ভালোবাসেন। তাই তোমরা দয়া-মমতা, সহৃদয়তা, নম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতার সাজেই নিজেদের অন্তরটাকে সাজিয়ে তোলো।’

(কলসীয় ৩:১২)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য